

মে বর্ষ  
৩০ সংখ্যা  
ডিসেম্বর ২০০১

# আশিক এন্টারনেচমেন্ট

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পর্যবেক্ষণা পত্রিকা



## আত-তাত্ত্বীক

# مجلة "التحریک" الشهريہ علمیہ ادبیہ و دینیہ

## پرہم، سماج و سماجی تحریک و ترویج

ঝোজিঃ ঠঃ বার্ষিক ১৬৪

|                   |            |
|-------------------|------------|
| মৈ বর্ষঃ          | ৩য় সংখ্যা |
| রামায়ন ও শাওয়াল | ১৪২২ হিঃ   |
| অংগুহায়ণ ও পৌষ   | ১৪০৮ বাঃ   |
| ডিসেম্বর          | ২০০১ ইঃ    |

|                                  |
|----------------------------------|
| সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি           |
| ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব  |
| সম্পাদক                          |
| মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন        |
| সার্কুলেশন ম্যানেজার             |
| আবুল কালাম মুহাম্মদ সাইফুর রহমান |
| বিজ্ঞাপন ম্যানেজার               |
| মুহাম্মদ যিল্লুর রহমান মোল্লা    |

### কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাত্ত্বীক  
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),  
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,  
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,  
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি  
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

### টাকাঃ

তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।  
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

### হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং  
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

### সূচীপত্র

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ★ সম্পাদকীয়  | ০২                    |
| ★ দরসে কুরআন  | ০৩                    |
| ★ প্রবন্ধঃ  |                       |
| □ হালাল জীবিকা ইবাদত করুনের আবশ্যিক শর্ত<br>- মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম  | ১৪                    |
| □ আল্লাহর পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধাসমূহ<br>- আহমদ আব্দুল লতীফ নাহীর  | ১৬                    |
| □ প্রচলিত যদিক ও জাল হাদীছ সমূহ<br>- আব্দুর রায়হাক বিন ইউসুফ   | ১৭                    |
| ★ ছাহাবা চরিতঃ  | ১৮                    |
| □ আমার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)<br>- কুমিরব্যয়ামান বিন আব্দুল বাশী   |                       |
| ★ অর্ধনীতির পাতাঃ   | ২৩                    |
| □ বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ সমস্যা ও আমাদের কর্মীয়<br>- শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান                            |                       |
| ★ নবীনদের পাতাঃ   | ২৮                    |
| □ যায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও<br>আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে<br>- ইমামুল্লাহ বিন আব্দুল বাশীর |                       |
| ★ চিকিৎসা জগৎঃ  | ৩২                    |
| □ অ্যান্থ্রাক্স আতঙ্কঃ আপনার করণীয়<br>- ডাঃ রিপন বেগ   |                       |
| ★ গঞ্জের মাধ্যমে জ্ঞানঃ   | ৩৩                    |
| □ ভাগ্যের পরিহাস<br>- মুহাম্মদ আতাউর রহমান  |                       |
| □ কৃগণ ও নিঃশ্ব   | - মুহাম্মদ খুরশিদ আলম |
| ★ কবিতা   | ৩৪                    |
| ★ সোনামগিদের পাতা   | ৩৫                    |
| ★ বাংলাদেশ-বিদেশ  | ৩৮                    |
| ★ মুসলিম জাহান  | ৪২                    |
| ★ বিজ্ঞান ও বিশ্বব্য  | ৪৩                    |
| ★ জনমত কলাম   | ৪৪                    |
| ★ সংগঠন সংবাদ   | ৪৫                    |
| ★ প্রশ্নোত্তর   | ৪৯                    |

## সম্পাদকীয়

### এশিয়ার দুর্গের পতন। অতঙ্গপর..

Citadel of Asia বা 'এশিয়ার দুর্গ' আফগানিস্তানের পতন হয়েছে আগ্রাসী আমেরিকার হাতে। গত শতাব্দীর শেষাংশে একবার তার পতন হয়েছিল রাশিয়ার হাতে। আর বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে পতন হ'ল আমেরিকার হাতে। দু'টি পতনেই মূলে ছিল অর্থ ও পদলোভী দেশপ্রেমীহীন আফগান নেতৃত্ব। এক সময়কার রাশিয়ার পুতুল সরকার নূর মুহাম্মদ তারাকী ও নাজীবুল্লাহদের পতনের পর আজ আবার জাতিসংঘের ছায়াবরণে মার্কিনীদের চাপিয়ে দেওয়া ২৯ সেপ্টেম্বর অন্তর্ভুক্তিকালীন পুতুল সরকারের প্রধান হিসাবে পশ্চু নেতৃ আন্দুল হামীদ কারজাই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে ক্ষমতা নিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তুমুল কোন্দল। তাজিক, উজবেক, শী'আ, মাসউদ হুগ, দোস্তাম হুগ, পশ্চু নেতৃ পীর সৈয়দ আহমদ শীলানী ও অন্য এক উপদল নেতৃ আবদুর রাসূল সাইয়াফের মধ্যে অন্তর্দলীয় ঘন্ট চরম আকার ধারণ করেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালিবান মুজিব পরে সেদেশে এখন আর কোন বিদেশী সৈন্য চাহে না। সম্পত্তি কানাহারে হামলাকারী আমেরিকান দু'টি বিমানকে সংক্ষ করে কারা গুলী ছুড়ল, এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমেরিকা হ্যাত এবার উত্তরাঞ্চলীয় জোট নেতাদের পিছনে তাদের মধ্য থেকেই একটা বি-টাম সৃষ্টি করবে এদের জন্য করার জন্য। এটা নিশ্চিত যে, কারজাই সরকার আফগানিস্তানে হিতীশীলতা আনতে পারবে না। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এ জোটই ক্ষমতায় ছিল। তখন আপোষে মারামারির কারণে পুরা আফগানিস্তানের উপরে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ৩২টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক সরদার ও গোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত। যদের ব্যর্থতার কারণেই তালিবান নামীয় মাদরাসা ছাত্রা প্রথমে নেতাদের বিশ্বাস করার চেষ্টা করে। তাতে ব্যর্থ হয়ে অবশ্যে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে এবং দেশের ৭০ ভাগ পশ্চু সমর্থিত এই মাদরাসা ছাত্রা বিগত পাঁচ বছরে দেশের ৯৫ ভাগ এলাকার উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শী'আপস্তু 'হিয়েবে ওয়াহাদাত' ও আহমদ শাহ মাসউদ হুগের পিছনে ইরান ও রাশিয়ার মদন না থাকলে দেশের বাকি অংশটুকুর উপরেও তারা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হ'ত। এটা সত্য যে, তালিবানরা পরাজিত হয়ে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কাবুল ও কয়েকটি শহর থেকে সরে না গেলে এত দ্রুত আমেরিকার বিজয় আসতো না। শীর্ষস্থানীয় একটি তালিবান সুত্রের বর্ণনা মতে তারা যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। ৬ মাস তারা বর্তমান জোট সরকারকে সময় দেবে। তারপর তাদের বিশ্বাস অবস্থার সুযোগে পুনরায় ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের কাবুল সহ সারা আফগানিস্তানে তাদের দখল কায়েম করবে। হার-জিত যাই বলুন, আমেরিকাসহ ইসলাম বিরোধী বিশৃঙ্খল তাদের পরিকল্পনা মত এগিয়ে চলেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের উপরে দখল কায়েম করে তারা আনবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তানকে তার নিকটতম বন্ধু প্রতিবেশী ইসলামী আফগানিস্তান থেকে বর্ষিত করেছে। এখনকার আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের সেক্ষার্গার্ড বহুরাষ্ট্র নয়। ফলে পাকিস্তানের চারদিক এখন শুরু রাষ্ট্র দিয়ে যেরা। এরপরেই সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিনীরা হাত রাখবে কাশীর উপত্যকায় ভারতের ঘাড়ে বন্ধুক রেখে। ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে পার্শ্বমেটে হামলা চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে তারা তার প্রাথমিক মহড়া শুরু করেছে এবং সন্দেহভাজন উসামা বিন লাদেনের ন্যায় এখানেও যথার্থীভাবে দু'টি পাকিস্তান ভিত্তিক কাশীর মুজাহিদ একপকে সন্দেহ করা হয়েছে। এমনকি এখানেও গুসামার আল-কায়েদা গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে বলা হচ্ছে। অতএব এবার শুরু হবে প্রতিশোধের নামে প্রথমে কাশীর ও পরে পাকিস্তান ধর্মসের পালা। এমনকি সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিয়েছে এই সন্দেহ করে সোমালিয়া ও সুদানের উপরে এবং ইরাকের উপরেও মার্কিন হামলা আসন্ন বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা পারভেজ মোশাররফ ইচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকাকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সাদামাটা? বর্তমান পাকিস্তানের বিভাগীয় ক্ষমতাধর জেনারেলের মতে তা নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার দু'দিন পরে প্রথমে প্রেরণার মুক্তি কলিন পাওয়েল ও দু'ঘণ্টা পরে প্রেসিডেন্ট বুশ পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টকে ফোন করে বলেন, আমরা আফগানিস্তানে হামলা করতে যাচ্ছি। পাকিস্তানের সাহায্য চাই। নইলে তাদের আনবিক স্থাপনা এবং কাশীরের উপরে ঝুঁকি আসবে। এমন ধরক খাওয়ার পরে ৩৭০০ কোটি ডলার খণ্ডের বোঝা বহনকারী পাকিস্তানী নেতৃ সঙ্গতকারণেই চুপসে যান। যদি বলি কাছাকাছি একই অবস্থা বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির, তাহ'লে অনুমান সন্তুষ্টঃ মিথ্যা হবে না। কারণ সর্বত্র অর্থনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস্যী তার সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করে চলেছে। পাকিস্তানী সমর্থন ব্যতিরেকে তালিবানরা এক ঘটা টিকে থাকতে পারবে না বলে একটা কথা চালু ছিল। যদি তাই-ই হয়, তাহ'লে পাকিস্তান, সউদী আরব ও আরব-আর্যারাত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার ও কুটনৈতিক সংশ্রেক্ষণ করার পরেও তালিবানরা কেন আসসমর্পণ করেনি? কারণ যদি কেউ এটা বলেন যে, এটা তাদের দৈমানী জায়বা ও নিখাদ দেশপ্রেমের কারণেই সত্ত্ব হয়েছে, তাহ'লে এটাও পরিকার যে, এ দু'টি বস্তু কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। এই আগুন আফগানিস্তানের বর্তমান দখলদার শাসনকে একদিন জ্বালিয়ে দেবে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলিতেও তা জ্বলে উঠবে। দুনিয়াস্বর্ব রাজনীতিকদের হিসাব-নির্কাশ হয়তো সেদিন সব যথিয়া প্রতিপন্থ হবে।

New world order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা নামে বুশ-এর ঘোষিত মূলতঃ বিশ্বাস্যী যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত সম্প্রসারণের অপকোশল মাত্র। বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে প্রায় ১২ হাজার মেগাটন পারমাণবিক বিক্ষেপণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য মাথাপিছু বিক্ষেপণ বরাদ্দ হ'ল ত টন টিএনটি। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর যেখানে যত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাস ঘটেছে, প্রায় সবগুলিতেই মার্কিন অঙ্গ, অর্থ ও কৃতীনির্মাণ মূল ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বত্র তার মূল লক্ষ্য থেকে সম্ভাবনাময় মুসলিম শক্তি বা শক্তি বলয়কে ডিতে ও বাহির থেকে দুর্বল অথবা ধৰ্ম করে দেওয়া।

তৈল অঙ্গের উদ্বাতা বাদশাহ ফায়ছালকে তারাই হত্যা করিয়েছে। ইসলামী পারমাণবিক বোমার উদ্বাতা যুলফিকার আলী ভূট্টোকে তারাই মেরেছে। পরবর্তীতে ইসলামী আফগানিস্তানের স্বপ্নদোষ যিহাউল হক-কে তারাই সুকোশলে হত্যা করেছে। সবকিছুই 'ওপেন সিক্রেট'। আজকে আফগানিস্তানের বিরক্তে সন্ত্রাস দমনের নামে ভুক্তা-নাজী নিরীহ নিরপেক্ষ আফগানদের উপরে যুদ্ধের হিংস্তা চাপিয়ে দিয়েছে তারা। ফিলিপ্পীন ও কাশীরেও তাদের হিংস্তা প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে। ফলে মুসলিম বিশ্ব এখন সন্ত্রাস থেকে মহাসন্ত্রাসের ভয়ে ভীত ও বিপন্ন। আমাদের নেতৃবুদ্ধের বিলাস নিদ্রা ভঙ্গ হবে কি? আঞ্চল আমাদের রক্ষা করুন- আরীন! (স.স.)।

$$k_B T = k N_j \Delta$$

-ମୁହାମ୍ମାଦ ଆସାନ୍ଦୁଲ୍ଲାହ ଆଲ-ଗାଲିବ

كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُكْرِهُوا  
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَّكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

ଅନୁବାଦ ୪ : ତୋମାଦେର ଉପର ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରେସ କରା ହେଯେଛେ । ଅର୍ଥତ୍ ତା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କଟକର । ବହୁ ବିଷୟ ଏମନ ରୁହେଛେ, ଯା ତୋମରା ଅପେସନ୍ କର । ଅର୍ଥତ୍ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର । ଆବାର ବହୁ ବିଷୟ ଏମନ ରୁହେଛେ, ଯା ତୋମରା ପରିବହନ କର । ଅର୍ଥତ୍ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତା କ୍ଷତିକର । ବସ୍ତୁତ ୪ : ଆଶ୍ରାହ (ସରକିଛୁ) ଜାନେନ ଏବଂ ତୋମରା ଜାନେନୋ ନା' (ବାକୀରାହ ୨୧୬) ।

## শাস্তিক ব্যাখ্যাঃ

(১) (কুতিবা) 'লিখিত হইয়াছে'। কুরআনী  
পরিভাষায় এর অর্থঃ 'فُرِضَ وَأُتْبِتَ' 'ফরয করা হইয়াছে'  
বা **নির্ধারিত করা হইয়াছে**। যেমন **كِتَبٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** 'তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হইয়াছে' (বাক্সারাই  
১৮৩)। **كِتَبٌ عَلَيْكُمُ الْعُصَاصُ** 'তোমাদের উপরে হত্যার  
বদলে হত্যাকে ফরয করা হইয়াছে' (বাক্সারাই ১৭৮)। তবে  
এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, বিষয়টি পূর্ব হ'তেই  
'লওহে মাহফুয়ে' নির্ধারিত ছিল, যা পরে 'জুরি' মারফত  
উমাতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে ফরয হিসাবে নাফিল করা  
হয়েছে'।

(۲) ﴿كُتَّابٌ﴾ (কৃতাল) ‘পরম্পরে যুদ্ধ করা’। বাবে  
 মুফা’আলাহুর অন্যতম মাছদার। (খ) ‘প্রতিরোধ করা’  
 যেমন মুছলীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ  
 হাদীছে বলা হয়েছে **فَاتَّلَهُ شَيْطَانٌ** ‘ওকে প্রতিরোধ  
 কর। কেননা ওটা শয়তান’। (গ) ‘লান্ত করা’ যেমন  
 কুরআনে বলা হয়েছে **فَاتَّهُمُ اللَّهُ أَكْثَرُهُمْ يُؤْفَكُونَ** ‘আল্লাহ  
 ওদের ধ্রংস করুন, ওরা কোন উল্টা পথে চলেছে?  
 (তাওবাহ ۳۰)। (ঘ) ‘বিশ্মিত হওয়া ও প্রশংসা করা’ যেমন  
 বলা হয়ে থাকে **فَاتَّلَهُ اللَّهُ مَا أَفْصَحَهُ** ‘আল্লাহ ওকে ধ্রংস  
 করুন, কতই না সুন্দরভাষ্য সে’।

‘তাছাড়া ছাহাবীগণ যুদ্ধ-বিশ্বহকে স্বত্বাবগতভাবেও অপসন্দ করতেন না। কেননা তাঁরা এতে অভ্যন্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ মুহাজির এবং সংখ্যায় নিভাস্ত অল্প। মুশুরিকদের মুকাবিলায় দুনিয়াবী শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। ফলে যে ‘হক্ক’ তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন ও কবুল করেছেন এবং যে হক্ক-এর প্রতি তাঁরা মানুষকে দা’ওয়াত দিচ্ছেন ও যার সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁরা কামনা করছেন, সেটুকু অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতদ্বারা তাঁদের নিকটে আরেকটি চিন্তার বিষয় ছিল, সেটি হ’লঃ তাঁরা ছিলেন শান্তি ও মানবকল্যাণের অভিসারী। সশন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হ’লে উক্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে এবং এতে লোকদের সামরিকভাবে ইসলামে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আমিই মাত্র জানি, তোমরা জানোনা’। অর্থাৎ শান্তির অবস্থায় সকল মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে- এই ধরনের অনুযান বাতিল। কেননা লোকদের মধ্যে বহু দুষ্ট চরিত্রের লোক রয়েছে। এই লোকদেরকে সামাজিক দেহ থেকে উৎখাত করা সুস্থ দেহ থেকে দুর্যোগ রক্ষ বের করে দেওয়ার শামল।

অতএব এই যুদ্ধ বা জিহাদ তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে  
কল্যাণকর'।<sup>৫</sup>

### ৩. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ অত্র আয়াতের মাধ্যমে  
মুসলমানদের উপরে প্রথম 'জিহাদ' ফরয করা হয়। অত্র  
আয়াতে 'কৃতাল' শব্দ বলা হ'লেও সূরা তাওবাহ ৪১ নং  
আয়াতে স্পষ্টভাবে 'জিহাদ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। যার  
মাধ্যমে সাময়িকভাবে শুধু 'যুদ্ধ' নয়, বরং মুশরিক ও  
কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে সর্বদা সর্বাত্মকভাবে  
প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেকারণ  
'জিহাদ' শব্দটি ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং 'কৃতাল' শব্দটি  
বিশেষভাবে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' হিসাবে গণ্য হয়। 'জিহাদ' শক্তি  
ও যুদ্ধ সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে 'কৃতাল' কেবল  
যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য। 'জিহাদ' বললে দু'টিই বুঝায়।  
'কৃতাল' বললে স্বেক্ষ 'যুদ্ধ' বুঝায়। যদিও দু'টি শব্দ  
অনেক সময় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে  
ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটিই অধিক প্রচলিত ও  
অধিক গ্রহণীয়।

'জিহাদ' <sup>جِهَاد</sup> 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন, যার অর্থঃ কষ্ট  
ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। <sup>جَاهَدْ يَجَاهُدْ مُجَاهِدَةً وَجَهَادًا</sup> ।  
استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو  
(রাখতের অর্থে) <sup>وَمَدَافِعَتْهُ</sup> (فقه السنة ৪/৩)

বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধের জন্য তার চূড়ান্ত শক্তি ও  
ক্ষমতা ব্যবহার করে ও কষ্টসমূহ সহ্য করে, তাকে আভিধানিক  
অর্থে 'জিহাদ' বলে। ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থঃ  
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর দীনকে  
সর্বতোভাবে বিজয়ী করার স্বার্থে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক  
প্রতিরোধ গড়ে তোলার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। 'জিহাদ'  
শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই অধিক প্রচলিত। মোল্লা আলী  
কারী বলেন, 'কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা  
নিয়োজিত করা অথবা মাল দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিপুল জন  
সমাবেশ দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রাত্মায় কুফরী শক্তির  
বিরুদ্ধে সাহায্য করা'। তিনি বলেন, জিহাদ হ'ল 'ফরযে  
কিফায়াহ'। কেউ সেটা করলে অন্যের উপর থেকে দায়িত্ব  
নেমে যায়।<sup>৬</sup> ইবনু হাজার আসক্তালানী বলেন,  
الْجَهَادُ شَرْعًا بَذْلُ الْجِهَادِ فِي قَتْلِ الْكُفَّارِ  
জিহাদ হ'লঃ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

নিয়োজিত করা। এর দ্বারা নফস, শয়তান ও ফাসিকদের  
বিরুদ্ধে জিহাদকেও বুঝানো হয়'।<sup>৭</sup>

أَنْفَرُوا حَفَافًا وَ ثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
وَأَنْفِسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ حِبْرِلُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ—  
'যুবক হও ব্বক হও, একাকী হও বা দলবদ্ধভাবে হও<sup>৮</sup>  
তোমরা বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা  
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর' (তাওবাহ ৪১)। রাসূলুল্লাহ  
(ছাঃ) বলেন, حَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفِسِكُمْ وَ  
'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর  
তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।<sup>৯</sup> ইমাম  
কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা  
হয়েছে। তার কারণ 'জিহাদ' সংঘটনের জন্য প্রথমেই  
মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।<sup>১০</sup>

### জিহাদের উদ্দেশ্যঃ

ইসলামে 'জিহাদ' স্বেক্ষ আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার  
জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলছিয়াত না থাকে এবং  
ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়,  
তাহ'লে আল্লাহর দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে করুল হবে  
না। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লেও ক্ষটিপূর্ণ নিয়তের কারণে  
ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ'তে বশিত হবে। আবার শহীদ  
হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে যুক্তে শহীদ না হ'য়েও  
অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)  
নিজে, হ্যরত আবুবকর, হ্যরত খালিদ ইবনু ওয়ালীদ  
(রাঃ) প্রমুখ। উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কেননা  
'নিয়ত' হ'ল আমলের রূহ স্থরূপ। নিয়ত বিহীন আমল রূহ  
বিহীন মৃত লাশের ন্যায়। আল্লাহর কাছে ঐ আমলের কোন  
গুরুত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْغِيلُ مَنْ  
'নিয়ত' হ'ল আমলের রূহ স্থরূপ। নিয়তই  
আল্লাহ এ আমল করুল করেন না, যা স্বেক্ষ তাঁর সন্তুষ্টির  
লক্ষ্যে না হয়'।<sup>১১</sup>

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিডেস করল, হে রাসূল! কেউ যুদ্ধ  
করে গণীমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের  
জন্য, কেউ যুদ্ধ করে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাহ'লে  
কে সত্যিকারভাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে? জবাবে

৫. ফাতেল বারী ৬/৫ পৃঃ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৬. আবুদ্বাদ, নাসাই, দারেমো, মিশকাত ৫/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৭. তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৫৩।

৮. আবুদ্বাদ, নাসাই, আলবানী হাফিজ আবুদ্বাদেহ হা/ ২৯৪৩।

৯. রশীদ রিয়া, মুখ্যতাহার তাফসীরেল মানার ২/১৮৬-১৮৭ সার-সংক্ষেপ।

১০. মিরকৃত শারঙ্গ মিশকাত ৭/২৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।

রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونْ كَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ’ যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত হোক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে’।<sup>১</sup>

সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَدْقٍ، بَلَغَهُ اللَّهُ’ মন্তব্য করেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে খালেছ অতুরে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে’।<sup>২</sup>

একদা এক খৃত্বায় ওমর ফারাক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হ'লে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক ‘অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে’। তোমরা এরূপ বলো না। বৱং এরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, ‘মَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ، فَهُوَ شَهِيدٌ’।<sup>৩</sup>

অন্য হাদীছে এসেছে, যে (মুসিম) ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল।<sup>৪</sup> যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল।<sup>৫</sup> যে ব্যক্তি স্থীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি স্থীয় দীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ।<sup>৬</sup>

অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরও সাত জন শহীদ রয়েছে। তারা হ'লঃ (১) মহামারীতে মৃত (মুসিম) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) ‘যাতুল জাস’ নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি (৪) কলেরা বা অনুরূপ পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ভূমি ধ্বসে মৃত ব্যক্তি ও (৭) সন্তান প্রসব কালে মৃত মহিলা’।<sup>৭</sup>

৯. মুত্তাফুক আলাইহ, মিশকাত হা/১০৮১৪ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
১০. মুসানিম, মিশকাত হা/১০৮০৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
১১. আহমদ প্রভৃতি, হাদীছ হাসান; ফাত্খলবারী ‘জিহাদ’ অধ্যায় ৭৭ অনুচ্ছেদ, ৬/১০৫-১০৬।
১২. বুখারী হা/২৪৮০ ‘মাযালিম’ অধ্যায়; মুসলিম হা/২২৬ ‘ঈমান’ অধ্যায়।
১৩. আহমদ, তিরমিয়ী; তিরমিয়ী হাদীছটিকে ‘হাইহ’ বলেছেন; ফিকহস সুন্নাহ ৩/৯১।
১৪. হাইহ তিরমিয়ী হা/১১৪৮ ‘মিয়াত’ অধ্যায়।
১৫. আহমদ, আবুদুল্লাহ, নাসাই, সনদ হাইহ; ফিকহস সুন্নাহ ৩/৯০; ফাত্খল বারী হা/২৪২৯ ‘জিহাদ’ অধ্যায় ৩০ অনুচ্ছেদ।

উল্লেখ্য যে, এ সকল ব্যক্তি আখেরাতে শহীদের নেকী পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জামায়া কৰা হবে। শহীদ গণ তিন শ্রেণীৰঃ (১) যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ। এঁরা হ'লেন, কাফিৰদেৱ সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুমিন ব্যক্তি (২) আখেরাতে শহীদ। তারা হ'লেন উপরে বৰ্ণিত অন্যান্য শহীদগণ (৩) দুনিয়াতে শহীদ, আখেরাতে নয়। তারা হ'লঃ যুদ্ধেৰ ময়দানে গণীমতেৰ মাল আঞ্চসাংকারী অথবা পলায়ণপৰ অবস্থায় নিহত ব্যক্তি’।<sup>৮</sup>

পৰম্পৰে মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্ৰহ মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্ৰাণীৰ স্বত্বাবজাত বিষয়। স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ পৰম্পৰে যুদ্ধ কৰে। ধৰ্মীয় স্বার্থে হ'লে তখন সেটা ধৰ্মযুদ্ধে পৰিণত হয়। সেকাৰণ প্ৰত্যেক ধৰ্মেই যুদ্ধ একটি স্বীকৃত বিধান। ইসলাম আল্লাহ প্ৰেৰিত সৰ্বশেষ দীন। যা সকল মানুষেৰ কল্যাণে অবৰ্তীৰ্ণ হয়েছে। তাই ইহুদী-নাছাৰা সহ সকল এলাহী ধৰ্ম এবং হিন্দু-বৌক্ষ-জৈন সহ সকল মানবৰচিত ধৰ্ম এখন মানসূখ বা হৃকুমৰহিত হিসাবে গণ্য। তাই এসব ধৰ্ম রক্ষাৰ জন্য লড়াই কৰাকে ‘জিহাদ’ বলা হবে না। বৱং এসব ধৰ্মেৰ অনুসাৰীদেৱ হামলা থেকে ইসলামকে রক্ষা কৰাব চূড়ান্ত প্ৰচেষ্টাকেই ‘জিহাদ’ বলা হবে। ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ বিধান সম্পূর্ণৱৰপে দীনেৰ নিৰিখে রচিত। এই বিধান সৰ্বব্যাপী ও সাৰ্বজনীনভাৱে কল্যাণয়। স্থান-কাল ও পাত্ৰ বিবেচনায় এই বিধানেৰ সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োগবিধি রয়েছে। নিম্নেৰ আলোচনায় তা ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

### ইসলামে জিহাদেৱ বিধান

২৩ বছৰেৱ নবুআতী জীবনেৰ প্ৰথম ১৩ বছৰ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুকায় অবস্থান কৰেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সশস্ত্র জিহাদেৱ নিৰ্দেশ দেওয়া হয়নি। বৱং তাঁকে প্ৰতিকূল পৰিবেশে হিকমত ও সুন্দৰ উপদেশেৰ মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহৰ দীনেৰ পথে আহ্বানেৰ নিৰ্দেশ দেওয়া হয়। তাঁৰ সম্প্ৰদায় যখন তাঁৰ আহ্বানেৰ মধ্যে বাপ-দাদাৰ আমল থেকে চলে আসা চিৱাচৰিত রীতি ও সংস্কৃতিৰ বিৱোধী বজৰ্য দেখতে পেল, তখন তাঁৰ বিৱোধে তারা খড়গহস্ত হয়ে উঠলো এবং তাঁৰ উপৰে নানাবিধি নিৰ্যাতন শুরু কৰে দিল। এই সময় রাসূলকে বলা হয় আদু আলি সৱিল ‘رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوَعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَارِلُهُمْ بِالْتَّيْ هِيَ أَحْسَنُ’ তুমি আহ্বান কৰ মানুষকে তোমাৰ প্ৰভুৰ পথে হিকমতেৰ সাথে ও সুন্দৰ উপদেশেৰ মাধ্যমে এবং তাদেৱ সাথে বিতৰক কৰ সৰ্বাধিক সুন্দৰ পষ্টায়’ (নাহল ১২৫)। বলা হয়,

১৬. ফিকহস সুন্নাহ ৩/৯১।

‘আপনি মন্দকে ভাল ঘারা এড়ে পাল্টি হী অস্ত্রন সীনে  
প্রতিরোধ করুন’ (মুশিনুন ৯৬)। বলা হ’ল, ফাদা দ্বারা বিনক  
তাহ’লে আপনার ও আপনার  
শক্তির মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যেন সে আপনার  
অস্তরঙ্গ বন্ধু’ (হা-মীম সাজদাহ ৩৪)।

مڪّيٰ جیٰ ہلنے مન્દકે મન્દ દ્વારા, અસ્ત્રકે અસ્ત્ર દ્વારા મુકાબિલા  
કરાર નિર્દેશ આલ્લાહપાક સ્વીય રાસૂલકે દેનનિ । એસે સમય  
તાંકે કુરાન દ્વારા, સુનાહ દ્વારા, દલીલ ઓ ઉપદેશ દ્વારા  
વાતિલપણી મન્દશક્તિકે મુકાબિલા કરાર નિર્દેશ દેવોયા  
હયેછિલ એવં એટાકેહ 'بَذِ جِهَادٍ' હિસાબે ઉલ્લેખ કરે  
બલા હયેછિલ ફَلَّاقِطَعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهَدْ هُمْ بِهِ جَهَادًا -

‘যখন আপনি তাদেরকে আমার আয়ত  
সমূহ নিয়ে খেল-তামাশায় লিঙ্গ দেখবেন, তখন আপনি  
তাদের কাছ থেকে সরে যাবেন। যেপ্রয়ত্ন না তারা অন্য  
কথায় লিঙ্গ হয়’ (আন্সাম ৬৮)। আরো বলা হয়েছে,  
‘فَدَرْهُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ—  
‘তাদেরকে ছিদ্রাবেষণ ও খেল-তামাশায় ছেড়ে দিন সেই  
দিবসের (ক্ষিয়ামতের) সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা  
তাদেরকে করা হয়েছে’ (যুখরুক্ত ৮৩, যা’আরিজ ৪২)। মক্কী  
খিল্লেগীতে সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক জীবন ও  
চলাফেরা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, **وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ**  
**يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا**  
**يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا**  
‘সলামা—  
দয়ালু আল্লাহর সত্ত্বিকারের বান্দা তারাই যারা  
ভূপঞ্চে ন্যৰতাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের  
লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে  
‘সালাম’ (ফুরক্তন ৬৩)। এই সময় কাফেরদের ক্ষমা করার  
উপদেশ দিয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, **فَاصْفَحِ الصُّخْرَ**  
**‘আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন’** (হিজর  
৮৫)। সাধারণ মুসলমানদেরকেও একই রূপ পরামর্শ দিয়ে  
বলা হয়—  
**فَلِلَّٰهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَفْرٰنِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّٰهِ—**

‘ପ୍ରାମନ୍ଦେରକେ ବଲୁନ, ତାରା ଯେନ ଏସିବ ଲୋକଦେର କ୍ଷମା କରେ ଦେଇ, ଯାରା ଆଶ୍ରାହର ଦିବସ ସମ୍ମୁହ କାମନା କରେ ନା’ (ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବାମତେର ବିଷୟ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା) (ଜାହିୟାହ ୧୪) । ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆୟାତଶ୍ରୀଲିର ସବାଇ ମାଙ୍କୀ । ଏଇରୂପେ ହଜ୍ ୩୯ ଆୟାତ ନାୟିଲେର ପୂର୍ବେ ୭୦-ଏର ଅଧିକ ଆୟାତେ ମଙ୍କୀ ଜୀବନେ ସ୍ଥାନକେ ନିର୍ବିଦ୍ଧ କରା ହେଯେଛି ।<sup>୧୭</sup>

উপরের আলোচনায় মক্ষী জীবনে জিহাদের প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিষ্কারির কারণে সেখানে দ্বিনের দাওয়াতকে খুবই দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতার সাথে জনগণের নিকটে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন কুফরী শক্তি দ্বামান্দারগণকে বরদাশত করতে পারলো না, বরং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং অবশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন (আনফাল ৩০)। যেখানে পূর্ব থেকেই অন্ততঃ ৭৫ জন লোক তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর জানমালের নিরাপত্তা দানে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া মুঢ়'আব বিন 'ওমায়ের (রাঃ) সেখানে পূর্ব থেকেই দ্বিনের প্রচারে লিঙ্গ ছিলেন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপুলভাবে সমাদৃত হন এবং জনসমর্থন ও শক্তি অর্জনে সমর্থ হন। ফলে এখানে যখন ২য় হিজরাতে মক্কার কাফেরেরা হামলা চালায়, তখন আর তাঁকে পূর্বের মক্কী জীবনের ন্যায় ছবর ও ক্ষমা করার নির্দেশ না দিয়ে বরং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

فَاتَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أَهْلَكُوا  
آلَّا هُوَ بِكُمْ بَعْدَ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ-  
হও আল্লাহর রাস্তায় এসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা  
তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাঢ়াবাঢ়ি করো না।  
কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না’  
(বাকুরাহ ১৯০) ।<sup>১৪</sup> অতঃপর সাধারণ ভাবে সকল মুশারিক ও  
কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয়  
৬ষ্ঠ হিজরাতে হৃদায়বিহার ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা ইজ্জ ৩৯-  
৪০-য়ে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে<sup>১৫</sup> অবশ্য ইবনু  
আব্বাস (রাও) প্রমুখাং হযরত আবুবকর (রাও)-এর উক্তি  
বর্ণিত হয়েছে যে, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাও) মক্কা থেকে  
মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, সেদিন আবুবকর  
(রাও) দুঃখ করে বলেছিলেন, لَيْهُلْكَنْ أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ ।

### ୧୭. ମା'ଆରେଫୁଲ୍ କୁରାଓନ (ସଂକିଳିତ), ପୃଷ୍ଠ ୯୦୩

১৮. কুরতুবী ২/৩৪৭, শাওকানী, ফার্ণহল ক্লানীর ১/১৯০।  
১৯. কুরতুবী ১/৩৪৯।

୧୯. କୁରୁତୁବା ୨/୩୪୭

‘তারা তাদের নবীকে বের করে দিল। অবশ্যই তারা ধ্বংস হবে’। তখন সূরা হজ্জ-এর ৩৯ আয়াত নাফিল হয়, ওয়া’ নেকে আল্লাহ হজ্জের অনুমতি দেওয়া হ’ল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম’। ‘যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা ‘আল্লাহ’। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ’লে দুনিয়াত্যাগী নাছারাদের বিশেষ উপাসনালয়, সাধারণ উপসনালয়, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মুসলমানদের মসজিদ সমূহ; যে সকল স্থানে আল্লাহর নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয়, সবই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তির ও পরাক্রমশালী’ (হজ্জ ৩৯-৪০)। নাসাই ও তিরমিয়ী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিয়ী হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। কুরতুবী বলেন, হাদীছটি একাধিক রাবী সাঈদ বিন জুবায়ের (রাও) থেকে ‘মুরসাল’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ইবনু আবুস (রাও)-এর নাম নেই।<sup>২০</sup> সম্ভবতঃ এসব কারণে কুরতুবী ‘জিহাদের প্রথম অনুমতির আয়াত’ হিসাবে সূরা হজ্জ-এর ৩৯-৪০ আয়াতটির চাইতে সূরায়ে বাকুরাহ ১৯০ আয়াতকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন।<sup>২১</sup> ইমাম শাওকানীও প্রথম মতটিকে ‘প্রথম অধিকতর প্রহলযোগ্য’<sup>২২</sup> ইবনু কাছীর স্থীয় তাফসীরে দ্বিতীয় মতটির কথা উল্লেখ করেননি।<sup>২৩</sup>

সূরা বাকুরাহ ২১৬ আয়াতের তাফসীরে সৈয়দ রশীদ রিয়া-এর আলোচনার পাদটীকায় শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ কিন্তু ‘আন বলেন, মক্কী জৌবনে ক্ষিতাল’ বা যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। হিজরতের পরে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর অত্র আয়াতের মাধ্যমে তা ‘ফরয’ করা হয়।<sup>২৪</sup>

### কোন ধরনের ফরয

বিদ্বানগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপরে চিরকালের জন্য ফরয। ইবনু আত্তিয়াহ বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের ‘ইজমা’ বা এক্যমত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে জিহাদ ‘ফরয়ে কিফায়াহ’। তাদের কোন দল উক্ত দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়। তবে যখন শক্ত ইসলামী সীমানায় অবতরণ করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপরে জিহাদ ‘ফরয়ে আয়েন’ হয়ে যায়।<sup>২৫</sup> আত্মা ও ছান্নুরী বলেন, ‘জিহাদ’ ইচ্ছাবীন বিষয়। তারা সূরা নিসা ৯৫ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে জিহাদকারী ও বসে থাকা সকল মুমিনকে জানাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যুহুরী ও আওয়াজী বলেন, আল্লাহ পাক জিহাদকে সকল মুসলমানের উপরে ফরয করেছেন, তারা যুদ্ধ করক বা বসে থাকুক। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল, সে যথার্থ করল ও আশীরপ্রাপ্ত হ’ল। আর যে ব্যক্তি বসে রইল, সেও গণনার মধ্যে রইল। যদি তার নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহ’লে সে সাহায্য করবে। আর যদি যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, তাহ’লে যুদ্ধে বের হবে। আর যদি তাকে আহ্বান না জানানো হয়, তাহ’লে বসে থাকবে।<sup>২৬</sup> ইবনু কাছীর শেষোক্ত মতে সমর্থন করে বলেন, সেকারণেই ছইহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْزِزْ وَلَمْ

يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةَ مَنْ يَنْقَاقِ— এ ব্যক্তি মারা গেল, অর্থে জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপরে মৃত্যু বরণ করল’<sup>২৭</sup> অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন বাস্তুলুহ (ছাও) ঘোষণা করেন, لَاهْجَرَةَ بَعْدَ الْفُتْحِ—

— وَلَكِنْ جَهَادُ وَنِيَّةُهُ، وَإِذَا اسْتَفِرْتُمْ فَإِنْفِرُوا— মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, তখন তোমরা বের হবে।<sup>২৮</sup> আল্লাহ বলেন, وَمَكَانُ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً—

فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَقَبَّلُوا فِي الدِّينِ— এ ব্যক্তি আলাইহ, মিশকাত হ/১৬১৩ জিহাদ’ অধ্যায়।<sup>২৯</sup> আর সমস্ত মুমিনের জন্য জিহাদে বের হওয়া সঙ্গত নয়।

২০. কুরতুবী ১২/৬৮।

২১. কুরতুবী ২/৪৭।

২২. মুখ্যত্ব কুরতুবী ১/১১০।

২৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৩।

২৪. এট টীকা, মুখ্যত্বাবল তাফসীর মানার ১/১৮৬।

২৫. কুরতুবী ৩/১৮।

২৬. মুখ্যত্বাবল তাফসীর বাগাতী ১/৭৭।

২৭. মুসলিম, মিশকাত হ/১৬১৩ জিহাদ’ অধ্যায়।

২৮. মুখ্যত্ব আলাইহ, মিশকাত হ/২/৭১৫, ১৬/১৮ ‘হারাবে মক্কা ও তার নিরাপত্তি’ অনুচ্ছেদ, ‘মানাসক’ অধ্যায়: তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৫৯।

আতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ দ্বানের জন্ম অর্জনের জন্য কেন বের হ'ল না? যাতে তারা ফিরে এসে য স্ব গোত্রকে সাবধান করতে পারে এবং যাতে তারা নিজেরাও বাঁচতে পারে? (তওবহ ১২২)। আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোয়ায়েল গোত্রের লেহইয়ান উপদলের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠানোর সময় বলেন, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনকে পাঠাবে। কিন্তু নেকী দু'জনের মধ্যে বন্টিত হবে'।<sup>১৯</sup> তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার উপকল্পে পৌছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই মদীনাতে এমনকিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সঙ্গে অভিযানে বের হয়নি বা কোন ময়দান অতিক্রম করেন। অথচ তারা তোমাদের ন্যায় নেকীর হকদার। ছাহাবীগণ বললেন, এরূপ লোক কি মদীনাতে আছে? রাসূল (ছাঃ) তারা মদীনাতেই আছে। বিভিন্ন ওয়র তাদেরকে আটকে রেখেছিল।<sup>২০</sup> সাইয়িদ সবিকৃ বলেন, এর কারণ এই যে, যদি জিহাদ প্রত্যেকের উপরে ফরয করা হ'ত, তাহ'লে মানুষের দুনিয়াবী শৃংখলা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব জিহাদ কিছু লোকের উপরেই মাত্র ওয়াজিব, সবার উপরে নয়।<sup>২১</sup>

ছৃষ্টীয় বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমদ ইবনু হাজার আসক্তুলানী বলেন, 'রাসূলের মৃত্যুর পরে জিহাদ 'ফরযে কেফায়াহ' হওয়ার মতামতই প্রসিদ্ধ রয়েছে। ..তবে যখন শক্র ঘেরাও করে ফেলবে তখন ব্যতীত এবং শাসক যখন কাউকে জিহাদে নিয়োগ করবেন তখন ব্যতীত। তিনি বলেন, স্বতন্ত্রসিদ্ধ কথা এই যে, কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্ত র দিয়ে হৌক'।<sup>২২</sup> ইমাম শাওকানীও এ কথা বলেন।<sup>২৩</sup>

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান, ত্বাহারৎ, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং আয়ান, জামা'আত, ছালাতে জানায়াহ ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কেফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়।

### ফরযে কেফায়াহ চার প্রকারঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'ফরযে কেফায়াহ' চার ধরনের হয়ে থাকে- (১) দ্বীনী ফরয়: যেমন দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা,

ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির প্রতিবাদ করা, জানায়ার ছালাত আদায় করা, ছালাতের জন্য আয়ান দেওয়া, জামা'আত কায়েম করা ইত্যাদি। (২) জীবিকা অর্জনের ফরয়: যেমন কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম, ব্যবসা, চিকিৎসা বা অনুরূপ উপায়-উপাদান সমূহ অর্জন করা। যা না করলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (৩) এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের নির্দেশ শর্ত রয়েছে। যেমন 'জিহাদ' করা, শারস্তি 'হৃদ' বা শাস্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।<sup>২৪</sup> কেননা এগুলিতে শাসকের একক অধিকার রয়েছে। (৪) এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের অনুমতি শর্ত নয়। যেমন সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা, ফয়লত ও নেকীর কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ও নিষ্কৃষ্ট কার্য সমূহ দূর করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং উম্মতের কেউ সম্পাদন করলে অন্যের উপর থেকে 'ফরযিয়াত' দূরীভূত হয়।

এক্ষণে কোনু কোনু সময় জিহাদ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েনে' পরিণত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(১) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন'। সেখান থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

যাঁরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আনফল ৪৫)।

২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০০ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৩০. বুখারী, মসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৫-১৬।

৩১. সাইয়িদ সবিকৃ, ফিদায়েস সুনাই ৩/৪৪-৪৫।

৩২. ফাতেল বাবী ৬/৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৩. নায়বুল আওত্তার ৯/১০৫।

৩৪. ফাতেল কারী 'জিহাদ' অধ্যায়, 'আমীরের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ ১১৩, হা/২৯৬৭।

সালিক আত-তাহরীক তেও এক তৃতীয় সংখ্যা, যাসিক আত-তাহরীক তেও এক তৃতীয় সংখ্যা, যাসিক আত-তাহরীক তেও এক তৃতীয় সংখ্যা, যাসিক আত-তাহরীক তেও এক তৃতীয় সংখ্যা

কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রেখো আল্লাহ মুওলাহুদের সাথে রয়েছেন' (তাওহাহ ১২৩)।

(৩) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا' (فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَئْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَامَنَعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَبِيلُ 'তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের বদলে দুনিয়ার জীবনের উপরে তুঁষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতীব সামান্য' (তাওহাহ ৩৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত বাকী রইল। এক্ষণে যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে বের হ'তে বলা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে গড়বে' ৩৫

### জিহাদে পিতা-মাতা ও খণ্ডনাতার অনুমতি গ্রহণঃ

উল্লেখ্য যে, জিহাদ যখন 'ফরযে কেফায়াহ' বা ইচ্ছাধীন বিষয়ে পরিণত হবে, তখন জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি থাকা যাবে। বরং এমতাবস্থায় জিহাদে গমন ঐব্যক্তির জন্য মোটেই সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি স্থীয় পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার খিদমতের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে না পেরেছে।<sup>৩৬</sup> ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজেস করলামঃ কোন আমল আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করা (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা)<sup>৩৭</sup>। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতামাতার সেবা করা। বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।<sup>৩৮</sup> আবুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইল। রাসূল তাকে জিজেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তাঁদের মাঝেই জিহাদ কর (অর্থাৎ তাঁদের সেবায়ত্তে মনোনিবেশ কর)।<sup>৩৯</sup>

একইভাবে ইচ্ছাধীন জিহাদে গমনের পূর্বে খণ্ডনাতার অনুমতি প্রয়োজন হবে। কেননা জিহাদ সকল গোনাহের

৩৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮; ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৫।

৩৬. ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৬; ফাতহলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় জিহাদ গমনে পিতামাতার অনুমতি অন্বেষ্টে ১৩৮।

৩৭. আহমাদ, আবদুল্লাহ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬০৭।

৩৮. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৮।

৩৯. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৭।

কাফকারা হ'লেও ঝণের দায়িত্ব থেকে মুজাহিদ ব্যক্তি মুক্ত নন।<sup>৪০</sup> সাইয়িদ সবিক্র বলেন, ঝণের সঙ্গে যুক্ত হবে তার অন্যান্য যুলম সমূহ। যেমন মানুষ খুন করা, অন্যান্যভাবে জনগণের অর্থ আস্তসাং করা ইত্যাদি (ফিকহস সুন্নাহ ৩/৯১)।

### জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয়

সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে।<sup>৪১</sup> জিহাদ ফরয নয় কোন অমুসলিমের উপরে, দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। এইসব লোকদের কেউ জিহাদ থেকে দূরে থাকলেও কোন দোষ বর্তাবে না। বরং জিহাদে এদের উপস্থিতি উপকারের চাহিতে ক্ষতির কারণ বেশী হবে। আল্লাহ বলেন, 'لِيْسَ عَلَى الْضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْدِيْنِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْتَقُونَ حَرْجٌ إِذَا

দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, র্সের উপরে,

ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) কোন দোষ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'.. (তাওহাহ ১১)।

(ক) শিশুঃ আবুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি রাসূলের নিকটে গেলাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।<sup>৪২</sup> কেননা জিহাদ একটি ইবাদত, যা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যদের উপরে ফরয নয়।<sup>৪৩</sup>

(খ) মহিলাঃ মা আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! মেয়েদের জন্য কি জিহাদ নেই? রাসূল বললেন, অবশ্যই আছে। তবে সে জিহাদে ক্ষুতাল নেই (অর্থাৎ যুদ্ধ নেই)। সেটি হ'লঃ হজ্জ ও ওমরাহ'।<sup>৪৪</sup> উম্মে সালামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! পুরুষেরা যুদ্ধ করে, অথচ আমরা করি না। সম্পত্তির অংশ বন্টনেও আমরা পুরুষের আর্দ্ধেক পাই। তখন নিম্নোক্ত আয়ত নাখিল হয়, এবং

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا أَكْسَبُوا. وَلِلْنِسَاءِ  
نَصِيبٌ مَمَّا أَكْسَبُوا. وَسُلِّلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
لَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ-

৪০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬;; ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৬।

৪১. ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৫।

৪২. বুরারি ও মুসলিম: ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৬।

৪৩. ফিকহস সুন্নাহ ৩/৮৫।

৪৪. আহমাদ, ইবনু মাজাহ: মিশকাত হা/২৫৩৪।

বিষয়ে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ। তোমরা আল্লাহর নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। মিসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' (লিসা ৩২)। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র পৃথক ও সুবিনিট। অতএব একে অপরের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার আকাংখা করবে না। প্রত্যেকেই স্ব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পূর্ণ নেকীর হকদার হবে।<sup>৪৫</sup>

অবশ্য নারীদের জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সেবা দান ও চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত হতে বাধা দেওয়া হয়নি। আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদ বিপর্যয়ের দিন আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রাঃ)-কে পানির মশক পিঠে করে নিয়ে আহতদের নিকটে গিয়ে গিয়ে পান করাতে দেখেছি।<sup>৪৬</sup> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উম্মে সুলাইম ও তার সাথী আনছার মহিলাদের একটি দল যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের পানি পান করিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসা করেছে।<sup>৪৭</sup> ওহোদ যুদ্ধে আহত বজ্জন্ম রাসূলের যথম সমৃহ ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। পাথরের আঘাতে চারটি দাঁত ভাস্তুর ফলে কপোল গগ্নের ফিনকি দেওয়া রক্ত বক্ষ না হওয়ায় চাটোই পুড়িয়ে তার পোড়া ছাই দিয়ে তিনি সে রক্ত বক্ষ করেন।<sup>৪৮</sup> এছাড়াও রাসূলের নিহত হবার থেকে মদীনা থেকে সম্মানিতা মহিলাগণ দলে দলে দৌড়ে ওহোদের ময়দানে চলে আসেন।<sup>৪৯</sup> উম্মে সালীতু আনছারী (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে মুজাহিদের জন্য পানির মশক সেলাই করে দিয়েছিলেন।<sup>৫০</sup> কুবাই'ই বিনতে মু'আউভিয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের খেদমত করতাম। আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতাম। ইবনু হাজার আসকুলানী বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যকুরী প্রয়োজনে মহিলাগণ বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করতে পারেন।<sup>৫১</sup>

আনাস (রাঃ) বলেন যে, হনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জের অর্থাৎ দু'ধারী লম্বা ছুরি দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট

ফেঁড়ে ফেলব। জবাব ওনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন।<sup>৫২</sup> খ্যাতনামা ছাহাবী 'উবাদা বিন ছামেতের স্ত্রী মহিলা ছাহাবী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী ফাখেতাহ বিনতে কুরায়াহুর সাথে হ্যারত ও চমানের আমলে (২৩-৩৫ হিঃ) ২৮ হিজরী সনে ইসলামের ইতিহাসের ১ম নৌযুদে অংশগ্রহণ করেন।<sup>৫৩</sup>

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধে সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাগণ সহ যে কোন দুর্বল ও অপারাগ মুমিন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বরং দুর্বলদের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِمَعْنِفِهَا*

*بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاحْلَاصِهِمْ*। করেছেন এই উম্মতকে তার দুর্বল শ্রেণীর দ্বারা; তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে, ছালাত ও দো'আর মাধ্যমে ও তাদের খুলুছিয়াতের মাধ্যমে<sup>৫৪</sup> আবুদ্বারদা (রাঃ) বলেন, *سَبَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: أَبْعُوْبِي فِي الْضُّعْفَاءِ, فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِتُّصْرُوْنَ بِضُعْفَاءِكُمْ*— এই উম্মতকে তার দুর্বলদের মধ্যে সঁজান কর। কেননা তোমরা রাখ্যিপ্রাণী হয়ে থাক ও সাহায্যপ্রাণী হয়ে থাক তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের মাধ্যমে।<sup>৫৫</sup>

এর অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানদের দুর্বল হয়ে থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হ'লঃ মুসলিম উম্মাহুর সকল সদস্য ও সদস্যার উপরে সর্বদা জিহাদ ফরয। তার মধ্যে কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, কেউ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। কিন্তু অতুর থেকে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে সে মুনাফিক হয়ে মরবে।<sup>৫৬</sup> আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষ হতে সুশক্রিয় ও প্রশিক্ষণপ্রাণী নিয়মিত সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে এবং অন্যেরা তাদের সহযোগিতা করবে। নিয়ত খালেছ থাকলে ও যুদ্ধ আল্লাহর জন্য হ'লে সকলেই জিহাদের পূর্ণ নেকী লাভে ধন্য হবেন ইনশাল্লাহ। এমনকি 'জিহাদের জন্য অমসলিমদের নিকট থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা জায়ে আছে, যদি তাদের থেকে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না করা হয়'।<sup>৫৭</sup>

৪৫. ফিকৃহস সুনাহ ৩/৮৬ টাই-১।

৪৬. মু'আউভ আলাইহ, ফাহল বারী হা/২৮৮০ জিহাদ' অধ্যায়, ৬৫ অনুচ্ছেদ।

৪৭. মুসলিম হা/১৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৮।

৪৮. ফাহল বারী হা/৩০৩৭ 'জিহাদ' অধ্যায় ১৬৩ অনুচ্ছেদ।

৪৯. সুলায়মান মানতৃপুরী, রাহমাতুল লিল আলায়মীন ১/১০৯।

৫০. ফাহল বারী হা/২৮৮১ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৬ অনুচ্ছেদ।

৫১. ফাহল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৮ অনুচ্ছেদ।

৫২. মুসলিম হা/১৮০৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৮৭ অনুচ্ছেদ।

৫৩. ফাহল বারী হা/২৮৭৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৩ অনুচ্ছেদ।

৫৪. নাসাই, বুরায়ী: ফিকৃহস সুনাহ ৩/৮৭।

৫৫. সনাদের কিতাব সময়, মিশকাত হা/৫২৩২, ২২৪৬।

৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩।

৫৭. ফিকৃহস সুনাহ ৩/৮৭।

শাস্তি-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

## জিহাদ হবে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য

وَأَيْدِهِ بِجِنُودِ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ  
أَيْدِهِ بِجِنُودِ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا السُّفْلَىٰ . وَكَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .  
তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিমী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখেনি এবং তিনি কাফিরদের বাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহর বাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' (আওহ ৪০)।  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত হোক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর বাস্তায় যুদ্ধ করে' ।<sup>১৮</sup> আল্লাহ বলেন, 'হোদ্দি অৱল রসূলেِ بِالْهُدَىٰ وَبِيْنَ الْحَقِّ لِيَظْهُرَهُ  
وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَبِيْنَ الْدِيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَهُ الْمُشْرِكُونَ -  
যীৰ্য রাসূলকে দেহায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল দ্বীনের উপরে তিনি বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটা পসন্দ করে না' (ছফ ৯)।

আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনসমূহের উপরে বিজয়ী করার বিষয়টি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আকৃতি ও আমলের সংক্ষাবের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তাবায়ন। সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রয়োজনে সশ্রদ্ধ যুদ্ধ করা যকৰী, তেমনি শাস্তির অবস্থায় কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যকৰী।

১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন যেমন দেশের মানুষকে খৃষ্টান বানাতে পারেনি, তেমনি প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম শাসন ভারতবর্ষকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিগত করতে পারেনি। কেননা অস্ত্র, অর্থ ও ক্ষমতা কখনোই স্থায়ী হয় না এবং তা কখনোই মানুষের হন্দয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে না। কিন্তু আদর্শ বা দ্বীন মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার কর্তব্য থাকে; যা শত শত বছর ধরে বজায় থাকে। তাই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করতে গেলে সাময়িক সশ্রদ্ধ যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই চিন্তা, যুক্তি, বিজ্ঞান সর্বকিছু দিয়ে অন্য দ্বীনকে পরাভৃত করা। নবীগণ সকল যুগে মূলতঃ এ দায়িত্বই পালন করে গিয়েছেন।

অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন যুক্তে সশ্রদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', যুথের ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমে নিরস্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনা ও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিঘাইকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল 'মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন'। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যকৰী। আল্লাহ বলেন, 'وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا سَمِّيَّتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْحَيْلِ  
تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ .  
لَا تَعْلَمُوْهُمْ . اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ . وَمَا تَنْفِقُوْمَا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
- তোমরা প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সকল শক্তি এবং পালিত সুশিক্ষিত ঘোড়া। এর মাধ্যমে তোমরা ভৌত করবে আল্লাহর শক্তিকে ও তোমাদের শক্তিকে এবং এসব শক্তিকে যাদেরকে তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। মনে রেখ, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণ রূপে ফেরৎ দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর মোটেই যুলম করা হবে না' (আনফাল ৬০)। আয়াতে বর্ণিত 'ঘোড়া' কথাটি এসেছে উদাহরণ স্বরূপ তৎকালীন সময়ের প্রধান যুদ্ধবাহিন হিসাবে। এর দ্বারা সকল যুগের সকল প্রকারের যুদ্ধোপকরণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 'শক্তি' কথাটি 'আম'। এ দ্বারা অর্থ, অস্ত্র, কথা-কলম, সংগঠন সবই বুঝানো হয়েছে। হানীছে পরিকারভাবে এর বাখ্য এসেছে এভাবে 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।<sup>১৯</sup>

মোট কথা শিরক ও কুকুরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সর্বাত্মক ও আপোষাধীন প্রচেষ্টা নিয়েজিত করাকে 'জিহাদ' বলে। এখানে গিয়ে জিহাদকে তটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ (১) নফসের বিহুন্দে জিহাদঃ নফসের মধ্যে খারাব চিন্তা আসাটি স্বাভাবিক। সেকারণ নফসকে কল্পিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পরিবেশ ও প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জোলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ'

মাসিক আত-তাহরীক এবং সংবিধান, মাসিক আত-তাহরীক এবং সংবিধান

وَالْعَشِيْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاهُمْ، تُرِيدُ زِيْنَةَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْطِعُ مِنْ أَعْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
- وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْطًا -  
আপনি নিজেকে এসব লোকদের সাথে  
ধরে রাখুন, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়।  
তারা কামনা করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আপনি তাদের  
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী  
জীবনের জোলুস কাগান করেন? আপনি এ ব্যক্তির  
অনুসরণ করবেন না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে  
খালি হয়েছে এবং সে প্রতিক্রিয়া অনুসারী হয়েছে ও তার  
কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' (কাহফ ২৮)।

(২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদঃ শয়তান জিন ও ইনসান  
উভয়ের মধ্য থেকে হ'তে পারে (নাস ৬)। এদের দিনরাতের  
কাজ হ'ল বিভিন্ন ধোকার মাধ্যমে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করা।  
ওক্তাল্লাহ বলেন, আল্লাহহ বলেন, কেন্দ্রে উন্নী উন্নো শিয়াطিন্ন ইলাস্স,  
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسَ  
وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُلُوبُ غُرُورًا،  
'এমনিভাবে অমি প্রত্যেক মনীর জন্য শক্ত করেছি মানুষ ও  
জিন থেকে একদল শয়তানকে। যারা ধোকা দেওয়ার জন্য  
একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা পৌছে দেয়'  
(আন-আম ১১২)। এদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ  
ষীয় রাসূলকে বলেন, ওাৰ্দা রায়ত দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ে  
- فَاعْرُضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِيْ حِدِيْثٍ غَيْرِهِ -  
আপনি এসব লোকদের দেখবেন যে, আমার আয়াত সমূহ  
নিয়ে উপহাস করছে, তখন আপনি তাদেরকে এড়িয়ে  
চলবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিঙ্গ হয়' (আন-আম ৬৮)।

(৩) কাফির-মুশরিক ও ফাসিক-মুনাফিকের বিরুদ্ধে  
জিহাদঃ আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ هَوَى نَبِيٍّ! আপনি জিহাদ করুন  
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর  
(হীন) (তাওহাহ ৭৩, তাহরীয় ৯)। ইবনু আরবাস (রাঃ) বলেন,  
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অন্তের দ্বারা, এবং  
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য  
পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। ইবনু মাসউদ (রাঃ)  
বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না  
পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'।  
ইবনুল আরবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার  
বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।<sup>৬১</sup> আধুনিক যুগে যবান, কলম  
ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং  
কলমই হ'ল স্থায়ী জিহাদ।

## উপসংহারণঃ

উপরের আলোচনা সমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে।  
যেমন-

(১) মক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না। মাদানী  
জীবনের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ২য় হিজরীতে বাক্সারাহ ১৯০  
আয়াতের মধ্যমে বদর যুদ্ধের সময় হামলাকারী সশস্ত্র  
কাফির ও মুশরিক শক্তদের বিরুদ্ধেই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের  
নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে হৃদায়বিয়ার  
ঘটনার পরে হজ্জ ৩৯-৪০ আয়াতের মাধ্যমে কাফির-  
মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি দেওয়া  
হয়।

(২) যুদ্ধকালীন অবস্থায় আক্রান্ত এলাকার সকল  
মুসলিমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। কেউ সরাসরি  
যুদ্ধে রত হবে। কেউ যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।  
আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোন  
অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল  
মুসলিম নাগরিকের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। অন্য  
রাষ্ট্রের মুসলিমানদের উপরে 'ফরযে কেফায়াহ'। তারা  
আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেবে।

(৩) শাস্তির অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন  
যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অন্যান্য দীনের উপরে ইসলামকে  
বিজয়ী করবার সংগ্রামকেই বলা হবে 'জিহাদ'। এই  
জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাক এবং জান-মাল ব্যয়  
করাকে জান্নাত লাভের কারণ হিসাবে কুরআনে বর্ণিত  
হয়েছে।<sup>৬২</sup>

(৪) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা  
অনেসলামী আইনে শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে  
ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জন্মত সংগঠন  
করবেন ও সবশেষে তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায়  
চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ  
রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার  
করবেন - এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন  
থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে বাস  
করেছিলেন।

কিন্তু 'অনেসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা  
প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য'।<sup>৬৩</sup>  
জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যার পিছনে কুরআন, হাদীছ ও  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে সরাসরি কোন সমর্থন  
পাওয়া যায় না। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতিত

৬১. আলে ইমরান ১৪২, তাওহাহ ১৬, হফ্ফ ১১।

৬২. সাহীয়দ আবুল আলা মওলদী, আজ্যাহর পথে জিহাদ (অনুবাদ মাওলানা  
আবুল রহীম, ঢাক্কা ১৯৭০) পৃঃ ৩৫।

ইসলামী বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'কীরীয়া গোনাহগার' মুসলমানদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন 'জিহাদ' নয়, কৃতালও নয়। আবুবকর ছিদ্রীক (রাঃ) যাকাত অধীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন খলীফা হিসাবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই অধিকার অন্যদের নেই। দ্বিতীয়তঃ যাকাত সহ যেকেন ফরযকে অধীকার করলে সে 'কাফির' হয়ে যায়। সে হিসাবে অনুরূপ কোন নামধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মুসলিম সরকার আজও কঠোর দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের ঐ দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না।

(৫) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের মত কুফর, শিরক ও যাবতীয় বাতিল প্রতিরোধে সদা কর্মচক্রল রাখতে হবে। অমনিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অঙ্কুর রাখার জন্য মুমিন-ফাসিক সকল ধরনের শাসকের নির্দেশ মতে<sup>৩০</sup> অত্যন্ত প্রহরীর ন্যায় যেমন সীমান্ত পাহারা দিতে হবে, তেমনি যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

## জিহাদের ফর্মেলতঃ

(۱) **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ** ।

নিচ্যাই আল্লাহু মুমিনের  
জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে । তারা  
লড়াই করে আল্লাহুর রাস্তায় । অতঃপর তারা মারে ও মরে’  
(আওবাহ ১১১) । (২) **مَنْ رَأَى لুগ্ধاً (ছাত) এরশাদ করেন, مَنْ**

—**এই** يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ—  
 দীন চিরকাল কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল  
 ক্রিয়ামত পর্যন্ত এই দীনের জন্য লড়াই করবে।<sup>৬৫</sup> (8)  
 তিনি বলেন, **إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةً دَرْجَةً أَعْدَهَا اللَّهُ**

لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا بَيْنَ الدَّرْجَتَيْنِ كَمَا بَيْنِ

## মুজির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ

୬୬. ଫାର୍ମଲବାରୀ ହା/୨୯୦ 'ଜିହାଦ' ଅଧ୍ୟାୟ ୪ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ।

୬୭. ବୁଧାରୀ, ମିଶକାତ ହ/୦୭୯୪

୬୮. ମୁଦ୍ରାଫାକୁ ଆଲାଇଇ, ମିଶକାତ ହୀ/୩୭୯୨

৬৯. তিরমিয়ৈ, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ. মিশকাত হা/৩৮-২৩ 'জিহাদ' অধ্যায়

## জীবিকা ইবাদত করুলের আবশ্যিক শর্ত

-ମୁହାମ୍ମାଦ ନୂରୁଲ୍ ଇସଲାମ୍\*

মহান আল্লাহর তা'আলা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা । তিনি বিশ্বলোককে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন । অণু-পরমাণু থেকে প্রযোজন পূরণ ও খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে লালন-পালন করে ক্রমশ বৃদ্ধি দান করেছেন অস্তিত্বহীন বস্তু, জীব ও প্রাণী । প্রতি মুহূর্তেই তাদের ল্যালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশদানের জন্য সরবরাহ করছেন পর্যাপ্ত উপাদান । তাঁর এই কুরবায়িত বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত । তিনিই একমাত্র রাখরুল আলামীন ।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا  
وَمُسْتَوْدِعَهَا طَلْكُلُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

‘আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার রিয়িকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে’ (হৃদ ৬)।

বিশ্বলোকে সৃষ্টিকুলের সেরা সৃষ্টি (আশুরাফুল মাখলুকাত) মানুষ। মহান আল্লাহ মানুষের উপরেই দায়িত্ব দিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করার। তিনিই তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও হেদয়াত দান করেছেন। এ মর্মে আল্লাহপাক বলেন,

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنَى آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا  
تَنْفِيذًا -

‘ମିଶ୍ୟାଇ ଆମି ଆଦମ ସନ୍ତାନଦେର ମୟାଦା ଦାନ କରେଛି, ଆମି ତାଦେରକେ ହୁଲେ ଓ ଜଳେ ଚଳାଚଲେର ବାହନ ଦାନ କରେଛି, ତାଦେରକେ ଉତ୍ସମ ଜୀବନୋପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେଛି ଏବଂ ତାଦେରକେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଧୁର ଉପର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦାନ କରେଛି’ (ବନୀ ଇସରାଇଲ ୧୦)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

الْمُتَرَوِّنُونَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ  
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبِإِنْسَانَةٍ

‘তোমরা কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে

ଦିଯେଛେନ ଏବଂ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ତା'ର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ନେ'ମତସମ୍ବୂହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦିଯେଛେନ ?' (ଲୋକମାନ ୨୦) ।

মানুষকে এত সব নেইমত দান করলেন এ জন্য যে, মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, বিবেক দিয়ে দেখতে কোনটি তার দেহ ও আত্মার জন্য উপাদেয় ও হালাল, আর কোনটি ক্ষতিকর ও হারাম। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ তা'আলা কি মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারামের বিধান জারী করেছেন? উত্তরে আমরা বলব, না; বরং মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, পবিত্র, উত্তম ও উপাদেয় তা তিনি হালাল করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আরো উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়তে হারামের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং হালালের ক্ষেত্র বিশ্রীর্ণ ও প্রশস্ত। কেননা অকাট্টি ভাষায় হারাম ঘোষণাকারী আয়তের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

ପରିଭାସା ଯେମେ ଜିନିମେର ବୈଦ୍ୟ ହେତୁ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ଓ ସୁନ୍ମାହ ଦ୍ୱାରା ପରିଷକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ତା-ଇ ହାଲାଲ । ଅନୁରୂପଭାବେ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାମ୍‌ମୁଲ (ଛାଃ) ନିର୍ଦେଶିତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ପଥେ ଯେ ଉପାର୍ଜନ ବା ଆୟ-ରୋସଗାର କରା ହୟ ତାକେ ହାଲାଲ ଉପାର୍ଜନ ବଲେ ।

## হালাল উপার্জনের শুরুত্বঃ

মানুষের খাদ্যের সার পদার্থ তার দেহের শিরা-উপশিরায় পৌছে দেহকে সবল ও সতেজ করে। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে এমন কঠগুলি উপাদান আছে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায়, উন্মাদনার সৃষ্টি করে, শ্যরণশক্তি লোপ করে দেয়। যেমন মাদকদ্রব্য। পক্ষান্তরে হালাল বস্তু ভক্ষণে মানুষের শ্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়, সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে এবং সত্যানুরাগী হ'তে সহায়তা করে। অপরদিকে হারাম উপাজন মানুষের দেহ-মনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, নৈতিক অধিষ্পতনের প্রেরণা ব্যোগায় এবং বিপথগামী হ'তে সহায়তা করে।

## ହାଲାଲ ଉପାର୍ଜନେ ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ

فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَشْتَرِوْا فِي الْأَرْضِ وَأَيْتُغُوا مِنْ فَضْلِ  
اللَّهِ وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لِعِلْمِكُمْ تُفْلِحُونَ

‘অতঃপর যখন ছালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা যমীনে  
ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অব্যেষণ কর এবং  
আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম  
হ’তে পার’ (জম’আহ ১০)।

## হালাল উপার্জন করা ফরাঃ

ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲାର ହୁକୁମ ପାଲନ କରା ଏବଂ ତାର ଇବାଦତ କରା ପ୍ରତ୍ୟେକେବେ ଜନ୍ୟ ହରିବାର । ଆର ଇବାଦତ କରୁଣ ହେତୁଯାର ଆବଶ୍ୟକ ଶର୍ତ୍ତ ହ'ଲ ହାଲା ଏ ଦୟାରୀ ଯେତେ ଆଜ୍ଞାହପକ ବଳନ୍ ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ

إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ تَعْبِدُونَ -

\* প্রভাষক. গান্ধী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর।

নামক আত-তাহরীক দ্বাৰা মুদিত আত-তাহরীক দ্বাৰা বৰ্তন মৰ্ম্মা, মালিক আত-তাহরীক দ্বাৰা মুদিত আত-তাহরীক দ্বাৰা মুদিত আত-তাহরীক দ্বাৰা মুদিত

‘হে সৈমান্দারগণ! তোমো পবিত্র বস্ত্র-সামগ্ৰী আহাৰ কৰ, যেগুলি আমি তোমাদেৱকে কুৰী হিসাবে দান কৰেছি এবং শুকৰিয়া আদায় কৰ আল্লাহৰ, যদি তোমো একমাত্ৰ তাৰই ইবাদত কৰে থাক’ (বাকারাহ ১৭২)।

আল্লাহৰ নিকটে দো’আ কৰুল হওয়াৰ জন্য হালাল কুৰী শৰ্ত। এ প্ৰসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি দীৰ্ঘ সফৰ শেষে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে দু’হাত তুলে আল্লাহৰ কাছে দো’আ কৰতে থাকে, হে প্ৰভু! তুমি আমাৰ দো’আ কৰুল কৰ। অৰ্থত তাৰ খাদ্য হারাম, পৰিধেয় বস্ত্ৰ হারাম, পৰ্নীয় হারাম, এমনকি যে খাবাৰ সে খেয়োছে সেটাও হারাম। তাহ’লে তাৰ দো’আ কিভাৱে কৰুল হবে?’

**হালাল উপাৰ্জনকাৰী মুজাহিদেৰ মৰ্যাদা পাবেনো**

মানুষ তাৰ প্ৰার্থিৰ লোভ-লালসাকে চৰিতাৰ্থ কৰাৰ জন্য জুয়া, মিথ্যাচাৰ, প্ৰতাৱণা, সুদ-ঘৃণা, চুৱি-ডাকাতি ইত্যাদি অসংখ্য সামাজিক অনচারে লিঙ্গ হয়ে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰে। ফলে মানুষৰ অস্তৰ্নিহিত মানবীয় গুণাবলী লোপ পেয়ে পশুত্বেৰ শৰ্কে নেমে যায়। হালাল উপাৰ্জন কৰতে গিয়ে মানুষৰ ঐ পশুত্বেৰ বিৱৰণে জিহাদ কৰে সহজলক্ষ অন্যায় উপাৰ্জন পৰিহাৰ কৰা সতীই মনেৰ বিৱৰণে বড় জিহাদ।

**হালাল উপাৰ্জন কৰ্ম্ম ও জনশক্তি সৃষ্টি কৰেঁো**

ইসলাম মানুষকে কাজ কৰে খেতে উৎসাহ প্ৰদান কৰে। অলসতা, কৰ্মবিমুখতা ও কুড়েমি ইসলাম আদৌ পছন্দ কৰে না। দক্ষ জনশক্তি দেশ ও জাতিৰ সম্পদ। হালাল উপাৰ্জনে নিয়োজিত ব্যক্তি কৰ্ম্ম হিসাবে গড়ে উঠে। পৰিশ্ৰমা-ব্যক্তি মৰ্যাদাৰ অধিকাৰী। এ বিষয়ে আল্লাহপাক হ্যৱত দাউদ (আঃ) -এৰ ঘটনা উল্লেখ কৰে বলেন,

‘عَلِمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوْسِ الْكُمْ لِتَحْصِّنُكُمْ مِنْ بَاسِكْمٍ’ আৱ আমি দাউদকে তোমাদেৱ জন্য বৰ্ম নিৰ্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুক্তে তোমাদেৱকে রক্ষা কৰে’ (আমিয়া ৮০)। আয়াতে আল্লাহপাক হ্যৱত দাউদ (আঃ)-কে শিল্পকৰ্ম শিক্ষা দেওয়াৰ মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে কাজেৰ মাধ্যমে জীবিকা অৰ্জনেৰ ব্যবস্থা কৰাৰ শিক্ষা দিয়েছেন।

**হালাল উপাৰ্জনেৰ নিয়ত ৰোষগারেৰ পথ নিৰ্দেশকঃ**

যিনি হালাল ৰোষগারেৰ নিয়ত কৰেন এবং তাৰ উপৰ অটল থাকেন, আল্লাহপাক তাৰ জন্য নতুন পথ বাতলিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوَدَ مِنْ فَضْلًا يَا جِبَالَ أُوّيْ مَعَهُ وَالظِّيرُ وَالْدَّالَةُ  
الْحَدِيدُ— أَنْ أَعْمَلْ سَابِقَاتٍ وَقَدْرًا فِي السَّرِيدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا  
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ—

আৱ আমি দাউদেৱ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কৰেছিলাম এই আদেশ মৰ্ম্মে যে, হে পৰ্বতমালা! তোমো দাউদেৱ সাথে আমাৰ

পৰিত্বতা ঘোষণা কৰ এবং হে পক্ষীকুল! তোমোৰাও তাই কৰ। আমি তাঁৰ জন্য লোহকে নৰম কৰেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, প্ৰশংস্ত বৰ্ম তেৱী কৰ, কড়াসমৃহ যথাযথভাৱে সংযুক্ত কৰ এবং সংকৰ্ম সম্পাদন কৰ। তোমো যা কিছু কৰ, আমি তা দেখি’ (সাৱা ১০-১১)। অতি আয়াতেৰ ব্যাখ্যায় তাফসীৰ ইবনে কাছীৱে উল্লেখ আছে, হ্যৱত দাউদ (আঃ) ছদ্মবেশে জনগণকে জিজেস কৰতেন, দাউদ কেমন লোক? লোকজন কেমন সুখে আছে? ইত্যাদি। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন প্যালেষ্টাইনেৰ রাজা। তাৰ সুবিচাৰ ও সুশাসনে দেশেৰ সব জনগণ সুখে-শান্তিতে ছিল। তাই যাকেই প্ৰশ্ন কৰা হ’ত, সে-ই দাউদ (আঃ)-এৰ প্ৰশংসনা কৰত। আল্লাহ তা’আলা হ্যৱত দাউদ (আঃ)-কে শিক্ষা দেওয়াৰ জন্য মানব রূপে একজন ফেরেশতা পাঠালে দাউদ (আঃ) তাঁকেও জিজেস কৰলেন। জওয়াবে ফেরেশতা বলল, দাউদ (আঃ) ভাল লোক, নিজেৰ জন্য ও উম্মতেৰ জন্য সৰ্বোচ্চম ব্যক্তি। তবে তাৰ মধ্যে একটি অভ্যাস বিদ্যমান, যা না থাকলে তিনি পূৰ্ণ ভাল হ’তেন। তিনি জিজেস কৰলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বললেন, তিনি পৰিবাৱেৰ ভৱণ-পোষণেৰ ব্যবস্থা কৰতে পাৰি’ আল্লাহপাক তাৰ দো’আ কৰুল কৰে তাঁকে বৰ্ম তৈৰী শিক্ষা দিলেন।<sup>১</sup> দাউদ (আঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণও কাজ কৰে জীবিকা নিৰ্বাহ কৰতেন। মূসা (আঃ) আট বছৰ শু’আইব (আঃ)-এৰ বাড়ীতে কাজ কৰেছেন। যাকাৰিয়া (আঃ) কাঠমিন্টু ছিলেন। নূহ (আঃ) জাহাজ নিৰ্মাণ কৰেছেন।

**হালাল উপাৰ্জন আত্মকৰ্মসংস্থান সৃষ্টি কৰেঁো**

হালাল উপাৰ্জনেৰ প্ৰয়োজনে মানুষ ব্যবসা-বণিজ্য, চাকুৱী-বাকুৱী ছাড়াও পশু পালন, মৎস্য চাষ, হাস-মুৱাগীৰ খামার, বৃক্ষ বোপন, নাৰ্সাৰী ও কুটিৰ শিল্প স্থাপন প্ৰভৃতি পেশা অবলম্বন কৰে। ফলে আত্মকৰ্মসংস্থানেৰ সৃষ্টি হয়। তাতে দেশেৰ উন্নতি হয়।

সত্যিকাৰ অৰ্থে ইসলাম ও কুফৰীৰ মধ্যে পাৰ্থক্য হ’ল আল্লাহ প্ৰদত্ত অহি-ব সীমাবেখা মেনে চলা ও না চলাৰ মধ্যে। মুসলমান হেই হ’তে পাৱে, যে প্ৰকৃতপক্ষে আল্লাহ প্ৰদত্ত অহি-ব পথখে বেছে নিয়েছে ও তদন্তুয়ায়ী তাৰ জীৱন পৰিচালনা কৰেছে। একজন প্ৰকৃত মুসলমান হালাল পষ্ঠা তাগ কৰে হারাম পষ্ঠা গ্ৰহণ কৰতে পাৱে না। আল্লাহপাক সীমাবেখনকাৰীকে মোটেই প্ৰসন্ন কৰেন না। মুসলমান হিসাবে জীৱন যাপন কৰতে হ’লে হালাল উপাৰ্জনে: কোন বি কল্প নেই। এতেই রয়েছে দেহ, মন ও আজাৰ পৰিত্বতা ও উন্নতি এবং ইহকালীন মঙ্গল ও পৰকালীন মুক্তি।<sup>২</sup> হালাল উপাৰ্জন ইসলামী যিন্দেগীৰ এক, অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ আমাদেৱকে হালাল উপাৰ্জনেৰ তাওফি দান কৰুন। আমীন!!

# আল্লাহর পথে দাওয়াত ও উহার বাধা

## সমূহ

-আহমাদ আব্দুল লতীফ নাছীর\*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৬) এটি উপলক্ষি করা যে, দাস্তিদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। অতএব মৌখিক, দৈহিক বা যেকোন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'লে তা হ'তে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত থাকা যাকুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بْنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ  
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عِزْمَ الْأَمْوَارِ -

‘হে আমার বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যারণ কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ’ (লোক্ত্যান ১৭)। যদিও অধুনা দাওয়াতী ক্ষেত্রসমূহে অস্তিত্বশীলতা এবং তেমন কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

(৭) দাওয়াতী কর্মসমূহে ফলাফল নির্ণয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই ফলাফলই দাওয়াতী কাজে মনুষকে উৎসাহ ও অনুপ্রেণা যোগায়। তবে দাওয়াতের এই প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। দাস্ত হয়ত এই ফলাফল প্রত্যক্ষ করতেও পারেন, নাও পারেন। তাই বলে দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত না হ'লে দাওয়াতী ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া কোন দাস্তের জন্য উচিত হবে না; বরং দাওয়াতের পদক্ষেপ ও কর্মসূচীসমূহ অব্যাহত রাখত হবে।

(৮) আল্লাহপাক যাদেরকে গুরুত্বায়িত দিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের উচিত সমাজের যুবকদেরকে ইসলামী কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করার জন্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রগুলি তাদের সামনে উন্মোচিত করা। যাতে করে যুবকরাও তাদের সময় ও শ্রম দাওয়াতের কাজে ব্যয় করতে পারে।

(৯) বর্তমান সমাজে শিক্ষিতের হার অনেকাংশে বেড়ে গেলেও মূলতঃ তারা দ্বীনী ইলম সম্পর্কে বলতে গেলে একেবারেই অজ্ঞ। বিষয়টি প্রত্যক্ষত ধারাপ্রশ্নের জন্য আরো বেশী প্রয়োজ্য। আমাদের দাস্তিদেরকে এ বিষয়টি অবগত হওয়া অত্যবশ্যক। সুতরাং যার যতটুকু শারঙ্গ জ্ঞান রয়েছে, তদানুযায়ী তাকে দাওয়াতী কাজ করে যেতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, **بَلْعَوْ**

عَنِّي وَلَوْ آتَيْ

\* ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ অফিস, জমিইয়াতু এইইমাইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত।

‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা তোমরা (মানুষের মাঝে পৌছে দাও)’ (বুখারী)।

কেবল দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দিলে দায়িত্ব শেষ হবে না; বরং এ বাপাগরে তারা যেন উদাসীন না হয়, তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَذَكْرُ فِي الْذِكْرِ تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ

‘আর মানুষকে স্মরণ করাতে থাক। কেননা স্মরণ করানোতে মুমিনদের উপকার হবে’ (যারিয়াত ৫৫)।

এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে মানুষের অধিক পরিমাণে ভুল-ভ্রান্তি এবং ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতি হাস পাবে।

(৮) অধিক আত্মিকতা, সাহসিকতা, আলস্য বিমুখতা প্রভৃতি দাস্ত জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণবলী। সুতরাং অলসতা ও বিলাসিতা পরিহার করে জ্ঞান চর্চা, তদানুযায়ী নিজে আমল এবং অপরকে আমল করানোর ব্যাপারে মনোযোগী হ'তে হবে। কবি বলেন,

অন্তরঙ্গে যদি অহংকারী হয়ে যায়

তার উদ্দেশ্য আর্জনে শরীরগুলি ক্লাম্প হয়ে যায়।

(৯) দাওয়াতী কাজে ‘এখলাছ’ -এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। ‘এখলাছ’ এমন একটি স্থায়ী উপাদান, যা দাস্তিদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কেননা মুখলেছ ব্যক্তি সর্বদাই চাইবে লোকদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নেকী কামাতে এবং তাদেরকেও পৃণ্যবান বানাতে।

অনুরূপভাবে মুখলেছ ব্যক্তি পদলোভী হয় না। সেজন্য তাকে যে পদই দেওয়া হোক না কেন, সে জাতিকে উত্তম কিছু উপহার দেওয়ার আগ্রান চেষ্টা করে এবং সে তার দায়িত্ব পালনে কোনৱে কার্পণ্য করে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

طَوْبِي لَعْبَدْ أَخْذَ بَعْنَانَ فَرْسَهْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسَهْ  
مَغْبَرَةَ قَدْمَاهْ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ وَ إِنْ  
كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ

‘সুসংবাদ সে বান্দার জন্য, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে এমতাবস্থায় যে, তার নাথার চুলগুলি এলোমেলো, পদার্ঘণ ধুলায় ধূসরিত। তাকে যদি পাহারাদার হিসাবে রাখা হয়, তাহলে সে পাহারাদার হিসাবেই থাকে। আর যদি সৈন্যবাহিনীর পঞ্চাদভাগে রাখা হয়, তাহলে সে পঞ্চাদভাগেই থাকে (বুখারী)।

দাওয়াত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা থাকলেও সময়ের স্থলতার কারণে এখনাহের আলোচনা ছারাই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

মাসিক আত-ভাইরিক ৫৮ বর্ষ ওয়েবস্টে। মাসিক আত-ভাইরিক দেন বর্ষ ওয়েবস্টে। মাসিক আত-ভাইরিক ৫৮ বর্ষ ওয়েবস্টে। মাসিক আত-ভাইরিক ৫৮ বর্ষ ওয়েবস্টে।

## প্রচলিত যঁসুক ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রায়ঘাক বিন ইউসুফ

(১৪ তম কিন্তি)

(٩١) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ مِنْكُمْ "والَّذِينَ وَالرَّبِيعُونَ" فَأَنْتَ بِهِ إِلَيْهِ أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" فَلَيَقُولَّ "بَلَى" وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" وَمِنْ قَرَا لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَأَنْتَ بِهِ إِلَيْهِ أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْكِمَ الْمُوْقَتِيِّ" فَلَيَقُولَّ "بَلَى" وَمِنْ قَرَا "وَالْمُرْسَلَاتِ" فَبَلَغَ فِيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يَمْنُونَ فَلَيَقُولَّ "آمِنًا بِاللَّهِ" -

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা তীন পড়ে শেষ করবে, সে যেন বলে 'بَلِّي وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ' "হ্যাঁ" বলি ও আমি আমিও এই সাক্ষদাতদের একজন'। যে ব্যক্তি আবু হুরায়রা পড়বে এবং শেষ আয়াত আল-মুরসালাত পড়বে এবং কীমত আল-মুরসালাত পড়বে এবং শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌছবে, সে যেন বলে 'بَلِّي هَذِهِ' 'হ্যাঁ'। আর যে ব্যক্তি সূরা 'আল-মুরসালাত' পড়বে এবং পর্যন্ত পৌছবে, সে যেন বলে 'فِيَأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُون' 'আয়াত পর্যন্ত পৌছবে, সে যেন বলে 'أَنَا بِاللَّهِ أَمْشَرُ' 'আমি বাল্লাহ প্রতি ঈশ্বর আনন্দলাভ'। (আবুদাউদ) হাদীছটি ঘটিফ। অতি হাদীছে একজন বেদুঈন রাবী রয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।<sup>১</sup> তবে সূরা 'কৃষ্ণামা'র শেষে 'সুবার হাদীছটি ছহীহ'<sup>২</sup>

٩٢) عَنْ وَاثِلَّ بْنِ حَجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِذَا سَجَدَ كُنْتَيْهُ قُبْلَ بَدِيهٍ وَإِذَا أَنْهَمْتَ رَفِيْهَ بَدِيهٍ قُبْلَ رُكْبِيْهِ -

(৯২) ওয়ায়েল ইবনে হজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজডা করতেন তখন তাঁর দু'হাতে দু'হাতের আগে রাখতেন। আর যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর দু'হাত দু'হাতের আগে 'উঠাতেন' (তিরমিয়ী, আবুদাউদ)। হাদীছটি যষ্টিক। অত্র হাদীছে শারীক নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।<sup>১</sup>

(٩٣) عن عبد الله بن عمّه قال من صلى على النبي (ص)

الآن، يُمكنكم تجربة تطبيقاتنا على الأجهزة المحمولة.

(৯৩) আদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে একবার দর্কন পাঠ করে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতামগুলী তার উপর ৭০ বার রহমত ও ক্ষমা বর্ষণ করেন' (আহমাদ)। হাদীছটি যষ্টিখ। অত্য হাদীছে ইবনে লাহইয়া মামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।<sup>৪</sup> উল্লেখ্য যে, ছইহ হাদীছে ১০ বার রহমত বর্ষণের কথা রয়েছে।<sup>৫</sup>

(٩٤) عن عبدِ بنِ ثابتٍ عنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفِيْهِ قَالَ الْعَطَاسُ  
وَالْعَنَّاسُ وَالثَّثَّاْبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحِيَضُرِ وَالْقَتْنَىِ وَالرُّعَاْفُ مِنْ  
الشَّيْطَانِ -

(৯৪) আদি ইবনে ছাবিত তার দাদার মধ্যস্থতায় তার পিতা হঁতে মারফু সৃত্রে বর্ণনা করেন যে, ছালাতে হাঁচি, তন্দু ও হাই এবং ঝাঁকু, বমন ও নাকশিবা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়' (তিরমিয়ী)। হাদীছটি যদ্দেরে। হাদীছটিতে শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।<sup>৫</sup>

(٩٥) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله إذا أحدثكم  
وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد حازت صلاته -

(৯৫) আনুগ্রাহ ইবনে আমর (৩৪) বলেন, বাসুল (৩৪) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু ছাড়ে, তাহলে তার ছালাত জায়ে হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকে সালাম ফিরাতে হবে না' (তিরমিয়ী): 'হাদীছতি যজ্ঞক। অত্র হাদীছে আন্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন-আম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।' <sup>১</sup> এছাড়া হাদীছতি ছাইই হাদীছেরও রিরেধী।

সংশোধনী

(১) অঞ্জোবর ২০০১ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ প্রচলিত য়েফ ও জাল হাদীহ সমূহ য়ে প্রকাশিত ৮২ মং হাদীছুটি য়েফ হ'লেও ছহীহ বুঝাবীতে ৮০ বৎসর দায়িত্বে ধাকার কথা এসেছে (ব্যক্তি ১১৭৫১, ১১৬১ পৰ্য় ৪০ শুভীয় সময়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়া করা গেছে অঞ্জেল)। অতএব ছালাতের সামনে দিয়ে চলাকরে করা আদেশ সমাচার নয়। তবে জামা আত চলাকরে একান্ত প্রয়োজনে মুকাদীদের কাতারের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে। (ব্যক্তি ১১৭৫১, ১১৬১ পৰ্য় ৪০)

(২) একই বিভাগ সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যার ৭৭ নং হাইকোর্টি যোগীকৃত হলেও অন্যত্র ছাইছে হাদিদেশ এসেছে 'যে বার্জিং ১২ বছর আধান দিবে, তার জন্ম জানান্ত এয়াজিব হয়ে যাবে এবং আধান দেওয়ার কারণে প্রতিক্রিয়া ৬০ টি' নেকী লেখা হবে ও প্রতোক ইকুম্ভের জন্ম ৩০ টি দেবে লেখা হবে' (ইবন মাহাদি, পি-কাত রা/৬৭৫, ১২২১ খ্রি ৩০ অব্দের প্রকল্পে অন্যদেশ)।

\* সদস্য, দাক্তাল ইফতাহ, হানীত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকুয়াত ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

१. ताहुङ्कुक मिश्नकात, श/८६०, ट्रीका नं २६।

२. इद्दी आद्यन्तेन शा/१८६. ५/१६८ पृ४।

୧. ଡାଇକ୍ରୋମିଶକାତ ହୀ/୮୯୮-ୟର ଟାକା ନଂ ୧

৪. তাইকীক মিশকাত হা/৯৩৮-এর টৈকা নং ২

৪. তাৰকামুখ প্ৰকাশনা হ/ন০৩৫  
৫. মুসলিম প্ৰকাশনা হ/ন০২১

৬. তীব্রকৃত মিশকাত হা/৯৯৯-এর টীকা নং ১

৭. তাহকীক মিশকাত হা/১০০৮ এর টীকা নং ৩

## আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)

-কুমার্য্যামান বিন আবুল বারী\*

### উপক্রমণিকাঃ

অক্ষকারের কীট আলোকে ভয় পায়, আলো তাদের চিরশক্তি। তেমনিভাবে অসত্য ও বাতিলের ধ্বজাধারী আল্লাহদ্বৰ্হী ত্বাগৃতী শক্তি কখনও শাশ্বত ইসলামের শান্তি সুন্দর অনুপম মতাদর্শকে সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা বিশ্বমানবতার মুক্তিদৃত হ্যরত মুহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁর আল্লানে সাড়ানানকারী নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবীগণের উপর চালায় নির্যাতনের ষ্টোম রোলার। আর তাদের নির্যাতনের সবচেয়ে বড় শিকার হ'লেন হ্যরত আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ। ঘৰ্ষণ কাফেবদের নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ইসলামে সর্বপ্রথম জীবন উৎসর্গ করে শাহাদতের ন্যরানা পেশ করেন তাঁর পরম স্নেহযী মাতা হ্যরত সুমাইয়াহ বিনতে খুরাতু।<sup>১</sup> খুলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলীফা হ্যরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভগুনবী মুসাইলামাতুল কায়যাব -এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার রণাঙ্গনে তিনি যে বণ্মেপুণ্যতা, সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও পশ্চাত্পসারিত ছত্রভঙ্গ মুসলিম মুজাহিদগণকে বণ্প্রান্তের পুনরায় একত্রিত করার যে নয়ীর পেশ করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তিনি এমনই এক মহান সম্মানিত ছাহাবী যাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবন্দশাতেই হ্যরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) -এর মাঝে সংঘটিত সিফকীনের যুদ্ধের সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে নির্বাচিত করে গিয়েছেন।<sup>২</sup>

### নাম ও পরিচয়ঃ

নাম আম্মার। পিতার নাম ইয়াসির।<sup>৩</sup> মাতার নাম সুমাইয়াহ বিনতে খুরাতু।<sup>৪</sup>

পুরো বৃশ পরিক্রমা হ'ল- আম্মার বিন ইয়াসির বিন আমের বিন মালিক বিন কিনানাহ বিন কুয়েস বিন হুসাইন

বিন ওয়ামইয়াম বিন ছালাবা বিন আউফ বিন হারিছা বিন আমের বিন ছামির।<sup>৫</sup>

হ্যরত আম্মার (রাঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামেনের অধিবাসী। তাঁর পিতা ইয়াসির (রাঃ) স্থীয় দু'ভাই মালিক ও হারিছের সাথে মকাব আসেন তাদের হারানো চতুর্থ ভাইকে খোজার জন্য। কিন্তু হারানো ভাইকে খুঁজে না পাওয়ায় ইয়াসির (রাঃ)-এর ভাতৃব্য ইয়ামেনে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি মকাব অবস্থানকেই পসন্দ করলেন এবং আবু হ্যাইফা ইবনে মুগীরার নিকট আশ্রয় লাভ করেন।<sup>৬</sup> তিনি আবু হ্যাইফা ইবনে মুগীরার কৃতদাসী সুমাইয়াহ বিনতে খুরাতুকে বিয়ে করেন। অতঃপর আম্মার (রাঃ) জন্মগ্রহণ করলে আবু হ্যাইফা তাঁদেরকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে দেন।<sup>৭</sup>

### ইসলাম গ্রহণ ও তার প্রতিক্রিয়াঃ

হ্যরত আম্মার (রাঃ) 'আস-সাবিকুন্ল আওয়ালুন' তথা প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি 'দারুল আরকামে' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হ্যরত আম্মার (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃস্ত অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য 'দারুল আরকামে' রাসূল হ'লাম। দারুল আরকামের সন্নিকটে ছুহাইব ইবনে সিনান-এর সাথে সাক্ষাত হ'ল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন সেটা আগে বলুন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদের মুখনিঃস্ত অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছি। তখন ছুহাইব ইবনে সিনান বললেন, আমারও ইচ্ছা তাই। অতঃপর আমরা উভয়ই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম এবং তাঁর হৃদয়গ্রাহী তথ্য ও হিকমতপূর্ণ ভাষণে আমাদের হৃদয় ইসলামের মহাবাপীর সিক্তরসে সিদ্ধিত হ'ল। তাই আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোবারক হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হ'লাম।<sup>৮</sup> উল্লেখ্য যে, হ্যরত আম্মার (রাঃ)-এর পূর্বে মাত্র ত্রিশ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।<sup>৯</sup>

\* পরিচালক, ইসলামিক এডকেশন ডেভেলপমেন্ট একাডেমী, মেলওয়ে স্টেশন রোড, শরিফাবাড়ী, জামালপুর।

১. শায়সুল্লাই মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আফ-যাহাবী, সিয়াক আলাম আল-মুবালা (বৈকল্পিক মুওয়াসাসাতুর বিসালাহ, ১৯৯৬ই/১৪১৭হিঁট), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

২. প্রাক্তন, পৃঃ ৪১৬।

৩. হায়েয় ইবনে জাহার আসক্তুলানী, তৈর্যীযুক্ত তাহবীব (বৈকল্পিক দারুল সাদাস, ১৯৬৮ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

৪. সিয়াক আলাম আল-মুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।

৫. তাহবীবুত তাহবীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

৬. মুহাম্মদ আলস সালাম, ডঃ মুহাম্মদ মোস্তাফাফুর রহমান প্রযুক্ত, আল-মুবাল আরাবী লিদ-দারিল (চাকাঃ মুহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৮৬ইং), পৃঃ ২১।

৭. সিয়াক আলাম আল-মুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।

৮. ইবনুল আবীর, উস্তুল গাবাব, ফী মারেকাতিহ ছাহাবাহ (বৈকল্পিক দারু

এহইয়াউত তুয়াছ আল-আরাবী, তাবি, ৪৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৩-৪৪।

৯. প্রাক্তন।

মাসিক আত-তাহরীক ১৯ বর্ষ এবং সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৯ বর্ষ ও ৩৩ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৯ বর্ষ ও ৩৩ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৯ বর্ষ ও ৩৩

তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়াহ ইসলাম গ্রহণ করেন।<sup>১০</sup> ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,

أول من اظهر إسلامه سبعة - رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و بلال و خباب و صهيب و عمار و أمه سمية -

‘সাতজন লোক সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ করেন। তাঁরা হ’লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, বেলাল, খাববাব, ছুহাইব, আম্মার ও তাঁর মাতা সুমাইয়াহ (রাঃ)।<sup>১১</sup>

হ্যরত আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ইসলাম গ্রহণ করাকে বনী মাখ্যুম গোত্রের লোকেরা সহজ করতে পারল না। তাই তারা আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর নির্যাতনের স্থীম রোলার চালাতে লাগল।<sup>১২</sup> তারা প্রজ্ঞলিত অগ্নীতে লৌহ উস্তুপ করে তাঁদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ দিচ্ছিল, নির্যাতভাবে বেঁজাঘাতও করছিল। ইতিমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথ অতিক্রম করছিলেন।<sup>১৩</sup> তাঁদের উপর এ অমানবিক নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন দেখে তিনি আগুনকে লক্ষ্য করে বললেন,

يَا نَارَ كُونِيْ بِرْدَا وَ سَلَامًا عَلَىْ آلِ عَمَارٍ كَمَا كَنْتَ عَلَىْ -إِبْرَاهِيمَ

‘হে প্রজ্ঞলিত অগ্নি! তুমি আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমনটি শীতল ও শান্তিদায়ক হয়েছিলে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর’।<sup>১৪</sup> অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর পরিবারবর্গকে লক্ষ্য করে শোকাহত ভাষায় বললেন,

صَبْرَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنْ مَوْدِعُكُمُ الْجَنَّةَ -  
‘দ্বৈর্যধারণ কর হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিক্রিয়া স্থান জ্ঞানাত’।<sup>১৫</sup>

১০. আল-মুত্তাবুল আহাৰী, পৃঃ ২৯।

১১. হাফেয়ে আমালুদ্দিন আবুল হাজাজ ইউসুফ আল-মায়য়ী, তাহফীয়ুল কামাল ফৌ আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দাম্পুল ফিকর, ১৯৯৪ইঃ/১৪১৪ ইঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।

১২. তাহফীয়ুল তাহীয়ীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

১৩. উসমুল গাবাব ফৌ মারফাতিছ ছাহাবাব, ৪০৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৪।

১৪. সিয়াক আলায় আল-বুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০।

১৫. ইবনে হাজাজ আসকলামী, আল-ইছাবাব ফৌ তাময়ীহিছ ছাহাবাব (বৈরুতঃ দাম্পুল কুতুব আল-ইলমাইয়াহ, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩; তাহফীয়ুল কামাল ফৌ আসমাইর রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩; উসমুল গাবাব ফৌ মারফাতিছ ছাহাবাব ৪/৪৪পৃঃ।

আম্মার (রাঃ) -এর পরিবারবর্গের প্রতি মুক্তার কাফির-মুশুরিকদের অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল। একদা কুখ্যাত কুরাইশ নেতা আবু জাহল হ্যরত আম্মার (রাঃ) -এর মাতা সুমাইয়াহ (রাঃ) -এর দেহের সমুখভাগের নিম্নাংশে নির্মমভাবে বের্ণাঘাত করে। ফলে হ্যরত সুমাইয়াহ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন।<sup>১৬</sup> উল্লেখ্য যে, তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।<sup>১৭</sup>

### হিজরতঃ

হ্যরত সুমাইয়াহ (রাঃ) -এর শাহাদাতের পরও নরকের কীট আবুজাহল বাহিনীর হৃদয় শীতল হয়নি। তারা আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি আরও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তাই বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অনুমতি নিয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আম্মার (রাঃ) আবিসিনিয়া হ’তে মদীনায় হিজরত করেন।<sup>১৮</sup> মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) -এর সাথে ভাত্তু বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।<sup>১৯</sup>

### শয়তানের সাথে লড়াইঃ

হ্যরত আম্মার (রাঃ) একদা বলেন, আমি শয়তানের সাথে লড়াই করেছি। তাঁকে জিজেস করা হ’ল, কিভাবে? আম্মার (রাঃ) বললেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সফরসঙ্গী হ’লাম। পথিকূল্য রাত্রি ঘনিয়ে আসলে আমরা এক পাহাড়ের পাদদেশে রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রা বিবর্তি করলাম। আমি বালতি ও মশক নিয়ে পানি অব্রেবণের জন্য রওয়ানা হ’লাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাবধান থেকে, পানির ভেতর থেকে কেউ এসে তোমাকে পানি আনতে বাধা দিতে পারে। আম্মার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি জলাশয়ের মোহনায় পৌছলাম। ইতিমধ্যে পানির ভেতর থেকে কাকের চেয়েও কুর্দিস্ত এক লোক বের হয়ে এসে বলল, আচ্ছাহ্র কসম! তোমাকে আমি কিছুতেই পানি নিতে দেব না। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে সম্মুখে অংসসর হ’লাম। তখন সে এগিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমিও প্রচণ্ড বেগে তাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম। তখন সে আমাকেও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। তখন আমি পাথর দিয়ে সজোরে তার মুখে ও কানে আঘাত করলাম। এতে সে পিছে হটে গেল। আমি বালতি ও মশক পূর্ণ করে ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আতক উল্লাসে লড়াই করে আসো।

১৬. তাহফীয়ুল কামাল ফৌ আসমাইর রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।

১৭. তাহফীয়ুল তাহীয়ীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮; সিয়াক ১/৪০৯।

১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৬ইঃ/১৩৯৪বাঃ/১৯৮৬ইঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭: তাহফীয়ুল কামাল ১৩/৪৪৩পৃঃ।

১৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

‘পানির ভেতর থেকে কেউ তোমার নিকট এসেছিল কি?’ আমি বললাম, হ্যাঁ। আতঙ্গের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি জান, সে কে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, সে হ'ল শয়তান।<sup>১</sup>

### ইসলামের সেবায় আম্মার (রাঃ):

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হযরত আম্মার (রাঃ) -এর অবদান অপরিসীম। তিনি বদর, ওহোদ, খন্দকসহ তাঁর জীবদ্ধশায় সংগঠিত প্রতিটি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।<sup>২</sup> তিনি হৃদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত ‘বায়তুর রিয়ওয়ানে’-ও অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে দীপ্তকর্তিন বায়‘আত করেছিলেন।<sup>৩</sup> হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কৃফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।<sup>৪</sup> হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভগুনবী মুসাইলামাতুল কায়বাব-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হযরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ‘ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রথম দিকে শক্রবাহিনীর মোকাবিলায় টিকিতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে থাকে। তখন আমি আম্মার (রাঃ) -কে দেখলাম একটা প্রস্তর খঙ্গের উপর দণ্ডযামান হয়ে মুসলিম মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে চিন্কার করে বলছেন,

يَا مُعْشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَمْنِ الْجَنَّةِ تَفْرُونَ؟ أَنَا عُمَرُ بْنُ يَاسِرٍ  
هَلْمُوا إِلَى إِلَى! إِلَى! وَ أَنَا انْظَرُ أَذْنَهُ قَدْ قُطِعَتْ فَهِيَ تَذَيَّذَبُ وَ  
هُوَ يَقْاتِلُ أَشَدَ الْقَتَالِ۔

‘হে মুসলিম মুজাহিদগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে ফিরে এসো, আমার দিকে ফিরে এসো। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম শক্র সৈন্যদের আঘাতে তাঁর কান কেটে ঢলচল করে রক্ত ঝরছে। অথচ তখনও তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন।<sup>৫</sup> হযরত আম্মার (রাঃ) ছদ্মবেশে শত্রু সৈন্যদের মাঝে

২০. সিয়ার ১/৪১২ পৃঃ।

২১. ইবনে কাহীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামহোস্ত, ১৯৯৪ ঈ/ইঠুঠিঃ), ৪৮ জিলদ, ৭ম জুয়, পৃঃ ২৪৮। তাহরীরত তাহরীর, ৭/৮৯০: ইচ্ছা ২/২৭০।

২২. উসদুল গবাহ ৪/৮৫পঃ।

২৩. ইচ্ছা ২/২৭০: উসদুল গবাহ ৪/৮৬ পৃঃ। ইসলামী বিশ্বকোষ ২/১৯৭ পৃঃ।

২৪. রাসূলুল্লাহ ইসলাম আল-কাফালুলুলী, হায়াতুল হায়াবাহ (বৈরুতঃ দারুল মারফাহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৩: সিয়ার ১/৪২২: উসদুল গবাহ ৪/৮৬।

যুরাফেরা করতেন এবং তাদের গোপন তথ্য রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট পৌছাতেন।<sup>৬</sup>

### ইলমে হাদীছে অবদানঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) ইলমে হাদীছেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি হাদীছ বর্ণনায় চতুর্থ স্তরের রাবী। তাঁর থেকে একশতের কিছু কম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।<sup>৭</sup>

### তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, আবুল্লাহ ইবনে আবাস, আবু মূসা আল-আশ’ আবী, আবু উমামা আল-বাহলী, জাবির ইবনে আবুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া, আলকুমা, আবু ওয়ায়েল, হাম্মাম ইবনুল হারিছ, নাজিম ইবনে হানযালা, আব্দুর রহমান ইবনে আবায়ী, নাযিরা ইবনে কা’ব, আবুল আসয়াল আল-খায়ারী, আবুল্লাহ ইবনে সালমা আল-মুরাদী, ছারওয়ান ইবনে মিলহান, ইয়াহইয়া ইবনে ছাদাহ, কুয়েস ইবনে উবরাদ, ছিলাহ ইবনে যুক্তার, মুখারেক ইবনে সুলাইম, আমের ইবনে সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস, হাসান বাছরী, আবুল বাখতারী প্রমুখ।<sup>৮</sup>

### হযরত আম্মার (রাঃ) -এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যত্বাণীঃ

عَنْ عَكْرَةَ قَالَ لَهُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَلَابْنِهِ عَلَى إِنْطَلْقَا إِلَى  
ابْنِ سَعِيدٍ فَاسْعَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فِي إِذْنِهِ هُوَ فِي حَائَطٍ  
يَصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ إِنْشَاءَ يَحْدَثُنَا حَتَّى أَتَى  
عَلَى ذِكْرِ بَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَنَا نَحْمِلُ لِبْنَةَ وَعَمَالَ  
لِبَنْتَيْنِ لِبَنْتَيْنِ فِرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ  
يَنْقَصُ التَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَحْمِلُ وَيَحْمِلُ لِبْنَةَ الْبَاغِيَةَ  
يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَارُ اعْوَذُ  
بِاللَّهِ مِنَ الْفَتْنَةِ

হযরত ইকবামা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আবুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) আমাকে ও তাঁর ছেলে আলীকে বললেন, তোমরা হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) -এর নিকট গিয়ে হাদীছ শুনে আস। আমরা আবু সাঈদ খুদুরীর নিকটে গেলাম, তখন তিনি একটা ফলের বাগানে কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তাঁর চাদর খানি তুলে পেঁচিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীছ বর্ণনা শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন,

২৫. আল-মুন্তাবাবুল আবায়ী, পৃঃ ২৯-৩০।

২৬. যাওলানা মুহাম্মাদ আবুর রহিম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস (চাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ইং), পৃঃ ২৯৮-২৯।

২৭. সিয়ার ১/৪০৭ পৃঃ। তাহরীরুল কামাল ১৩/৪৪৩ পৃঃ।



মাসিক আত-তাহরীক প্রথম বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় মাসিক

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন মানুষ মতপার্থক্যে উপনীত হবে, তখন সুমাইয়াহ -এর বেটা আম্মার সত্যের পক্ষে থাকবে’।<sup>৭৮</sup>

### চরিত্রঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) অনুপম মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই নীরব থাকতেন, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলতেন না। আর সদা সর্বদা মহান প্রভূর নিকট ফেতনা-ফাসাদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।<sup>৭৯</sup> তিনি সাধাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কৃফার শাসনকর্তা থাকাকালেও তিনি স্থীয় কাঁধে আটার বস্তা বহন করতেন।

### মর্যাদাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মাঝে অন্যতম মর্যাদাবান ছাহাবী ছিলেন হযরত আম্মার (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এরশাদ করেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةِ عَلَىٰ وَعَمَارٍ وَسَلْمَانَ -

‘নিশ্চয়ই আমার উম্মতদের মধ্য হ’তে তিনজনের জন্য জান্মাতকে সুশোভিত করা হয়েছে। তারা হ’ল আলী ইবনে আবু ত্বালিব, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও সালমান ফারেসী।<sup>৮০</sup> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-কে অন্যত ভালবাসতেন। একদা হযরত আম্মার (রাঃ)-এর সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর কথা কাটাকাটি হয় এবং এতে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ عَادَى عُمَارًا عَادَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْغَضَ عُمَارًا ابْغَضَهُ اللَّهُ -

‘যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শক্রতা করবে, আল্লাহ তার সাথে শক্রতা করবেন। আর যে ব্যক্তি আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হবে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন’।<sup>৮১</sup>

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

دَمْ عَمَارٍ وَلَحْمَهُ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ -

‘আম্মারের রক্ত ও মাংস জাহান্নামের অগ্নির উপর হারায়।<sup>৮২</sup>

হযরত ইবরাহীম হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকুমা শাম (বর্তমানে সিরিয়া) দেশে গেলেন, অতঃপর যখন শামের মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন সৎ সাথীর সাহচর্যকে সুলভ করে দাও। অতঃপর আলকুমা (রহঃ) প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু দারদাহ (রাঃ) -এর পাশে বসলেন, তখন আবু দারদাহ (রাঃ) বললেন, আপনাদের মাঝে কি সেই মহান ব্যক্তিটি নেই? যাকে আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবীর যবান দ্বারা উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন? আর তিনি হ’লেন হযরত আম্মার (রাঃ)। তাঁর সাহচর্য লাভ করলেই তো যথেষ্ট হ’ত।<sup>৮৩</sup>

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদাহ (রাঃ) আলকুমা (রহঃ) -কে বলেছেন,

الْيَسْ فِيكُمُ الَّذِي أَعْنَدَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِن الشَّيْطَانِ  
يَعْنِي عِمَارًا -

‘তোমাদের মাঝে কি সেই মহান ব্যক্তিটি নেই? যাকে আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবীর ভাষায় শয়তান থেকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন?’ অর্থাৎ তিনি হ’লেন হযরত আম্মার (রাঃ)।<sup>৮৪</sup>

অন্যত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন কোন নবী নেই যে, আল্লাহ তাঁকে সাতজন পরম বস্তু ও পৃষ্ঠপোষক দান করেননি। আর আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাকে চৌদ্দজন নিবেদিতপ্রাণ বস্তু দান করেছেন। তাঁরা হ’ল, হামযাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব, আবুবকর ইবনে আবু কুহাফা, ওমর ইবনুল খাতোব, আলী ইবনে আবু ত্বালিব, জাফর বিন আবু ত্বালিব, হাসান ইবনে আলী, হোসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মিক্রিদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী, হৃষীইয়া ইবনুল ইয়ামান, আম্মার ইবনে ইয়াসির, বিলাল ইবনে রাবাহ ও সালমান আল-ফারেসী (রাঃ)।<sup>৮৫</sup>

### সমাপনীঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) ছিলেন সত্য-ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছিলেন ইসলামের জন্য। আমরা যেন তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা লাভ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল ও আবিচল থাকতে পারি, দরবারে এলাহীতে এই প্রার্থনা জানাই। আল্লাহমা আমীন!!

৭৮. সিয়ার ১/৪১৬।

৭৯. সিয়ার ১/৪২৪।

৮০. প্রাতেক, পৃষ্ঠা ৪২৩।

৮১. তিরিমিলি, রু. ৩৫, পৃষ্ঠা ২১০: আল-বিদায়া ঘেন নিহায়া, ৪৬ বর্ষ, ৭ম ভুঁ, পৃষ্ঠা ২৪৩: সিয়ার ১/৪১৩:

তাহায়িতুল তাহরীফ ১/১২৪: তাহায়িতুল তাহাম ১/৩৪৪৭ পৃষ্ঠা

৮২. সন্দান আহমদ হাফ্জ ১/৬৪৮: আল-বিদায়া ঘেন নিহায়া, ৪৬ জিলদ, ৭ম ভুঁ, পৃষ্ঠা ২৪৬: তাহায়িতুল কায়ল ১/৩৪৮: ইহাতাহ ২/২১৪: সিয়ার ১/৪১৫ পৃষ্ঠা

৮৩. ছুইই বৃথারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৯।

৮৪. ছুইই বৃথারী হাফ্জ ৩/৭৪২ ও ৩/৭৬১: সিয়ার ১/৪১৭ পৃষ্ঠা

৮৫. জায়ে তিরিমিলি, হাফ্জ ৩/৭৪৭ ও ৩/৭৯১: তাহায়িতুল কায়ল ওয়া আসমাইল রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৬-৪৭।

মানবিক আত-তাতীকীর ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক আনন্দ আত-তাতীকীর ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক। মানবিক আত-তাতীকীর ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক আনন্দ আত-তাতীকীর ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক।

## অর্থনীতির পাতা

# বাংলাদেশে ইসলামী বীমাং সমস্যা ও আমাদের কর্ণীয়

- শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান\*

\* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পটভূমিঃ

ইসলামী বীমা বা 'তাকাফুলে'র পরিধি মুসলিম দেশ সমূহের সীমানা ছাড়িয়ে অমুসলিম দেশেও পৌছে গেছে এক দশকেরও বেশী আগে। বাংলাদেশে এর যাত্রা কেবল শুরু। বলা চলে এদেশে ইসলামী তাকাফুলের এখন শৈশবকাল। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনেই সহায়-সম্পদ ও পণ্য সামগ্রীর নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবার-পরিজনদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবেই বীমার আশ্রয় নিয়ে আসছে শতাব্দী কাল আগে থেকেই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এই বীমায় অংশগ্রহণ করা বৈধ বা জায়েয় ছিল না। কারণ এর মধ্যে চারটি এমন আপত্তিকর উপাদান রয়েছে, যা ইসলামে সর্বের নিষিদ্ধ। এগুলি হ'ল যথাক্রমে (ক) আর-রিবা (সুদ), (খ) আল-মাইসির (ঘুস), (গ) আল-গারার (অঙ্গতা/অনিচ্যতা) এবং (ঘ) শরী'আহ বিরোধী উত্তরাধিকারী বা নোমিনী গনোয়নের ব্যবস্থা। এজন্যই দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বিশ্বে বিকল্প বীমার প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা অনুভূত হচ্ছে। বিশেষতঃ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সহযোগী হিসাবে ইসলামী বীমা চালুর প্রয়োজন আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়।

এই অভাব পূরণের জন্য প্রয্যাত ফকীহগণের সহযোগিতা ও পরামর্শে এবং বীমা ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মিলনে যে পদ্ধতিটি দুই দশক আগে উন্নৰিত হয়েছে তারই নাম 'শিরকাত আত-তাকাফুল আল-ইসলামিয়া'। এর মূল কথা হ'ল, যৌথভাবে পরম্পরাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। হালাল উপায়ে উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি সহযোগী সদস্যদের কারো উপরে বিপদ-আপদ আপত্তি হ'লে সেই দুশ্ময়ে তার পাশে দাঁড়াবার প্রক্রিয়াই হ'ল তাকাফুলের মূল কথা। 'তাবারর' বা মেছাপ্রণোদিত ডোনেশনের মাধ্যমে এই সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রদানের সময়েই একজন গ্রহীতা একই সঙ্গে তার অদেখা সহযোগী সদস্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনের কথা ভেবেই নির্দিষ্ট একটা হারে নির্দিষ্ট একটা অংকের অর্থ জমা দেন। এর উপর তার কোন দাবী থাকবে না বা এই অর্থের মুনাফাও তিনি পাবেন না। এটাই 'তাবারর'। বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী 'তাবারর' হিসাবে প্রাপ্ত এই অর্থ

বিনিয়োগ বা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করবে এবং  
 এজন্য এর লাভ জমা করবে নির্ধারিত পথক একাউন্টে।  
 আল্ট্রাহ না করল, কেউ বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে এই  
 অর্থই তার কাজে আসবে। বীমাকারীর নিজের জন্যও এটা  
 প্রযোজ্য হয়ে বসতে পারে। পূর্ণ প্রিমিয়াম পরিশোধের  
 পূর্বেই বীমাগ্রহীতা মারা গেলে তার প্রাণ্যন্তর অর্থের বাকী  
 অংশ পূরণ করা হয় এই 'তাবারক' তহবিল হ'তেই।  
 সুতরাং পূর্ণ বীমা দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে 'তাবারক'-এর  
 ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ তহবিল স্থিতি ও  
 যাবতীয় লেনদেনে সুদের কোন সংশ্বর না থাকাই একে  
 ইসলামী শরী'আহর দপ্তিতে ধ্বণযোগ্য করে তলেচে।

ইসলামী তাকাফুলের প্রথম প্রয়াস এদেশে গ্রহণ করে 'হোমল্যাও লাইফ ইন্সুরেন্স'। এরাই সুনী বীমার পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের প্রবর্তন করে এবং বিপুল সাড়া পায়। এরপরে একে একে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে 'ইসলামী ইস্লিওরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড', 'ইসলামী কমার্শিয়াল ইস্লিওরেন্স লিমিটেড' এবং অতি সম্প্রতি 'ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইস্লিওরেন্স লিমিটেড' প্রমুখ প্রতিষ্ঠান। এর নেপথ্যে যে দু'টি বিষয় কাজ করেছে সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা ভাল। প্রথমতঃ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার অগ্রগতি বিস্ময়কর। তবে তা ঘটেছে মাত্র গত দশকেই। স্বাধীনতা লাভের পর পরই এদেশের সকল বেসরকারী বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করে মাত্র দু'টো প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী ব্যাংকগুলি বিবরাষ্ট্রায়করণের পাশাপাশি যেমন বেসরকারী খাতেও ব্যাংক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়, তেমনি বেসরকারী খাতে বীমা কোম্পানী-সাধারণ ও জীবন-বীমা উভয়ই প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দেশের জনগণের কাছে, বিশেষতঃ বাবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত লোকদের বীমার প্রয়োজনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজনাই একদিকে যেমন হ ত করে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে।

বর্তমানে দেশে ১৮টি জীবন বীমা ও ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানী কাজ করে যাচ্ছে। দশ বছর পূর্বে ১৯৯১ সালে জীবন বীমা খাতে বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। দশ বছর পরে ২০০০ সালের শেষ নাগাদ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার  $+500\%$ । সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে এই অংক ১৯৯১ সালের ২০০ কোটি টাকা হ'তে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ  $+100\%$ । ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের সম্মত আনন্দযোগ্য এই বিশাল বাজারে প্রবেশ করতে চাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। প্রতিয়ন্তঃ বাংলাদেশের

সামিক আত-তাহরীক হচ্ছে ত্য সংখ্যা, সামিক আত-তাহরীক হচ্ছে ত্য সংখ্যা।

জনগণের ৮৫% মুসলমান। এই জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশই মনেপ্রাণে ইসলামী আকৃতিদার অনুসরণ করতে আবশ্যী। তাই তারা প্রচলিত সুদভিত্তিক বীমার ইহীতা হ'তে উৎসাহ দেখায় না। এই জনগোষ্ঠীর হাতে যে অর্থবিত্ত রয়েছে তা একমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে। নতুন চালু হওয়া ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি এই সুযোগেই সম্ভবহার করতে চাচ্ছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি একযোগে শতকোটি টাকার প্রিমিয়াম সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে।

এই অবস্থায় ইসলামী বীমার প্রকৃত সুফল জনগণের দ্বোরগোড়ায় পৌছে দিতে হ'লে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিকভাবে পথ চলা খুবই যুক্তি। কিন্তু ইতিমধ্যেই নানা অনিয়ম ও নেতৃত্বকৃত বিরোধী কার্যকলাপের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা যদি অংকুরেই বিনাশ না করা যায় তাহ'লে এক সময়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের ক্ষতি হবে, প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্যায় জর্জরিত হবে; সর্বোপরি ইসলাম বিরোধীদের হাতে ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিমোদগারের একটা মোক্ষ্য অন্ত তুলে দেওয়া হবে নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই। উপরন্তু ইসলামপন্থীরা যে জনগণের উপকার করার নাম করে শেষ অবধি তাদের ক্ষতিই করে এটা সাধ্যস্ত করারও অপপ্রয়াস চালানো হবে। সেজন্যেই আজ যথাবিহিত সতর্ক হ'তে হবে, সম্ভাব্য ক্রটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তা দূর করতে হবে এবং একই সঙ্গে সমস্যা চিহ্নিত করে সেসবও সমাধানের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এ ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি ও সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করার প্রয়াস পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সমাধানেরও পথ নির্দেশ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

### সমস্যাসমূহঃ

ইসলামী বীমার প্রথম ও কাঠামোগত সমস্যা হ'ল এর জনবল বা জনশক্তি। জানা গেছে, ইসলামী বীমা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই, শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুসরী, এমন লোকেরাই বেশী সংখ্যায় এসব কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে। এর পিছনে দু'টো কারণ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রথমতঃ ইসলামী বীমার কর্মকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাণ জনশক্তির অভাব। দ্বিতীয়তঃ নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি পরিচালনার জন্য উচ্চপদ ও আকর্ষণীয় বেতনে অন্যান্য সনাতনী বীমা কোম্পানীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ।

প্রথম সমস্যাটির সমাধানের জন্য ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে যোগ্য কর্মী বাছাই করে তাদের

হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দালের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়াই সমীচীন হবে। যথোচিত প্রশিক্ষণপ্রাণ কর্মীর অভাব পূরণের জন্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগুতে হবে; সাময়িক কোন উদ্যোগে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ উপকার দর্শাবে না। বাছাই করা কর্মীদের প্রয়োজনীয় পাঠদানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের কাজের প্রশিক্ষণ ও কর্মশিল্পের মাধ্যমে বীমার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্বন্ধে তাদের দক্ষ করে তোলা সম্ভব। এর পরেও তাদের কাজের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও তদারকী করতে হবে, শাখাগুলির শরী'আহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা হ'তে হবে। এর ফলে ভুল-ক্রটি শুধরে তারা ধীরে ধীরে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠবে।

তবে দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান অতীব দুরহ। কারণ কতিপয় সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য সুন্দী প্রতিষ্ঠান হ'তে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ দীর্ঘদিনের চর্চা ও অভ্যাসের ফলে গড়ে ওঠা ঘন-মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতিতে অভ্যন্ত হওয়ায় নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে চাইবে না। এমনকি আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও বহুক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রতিফলন না হয়ে ঘটবে বিপরীত। তারা বরং বোর্ড অব ডিরেকটরস ও শরী'আহ কাউন্সিলকে তাদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা ও কর্মকৌশলই কায়দা করে উপস্থাপন করে সেটাই অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করে থাকেন। দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর প্রতিবিধানের জন্যে শরী'আহ কাউন্সিলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় তাও সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় সে সম্পর্কে যথাযথ স্থানে আলোচনা করা যাবে।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল কমিটিমেটের অভাব। যথার্থ কমিটিমেন্ট না থাকলে কোন সৎ কাজও শেষ অবধি সফলতার মুখ দেখে না। এদেশে ইসলামী বীমার প্রচলন সনাতন বীমা পদ্ধতির প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুক্তাবিলায় ইসলামী বীমার উদ্যোগো, কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের যদি ইসলামী জীবনাদৰ্শ বাস্তবায়নের কমিটিমেন্ট না থাকে তাহ'লে এর ভবিষ্যৎ সাফল্য, বিশেষতঃ ইসলামী শরী'আহ পরিচালনের ক্ষেত্রে আন্তরিক ও দৃঢ়তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই জনশক্তি রটেছে, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের অনেকেই ইসলামের ফরয অনুশাসনগুলি পর্যন্ত মেনে চলেন না। যাদের নিজেদের ব্যক্তি জীবনেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য নেই তারা বেতনভুক্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় পরিচয় দেবে তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ। বস্তুতপক্ষে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে যে নিষ্ঠা, শ্রম, সততা, ত্যাগ স্থীকার ও আন্তরিকতার প্রয়োজন সেই নিরিখেই কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

নির্বাচিত ও নিয়োজিত না হ'লে এই বীমা কোম্পানীগুলি ও সাইনবোর্ডসর্বো ইসলামী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াতে বেশী সময় লাগবে না।

তৃতীয় যে সমস্যা ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে ভয়ংকর হিসাবে দেখা দিতে পারে সেটি হ'ল বীমাপত্র বিক্রির জন্যে মাঠকর্মীদের দ্বারা সৃষ্টি তথ্য বিকৃতি, অর্ধসত্য বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। গ্রাহক বীমা পলিসি কিনলেই তবে মাঠকর্মী কমিশন পাবে। এক্ষেত্রে যত বেশী অংকের এবং যত বেশী সংখ্যক পলিসি বিক্রি করতে পারবে ততই তার প্রাপ্ত কমিশনের অংক স্ফীত হবে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'তে কাজের স্ফীতি স্বরূপ পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যাবে মোটর সাইকেল, দামী উপহার সামগ্রী ও নগদ পারিতোষিক। এই প্রলোভন জয় করা দুরহ। সুতরাং নানাভাবে 'হয়' কে 'নয়' এবং 'নয়' কে 'হয়' করে পলিসি বিক্রি, বিশেষতঃ জীবনবীমার পলিসি বিক্রির প্রবণতা কর্মীদের মধ্যে থাকতেই পারে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানও চাইবে দ্রুত বেশী সংখ্যায় মোটা অংকের যদি নাও বা হয় অন্ততঃ ছেট অংকের প্রচুর সংখ্যক পলিসি বিক্রির মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও সেই প্রবাহ ধরে রেখে একটা স্ফীত অংকের পুঁজি গঠন করতে। তাই নিতান্তই বেকায়দায়া না পড়লে মাঠকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ না করে বরং উৎসাহ প্রদানই অব্যাহত থাকে। সেজন্যই কায়দা করে পরিবেশিত ইষৎ বিকৃত তথ্য ও মিথ্যা আশাসের প্রেক্ষিতে বীমার টোপ যারা গিলবে, শেষ অবধি তা তাদের গলায় বিধবার সন্তুবনাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

দেশের সাধারণ মানুষ বা আম জনতা যারা ইসলামকে ভালবাসার কারণে প্রয়োজনে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মাঠে নামে তারা যদি প্রতারিত হয় তাহ'লে দুর্খ রাখার জায়গা থাকবে না। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে কোন কোন এলাকায় মাঠকর্মীরা ও অফিসাররা সর্বোচ্চ সততা ও সতর্কতার পরিবর্তে ভুয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বানিয়ে পলিসি বিক্রি করছে। এজন্যে ইসিজিসহ রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময়ে গ্রহীতার বীমা দাবী পরিশোধে জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারে। প্রকৃত অবস্থার সাথে গরমিল দেখা দিলে বীমা গ্রহীতার ভোগাত্তির সীমা রইবে না। তবে যেহেতু তৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ খুব নিকটবর্তী সময়ে বীমা দাবী পরিশোধের ঘটনা অতি নগণ্য সেহেতু এই কারচুপি সহজে ধরা পড়ার নয়। যখন ধরা পড়ে ততদিনে ঐ বীমাকর্মী পংগার পার।

ইসলামী বীমার মাধ্যমে পৃথক্তই উদ্যোগ্যা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি ব্যক্তি বীমাগ্রহীতাদের কল্যাণ চাইলে প্রতিষ্ঠান তথা কোম্পানীর কোন পর্যায় বা স্তরেই কোন প্রকার অনৈতিকতা, কারচুপি বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াকে প্রতিরোধ করতে হবে। বরং পলিসি বিক্রির

ক্ষেত্রে বীমাকর্মীদের বক্তব্য, আলোচনা ও পরামর্শে থাকতে হবে প্রকৃত আস্তরিকতা ও স্বচ্ছতা। কোন রকম ধোঁকা, অসত্য বা অর্ধসত্যের আশ্রয় নেওয়া চলবে না; বরং এ ধরনের অভিযোগ পেলে তৎক্ষণিক তদন্ত করে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হ'লে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই হবে উচিত পদক্ষেপ।

### আমাদের করণীয়ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী তাকাফুলের রয়েছে অমিত সন্তুবনা। তাক্তওয়া ও পরহেষগারী সম্পন্ন এমন লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারী রয়েছেন, যারা প্রচলিত সুন্নী বীমার সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্লব রাখতে চান না। এরাই হবেন তাকাফুলের শক্তি ও সাফল্যের উৎস। সৎ, পরিশ্রমী, ঈমানী চেতনায় মযবূত ও নিরবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে এদের দোরগোড়ায় তাকাফুলের দা'ওয়াত পৌঁছাতে পারলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এজন্যে কিছু করণীয় রয়েছে আমাদের, কিছু প্রয়োজনীয় প্রত্নতি ও পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। সেগুলি সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ দেশবাসীকে ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দেশের বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখদেরই সম্যক ধারণা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের কোটি কোটি ইসলাম প্রিয় জনগণ তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে। তাই এ সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদেরও স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। তাঁরা যদি নিজেরা এর পরিধি, শরী'আহর বক্তব্য এবং কর্মকৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে আশ্বস্তবোধ করেন এবং এরই পাশাপাশি তাঁদের আলোচনা-বক্তৃতা-ওয়ায়-মাহফিলে এই পদ্ধতির বীমা গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন, প্রারম্ভ দেন, তাহ'লে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির জন্য সাফল্যের খুলে যাবে। এদেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বেলায়। সুন্নী ব্যাংকের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য ছিল কঠোর। সুতরাং আজও যদি তাঁরা অনুরূপ ভূমিকা রাখেন, তাহ'লে ইসলামী বীমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বীমার এই বিশাল বাজার শরী'আহভিত্তিক পরিচালিত কোম্পানীগুলিই ভোগ করবে। সুতরাং এই লক্ষ্যে তাদেরকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎপর হ'তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিক যেলাভিত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম তাকাফুলের পরিচিতি ও এর অনুকূলে জনমত গঠনে খুবই উপযোগী হবে। রাজধানী ঢাকাতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হ'তেই পারে। কিন্তু তার চেও গ্রামাঞ্চলে তো দূরের কথা, দূরবর্তী শহর

বাসিন্দা যাব-তাহরীক ২৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক যে এক তথ্য মস্তক মাসিক আত-তাহরীক ২৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ২৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ২৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

বা শহরতলীতে পৌছায় কদাচিৎ। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বিভাগীয় শহরগুলিসহ যায়মনসিংহশ, কুমিল্লা, রংপুর ও বগুড়ার মত শহরগুলিতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য যেলা শহরগুলিতে সেমিনার-ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষিত লোকদের উৎসুক্যের যেমন জবাব দেওয়া সহজ হবে তেমনি নানা ধরনের লোককে তাকাফুল সম্বন্ধে সরাসরি ওয়াকিফহাল করাও সহজ-সাধ্য হবে। এরই চেউ গিয়ে লাগবে শহরতলী এলাকায় এবং সেখান হ'তে পর্যায়ক্রমে থানা বা উপজেলাগুলিতে। স্বল্প বাজেটের ইসব সেমিনার বা ওয়ার্কশপের সুফল পরিস্কৃত। এদেশে কর্মরত এনজিওগুলি অব্যাহতভাবে এই কৌশল ব্যবহার করে যাচ্ছে তাদের কর্মসূচীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। সেই একই কৌশল তাকাফুলকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ব্যবহারে ক্ষতি নেই, বরং লাভই ঘোল আন।

**তৃতীয়তঃ** প্রিমিয়াম সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় ও কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সম্বন্ধেও কোম্পানীর পক্ষ হ'তে জনগণকে পরিকার ধারণা দেওয়া খুবই আবশ্যিক। এ দেশের প্রধান দুটি ইসলামী ব্যাংক যেমন তাদের নিজেদের মূলধন ও জনগণের প্রদত্ত আমানতের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কোন কোন খাতকে অঞ্চাকার দেবে তা পূর্বাহৈ জানিয়ে দেয়, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলিরও সেই একই পদার্থ অনুসরণ করা উচিত। তা না হ'লে ঠিক কোথা থেকে বা কোন উৎস হ'তে আলোচ্য বীমা কোম্পানীগুলি উপার্জন করবে, সেই উপার্জনের মধ্যে সন্দেহজনক কোন উপাদান রয়েছে কি-না এবং সে কারণেই প্রদত্ত মুনাফা এহণযোগ্য হবে কি-না এসব প্রশ্ন বা সংশয় মুশিনদের মধ্যে রয়েই যাবে। এই সংশয়ের অপনোদন বা জিজ্ঞাসার খোলাসা জবাব বীমা কোম্পানীগুলিরই দেওয়া উচিত তাদের নিজেদের স্বার্থেই।

**চতুর্থতঃ** প্রিমিয়ামের সাথেই প্রদেয় তাবাররুকে অঙ্গীভূত করে না দেখিয়ে এটা পৃথকভাবেই দেখানো উচিত। তাহ'লে বীমাগ্রহীতার মনে একটা সুস্পষ্ট তথ্য থাকবে যে, সত্যি সত্যি সহযোগী বীমা গ্রহীতাদের জন্য তাকে কতখানি ত্যাগ স্থীকার করতে হচ্ছে এবং এর মোট পরিমাণ তার নিজের ক্ষেত্রে কত দাঁড়াচ্ছে। এই স্বচ্ছতা অতীব যুরোপী। এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াশার পরিণাম ফল অন্তত হওয়া বিচিত্র নয়। বর্তমানে দেয়া প্রিমিয়াম ও তাবাররু এক সঙ্গে অঙ্গীভূত করে দেখানো হচ্ছে এবং মাঠকর্মীরা তো বটেই, মাঠকর্মী গোছের কর্মকর্তারাও সঠিক বলতে পারেন না তাবাররুর পরিমাণ, বয়স, মেয়াদ ও বীমা ভেদে কি হারে হাস-বৃক্ষ ঘটে। এই অস্পষ্টতার জন্যে তুল বোঝাবুঝি খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**পঞ্চমতঃ** ইসলামী বীমা বা তাকাফুলকে জনপ্রিয় ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার স্বার্থে প্রিমিয়াম হ'তেই বা প্রিমিয়ামের সাথেই 'তাবাররু' গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে অর্জিত মুনাফার একটা সুনির্দিষ্ট অংশ 'তাবাররু' হিসাবে জমা রাখা হবে এমন পূর্বসূর্য নির্ধারণ করা অধিকতর কাম্য হবে। এর ফলে বীমা গ্রহীতাদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাবে। পরিণামে বীমা গ্রহীতাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক লোক বীমা সুবিধার আওতায় চলে আসবে।

**প্রসঙ্গতঃ** মনে 'রাখা দরকার' 'তাবাররু' প্রদানের বর্তমান পদ্ধতিই যদি চালু রাখতে হয়, তাহ'লে এক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ যেন অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায়িক চুক্তির মত পরস্পর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ প্রদেয় প্রিমিয়ামের উপর তাবাররুর অনুপাত প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল না হওয়াই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রিমিয়াম ও 'তাবাররু'র মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক হ'লে ইনছাফের প্রসঙ্গ পালিত হ'লেও ইহসানের দিক পুরোপুরিই অবহেলিত রয়ে যায়। যার বেশী প্রিমিয়াম দেবার ক্ষমতা রয়েছে তার বেশী পরিমাণ ত্যাগ স্থীকারেরও ক্ষমতা রয়েছে। তাই সমানুপাতিক হারের পরিবর্তে ক্রমবর্ধনশীল হারেই 'তাবাররু'র পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

**ষষ্ঠতঃ** ইসলামী বীমার প্রসারের জন্যে একে যেমন সমস্যা মুক্ত করতে হবে, তেমনি একই সাথে ক্রমপ্রসারমান প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনগণের উপযোগী বীমা প্রকল্প উন্নাবন করতে হবে। উদাহরণতঃ দেনমোহর বীমা, হজ্জবীমা, ওয়েজ আর্নার বীমা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন আনয়নের জন্যেই চাই অব্যাহত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ। এই লক্ষ্যে একদল সুদক্ষ গবেষক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে গাফলতির অর্থই হবে পিছিয়ে পড়া, যা হবে আস্থাঘাতীর শায়িল। গবেষণার দ্বারা নতুন নতুন প্রকল্পের প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বাজারের বিস্তৃতি ঘটবে। একই সঙ্গে কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে নিয়মিত কর্মসূচীও থাকতে হবে।

**সপ্তমতঃ** জনগণকে ইসলামী বীমা সম্পর্কে ভাল ভাবে বুঝাতে হ'লে চাই সুলিখিত পুস্তিকা ও পরিচিতিপত্র। বর্তমানে যে লিটারেচার রয়েছে তা এজন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত। সুলিখিত ও তথ্যসমূহ ক্ষুদ্র আকারের পরিচিতিপত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে ইসলামী তাকাফুল সম্পর্কে জনগণকে যেমন অবহিত করা যায়, তেমনি তা নানা ভ্রান্তি অপনোদনেও সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম। 'তাকাফুল' সম্বন্ধে পরিকার ধারণা অর্জনে সক্ষম হ'লে তারা নিজেরা তো পলিসি গ্রহণ করবেই, অন্যদেরও এজন্যে উৎসাহিত করবে। তাই এসব লিটারেচারের প্রচলিত বীমা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিপূর্ণ, তাকাফুল কেন উন্নত ও

কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা, শরী'আহ পরিচালনে এর অঙ্গীকার ইত্যাকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এসব পুস্তিকা ও পরিচিতিপত্রের বক্তব্য হবে গোছানো, জোরালো ও স্বচ্ছ। এতে মাঠকর্মীদের কাজেও প্রভৃত সহায়তা হবে।

অষ্টমতঃ ইসলামী তাকাফুলের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরীর লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোও যুক্তি। এদেশের সকল বীমা কোম্পানীই বৃটিশ শাসন আমলে প্রবর্তিত ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের দ্বারা বিবর্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত। এতে ইসলামী বীমা কোম্পানী তৈরীর কোন সুযোগ নেই। তাই বিদ্যমান আইন কাঠামোর মধ্যে ইসলামী শরী'আহর অনুসরণ এক কথায় দুঃসাধ্য। যেগুল সমস্যার ইসলামী ব্যাংকিং বাধ্যগ্রস্ত সেই একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হবে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলিকেও। বরং আরও বেশীই। কারণ বীমার জন্যে আলাদা আইন কার্যকর। উপরন্তু বীমা কোম্পানীগুলি তাদের অর্থ বিনিয়োগের জন্যে ব্যাংকের উপর দারুণ নির্ভরশীল। এজন্যেই উচিত হবে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলির সম্বলিত ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার জন্যে জোরদার তৎপরতা চালানো। বাংলাদেশ ব্যাংক বা প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রকের দণ্ডের আশ্বাস বা অনুমতি পত্র এজন্যে নির্ভরযৈগ্য কোন দলীল নয়, দেশের আদালতে তা গ্রাহ্য হবে না। উপরন্তু শরী'আহ কাউন্সিলগুলি এজন্যে কতদিন 'বিশেষ বিবেচনায়' 'পরিস্থিতির আলোকে সাময়িক অস্থায়ী অনুমতি' ইত্যাদি আকারে অনুমোদন বা ছাড়পত্র দিয়ে যেতে পারবে তাও বিবেচ্য।

নবমতঃ নতুন এই বীমা পদ্ধতির বিকাশ ও সাফল্য, বিশেষ করে এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে এর শরী'আহ কাউন্সিলগুলির ক্ষমতা ও তৎপরতার উপর। শরী'আহ কাউন্সিলগুলি যদি শুধুই পরামর্শকের ভূমিকায় থাকে, তাহ'লে সম্ভাবনা রয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের বিজ্ঞপ্তি পরিকল্পনা অনুসারে বা সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এমনও হ'তে পারে শাখা পর্যায়ে যেসব অনিয়ন্ত্রিত ও জটিল ঘটবে সেসব আদৌ শরী'আহ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের পক্ষেও সকল শাখায় সরেজমিনে সকল কাগজপত্র ও লেনদেন কার্যক্রম পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে এই কাজটি করবেন মুরাকিবগণ। 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এই প্রক্রিয়াই এখন অনুসরণ করছে। শুরুতে এই ব্যবসা তাদেরও ছিল না। পরবর্তীকালে শরী'আহ কাউন্সিলের প্রবল চাপেই তারা মুরাকিব (পর্যবেক্ষণ) নিয়োগ ও তাদের মাধ্যমেই শাখাগুলির শরী'আহ অভিট কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্যগণ দেশের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির শরী'আহ পরিচালনের নিশ্চয়তা তথা গ্রহণযোগ্যতার ছাড়পত্র। সুতরাং এই সার্টিফিকেটটি যেন যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়। শরী'আহ কাউন্সিলও মাঠ পর্যায়ের হাল-হকীকত জেনে এবং বাস্তবেই অফিসাররা শরী'আহর বিধি যথাযথ অনুশীলন করছেন কি-না তা পরখ করেই যেন তাদের মূল্যবান সার্টিফিকেটটি দেন। তা না হ'লে সম্ভু সর্বনাশ নিশ্চিত। একদিকে শরী'আহর বরখেলাপ ঘটবে, অন্যদিকে এরই বক্তৃ পথে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তবে এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্যে শরী'আহ বোর্ডের ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়কের। তাদের অনুমোদন না হ'লে কোন কাজই করা যাবে না এমন ক্ষমতা বোর্ডকে পেতে হবে। উর্বরতন অফিসার নিয়োগ হ'তে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কর্মী বাছাইয়ে যেমন তাদের মতামত বা সুপারিশ থাকতে হবে তেমনি প্রতিটি ক্ষীম গ্রহণ ও বাস্তবাবলম্বন, বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ, আয়ের বৈধতা নিরূপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকতে হবে। তবেই তাকাফুল কর্তৃপক্ষ শরী'আহ পালনে নাধ্য হবে। দেশবাসী ও কৃতজ্ঞ থাকবে কাউন্সিলের কাছে। সবশেষে যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ নয় দেবার জন্যে তৎপর হওয়া উচিত সেটি হ'ল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই নিম্নবিভিন্ন ও ভূমিহীন ক্ষয়ক্ষতি এবং একই সঙ্গে পল্লবাসী। এদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান তথা ভাগ্য উন্নয়নই হওয়া উচিত আমাদের সকল কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু। কারণ সারিদ্য মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যাব। একমাত্র উপর্যুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু গোটা পরিবারটিকেই ঠেলে দেয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এই অবস্থার প্রতিবিধানে ইসলামী তাকাফুল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অবশ্য এ জন্যে চাই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও যথাযথ কর্মদোষেগ প্রযুক্তি। এই কাজে অংশগ্রহণের উদ্যোগ বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না থাকলে তেলো মাথাতেই তেলো দেওয়া হবে, দুরিদ্র এবং সবচেয়ে যাদের প্রয়োজন তাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। ফলে জাতি হিসাবে আমরা দুর্বল ও পশ্চাত্পদাহ রয়ে যাব। এজন্যেই আল-কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে 'এবং তাদের (বিশুণালীদের) সম্পদে হচ্ছ রয়েছে বধিত ও যাচ্ছাকারীদের' (জারিয়াহ ১৯)। এরই আলোকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে হাসি ফেটাবার জন্যে তাকাফুলের মত একটি চমৎকার পদ্ধতিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেই কৌশল উন্নয়ন এখন সময়ের দায়ী। এই উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আমরা রাবুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি।

মাসিক আত-তাহরীক দ্বাৰা প্রকাশিত আত-তাহরীক দ্বাৰা প্রকাশিত

## নবীনদের পাতা

### মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রষ্টিতে

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাশীর\*

মহাঘৃত আল-কুরআন এমনি এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান, বিংশ  
শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানও যাকে নিয়ে গবেষণা করতে  
গিয়ে বিস্ময়ে বিমৃঢ় হয়ে যায়। কারণ আল-কুরআনের  
একটি বাক্যও অহেতুক নয়। এর প্রতিটি বাক্য নিয়ে  
বিজ্ঞানীরা যতই গবেষণা করছেন, ততই তাদের বিজ্ঞানের  
অংগতি ও সুফল বয়ে আনছে। নতুন নতুন জ্ঞানের রহস্য  
উন্মোচিত হচ্ছে। তাইতো কবি ইমাম বুঁইয়ী (রহঃ)-এর  
'কাহীদায়ে বুরদা'র চৰণ দু'টি বার বার মনে পড়ে যায়-

دامتْ لَدِيْنَا فَقَاتْ كُلُّ مُعْجَزَةٍ

مِنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جَاءُتْ وَلَمْ تُدْمَ

'সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব

শ্রেষ্ঠ এ যে সব মো'জেয়ার

শেষ হয়েছে সব মো'জেয়া

হবে না শেষ মো'জেয়া তাঁর'।<sup>১</sup>

মহাঘৃত আল-কুরআন বিজ্ঞানকে সফলভাবে পথনির্দেশনা  
দিয়ে আসছে। কুরআনে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন  
বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে মায়ের  
দুধও একটি। দুধ সম্পর্কে আল-কুরআনে যেমন বৈজ্ঞানিক  
আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তেমনি দুধের অপরিসীম  
গুরুত্বের বর্ণনা দিয়ে বিশ্বানবতার মুক্তির দৃত হয়েরত  
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসংখ্য মুখ্যনিঃস্ত বাণী স্বর্ণক্ষেত্রে  
বিভিন্ন হাদীছহন্দে সংরক্ষিত আছে। আধুনিক বিজ্ঞান  
গবেষণা করে সেগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অনেক  
বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ধার করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মাত্তুদুর্ফ  
সহ চতুর্স্পদ জৰুর দুর্ফ যেমন- গুৰু, ছাগল, মহিষ

ইত্যাদির দুর্ফ সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ ও আধুনিক  
বিজ্ঞানের দ্রষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার প্রয়াস পার  
ইনশাআল্লাহ!

#### মাত্তুদুর্ফ সম্পর্কে আলোচনা:

"All babies need milk. Milk is their first food and mother's milk contain everything for them. Very young babies must drink their mother's milk".

অর্থাৎ 'সব শিশুর দুধের প্রয়োজন। দুধ তাদের প্রথম খাদ্য এবং মায়ের দুধে তাদের জন্য সবকিছুই থাকে। খুব ছোট শিশুরা অবশ্যই তাদের মায়ের দুধ পান করবে'।<sup>২</sup> মহাঘৃত আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে মাত্তুদুর্ফ দান ও মাত্তুদুর্ফ পানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

والوالدات يرعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة-

'এবং মায়েরা নিজের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান  
করাবে। যদি পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে চায়' (বাক্তুরাহ ২৩৩)। উল্লেখিত আয়াতাংশে দুর্ফপোষ্য শিশুকে দুর্ফদানের  
প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য  
আয়াতেও দুর্ফপোষ্য শিশুকে স্তন্য দানের হালকা ইঙ্গিত  
করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তার মা কষ্ট স্বীকার করে  
তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং  
তার অস্তঃসন্তা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ৩০  
মাস লেগে গেছে' (আহকাফ ১৫)। এ আয়াতের শেষাংশে  
দুধ পানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বীয় সন্তানকে দুধ  
পানের প্রথাটি মহান আল্লাহ কর্তৃক হাস্যার হাস্যার বছর  
পূর্বের নির্ধারিত বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি মূসার  
মাকে নির্দেশ দিলাম তাকে (মূসাকে) দুধপান করাও' (কাহাচ ৭)। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইহা  
বহু পুরাতন প্রথা। যা হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেও  
কার্যকর ছিল। মূলতঃ ইহা মানবসৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই  
চলে আসছে।

#### মাত্তুদুর্ফ পানে শিশুর উপকারণ:

মাত্তুদুর্ফ পানে শিশুর জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকার, যা নেই  
গরু কিংবা কৌটাৰ দুধে। যে তাপমাত্রায় বাচ্চার শরীরের  
সহজেই এই দুধকে গ্রহণ ও কাজে লাগাতে পারে, বুকের  
দুধ ঠিক সে তাপমাত্রায় পাওয়া যায়। বাচ্চা যখন মায়ের  
দুধ খাওয়া শুরু করে, তখন প্রথম চোটেই তার ত্যও মিটে  
যায়। কারণ প্রথম দিকের দুধে পানির পরিমাণ বেশী  
থাকে, চৰ্বি জাতীয় পদাৰ্থ কম থাকে। শীঘ্ৰের ভীষণ গরমে

\* আলীম ২য় বৰ্ষ, আল-মাবকায়ল ইসলামী আস-সালাহী, নওদা পাড়া, বাজশাহী।

১. মূলতঃ ইমাম বুন্দীয়া (রহঃ), কাব্যবুন্দী রহস্য আমীন খা, কাবীদা-ই-  
বুরদা (ঢাকাঃ) মদিনা পাবলিকেশন্স, হিন্দীয় সংক্রান্ত (মে ১৯৯৮), পৃঃ ৪৩।  
অনুরূপই মন্তব্য করা হচ্ছে 'কমপিউটার ও আল-কুরআন' গুৰুত্বে,  
যেমন- 'পৰিত্র কুরআনের একটি বৰ্ণনাও একপ নেই, যাৰ কোন একটি  
অংশের উপর আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্ট পথবরে কেন্দ্ৰীক হস্তক্ষেপ কৰা  
যায়'। -এই তাঁ বৰ্ণনাকৰ আল-কুরআন, এ (ঢাকাঃ) কোরআন শৰীফ রিসার্চ  
সেন্টাৰ, ফেডেৰেশনী ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৫৮।

২. মোহাম্মদ হোসাইন আলী, কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও চলনা (চাপাই  
নবাবগঞ্জঃ) কিশোর লাইব্ৰেরী, ৮ মুহূৰ্ত (জানুয়াৰী ১৯৯৭), পৃঃ ২৯৮।

মাসিক আত-তাহরীক তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

শিশুর শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া পানি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব মায়ের দুধ সহজেই পূরণ করতে পারে।

এই দুধ একেবারে জীবাণু মুক্ত থাকে যদি মা পরিচ্ছন্নতা মেনে চলেন। অপবিচ্ছন্ন স্তন ও তার বেঁটা থেকে জীবাণু দ্বারা দুধ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু দুধ বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চা তা পান করে ফেলে বলে জীবাণু যদি এতে এসেও পড়ে, তবেও তা বংশ বিস্তারের সুযোগ পায় না। তাই মায়ের দুধ প্রকৃতই জীবাণু মুক্ত।<sup>৩</sup>

শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীবাণু ধ্বংসকারী ল্যাকটোফেরিন, লাইসেজাইম মায়ের দুধে বিদ্যমান। ল্যাকটোফেরিন কেনডিভা, এলবিকেনস জাতীয় ফাংগাস ও ইকেলাই, সিগেলা জাতীয় জীবাণুর বিস্তৃতি প্রতিক্রিয়া করে।<sup>৪</sup> মায়ের দুধে প্রথমেই যে রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য থাকে তার নাম 'ইয়ুনো গ্লোবিউলিন-এ'। সন্তান প্রসবের পর গাঢ় এবং হলুদ রঙের যে দুধ মায়ের স্তন থেকে বের হয়ে আসে তাতে বেশীর ভাগই থাকে আমিষ। আর এ আমিষের শতকরা ৯৭ ভাগই 'ইয়ুনো গ্লোবিউলিন-এ'। এটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য।<sup>৫</sup> তাছাড়া মায়ের দুধে থাকে পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্রেরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এসিড, হিটিডিন, লিউসিন, ফ্রিগনিন প্রভৃতি পদার্থ। বিধায় মায়ের দুধ যেমন উপাদেয় তেমনি উপকারীও বটে।<sup>৬</sup> গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মায়ের দুধ যে শুধু স্বাস্থ্য, পৃষ্ঠি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নয়। উপরন্তু মায়ের দুধ শিশুদের বৃদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ায়।<sup>৭</sup>

### দুর্ভাবনে মায়ের উপকারণ:

মাতৃদুধ পানে যেমন শিশুর অনেক উপকার আছে, তেমনি দুর্ভাবনে মায়েরও বহুবিধ উপকার রয়েছে। যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করান তাদের জরায় খুব তাড়াতাড়ি গৰ্ভধারণের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে তলপেটের থলথলে তার সহজেই চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ গৰ্ভধারণের সময় শরীরে যে চর্বি জমা হয়, তা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে নিঃশেষ হয়ে যায়। সম্মিলিতভাবে তা মায়ের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। দুর্ভাবনারত মায়েদের প্রসব পরবর্তী স্বাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়।<sup>৮</sup>

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর বুকের দুধ পান করানোর পরই মায়ের শরীরে দ্রুত গতিতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে। এছাড়া মায়ের পূর্বেই ভূমিষ্ঠ শিশুর দুর্বলতাও মাতৃদুক্ষেই দূর হয়ে যায়।<sup>৯</sup> যেমন মায়ের দুধপানকারী শিশুদের উদরাময়, ঝুঁ ও চর্মরোগ হয় না। তেমন নিয়মিত দুধপানকারী মায়ের স্তন ক্যাসারের সন্তানবন্ধাস পায়।<sup>১০</sup> যে শিশু নিয়মিত মায়ের বুকের দুধ পান করে ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে, সে শিশু এবং দুর্ধ প্রদানকারী মা অনেক রোগ থেকে বেঁচে থাকে। এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত।

### উভয়ের মাঝে হৃদ্যতাঃ:

মাতৃদুধ দানে শিশুর প্রতি মায়ের একটা মমত্বোধ সৃষ্টি হয়। শিশু তার মায়ের দুধ পান করলে মায়ের বুকের উষ্ণতা অনুভব করে। ফলে ছোট থেকেই মায়ের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয়। মনেবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের মতে, যখন মা তার শিশুকে দুধ পান করান, তখন দুধের সাথে অনুভূতিহীন তরঙ্গ ও স্পন্দন ও তরঙ্গই শিশু ও মায়ের মধ্যে ভালবাসা, মেহ-মমতা, আত্মিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণ হয়।

চিন্তা করুন! যে মা শিশুকে দুধ পান করান না, বরং কৃত্রিম দুধ অর্থাৎ কৌটার দুধ (সাদা বিষ) পান করান, সেবিকা ও আয়া দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে একদিন সে বড় ও যুবক হয়ে যায়। অথচ মায়ের মিষ্টি দুধ পান করে না, তার মায়া-মমতা লাভ করে না, মায়ের কোলের উষ্ণতা অনুভব করে না, এমন বাচ্চার নিকট থেকে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের আশা কিভাবে করা যায়?<sup>১১</sup>

৩. ডাঃ উবাইদ মুহসিন, কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে (চাকাঃ গ্রহচক্র, দ্বিতীয় সংক্রণঃ নভেম্বর ১৯৯৩), পৃঃ ১১।

৪. ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ (চাকাঃ কামিয়া লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯), পৃঃ ৩১।

৫. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১১। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞাতার কারণে অনেক মা-ই সে দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর মনে করে গেলে ফেলেন, যা অবচিত্ত। কারণ তা রোগ প্রতিরোধক বলে ডাক্তারদের কাছে বিবেচিত। ডাঃ উবাইদ মুহসিন আক্ষেপের সাথে বলেন, 'মাতৃদুধ পানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থার আরও দুটি দিক আছে। একটি প্রসব পর্বতী গাঢ় হৃদ বর্ণের দুধ বা শাল দুধ গেলে ফেলে দেওয়া হবে। আর কান্দন দুধ খাওয়াতে হবে, কান্দন শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে, কোন সময় থেকে পরিপূর্ণ খাদ্য দিতে হবে সে ব্যাপারে অনেকের মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে।'-এ, পৃঃ ১০।

৬. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।

৭. মাসিক প্রকাশনা, চাকাঃ ১৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৯, পৃঃ ২।

৮. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১২।

৯. মূলঃ আলামা ইউসুফ ইসলামী, অন্বনাদঃ আবদুল কানের, মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার (চাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ইং), পৃঃ ১০২।

১০. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১২।

১১. বাইবেল রহমান, সুন্নাতে রাসল (ছাপ), ও আধুনিক বিজ্ঞান (চাকাঃ আল-কাউফার প্রকাশনী, ১৪০২ ইজৰী), পৃঃ ৩২।

মাসিক আত-তাহরীক দ্বাৰা সংৰক্ষিত আত-তাহরীক মে বৰ্ষ তত সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দ্বাৰা সংৰক্ষিত আত-তাহরীক দ্বাৰা সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দ্বাৰা সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দ্বাৰা সংখ্যা।

যে মা শিশুকে নিজের বুকে নিয়ে দুধ পান কৰায় সে শিশু দুধ পান ছাড়াও মায়ের নিকটে হেফায়তের অনুভূতি লাভ কৰে। আৱ এ অনুভূতি সারা জীবনই তাৰ জাগ্রত থাকে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাকে একজন ভাল মানুষ তৈৰী কৰে। দুধেৰ এ সম্পর্ক মা ও শিশুৰ মধ্যে আটুট বন্ধন সৃষ্টি কৰে। এ বন্ধন ও মায়া-মমতাৰ সম্পর্ক বাজারে অয়েৱে বস্তু হ'তে পাৰে না। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞৰা বলে থাকেন, এ রোগেৰ (হৃদোৱেগ) বৰ্ধিত সংখ্যাৰ অন্যতম কাৱণ হ'ল আজকাল মানুষ মাতৃস্নেহ থেকে বাধ্যত। আধুনিক সভ্যতা মা ও শিশুৰ মধ্যে এক কৃত্ৰিম প্ৰাচীৰ খাড়া কৰেছে। কাঁচেৰ বা প্লাষ্টিকেৰ জীবনহীন বোতল এবং তাতে ভোৱা পশুৰ দুধ মা'ৰ নৱম বাহ ও সবাদিক থেকে পূৰ্ণ দুধেৰ বিকল্প হ'তে পাৰে না। উপৰন্ত দুধ পান কৰানোৰ সময় মা যে প্ৰশান্তি লাভ কৰেন তাৰ কোন জৰাব হয় না।<sup>১২</sup>

মায়েৰ সাথে শিশুৰ যে অসাধাৰণ সম্পর্ক ও গভীৰ ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাৰ প্ৰধানতম কাৱণ হ'ল দুধ। যেসব মা শিশুদেৱকে নিজেৰ দুধ পান কৰান না তাৰা সন্তানেৰ জন্য সে আকৰ্ষণ অনুভব কৰেন না, যা শুধু দুধ পান কৰানোৰ কাৱণেই সৃষ্টি হয়। যদি তাৰা সন্তানদেৰ সম্পর্কে সম্পৰ্কহীনতা ও শীতল সম্পর্কেৰ অভিযোগ উপাগন কৰেন তাৰ'লে সে জন্য তাৰাই দায়ী। কাৱণ সন্তানদেৰ জীবনেৰ প্ৰথম দু'বছৰে তাৰা উৎস্তু বুকে লাগিয়ে যখন স্নেহ-ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্ক সম্ভীৰ্ণত কৰেননি, তখন স্বাভাৱিকভাৱেই পৱিণ্টি এ হবে।<sup>১০</sup> মাতৃদুৰ্ফ পানে মাতা ও সন্তানেৰ মাবে আলাহ প্ৰদণ যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, কৃত্ৰিম দুধে তা কখনই সম্ভব নয়।

### মাতৃদুৰ্ফ ও অন্যান্য দুধেৰ পাৰ্থক্যঃ

অনেকে শিশুকে গুঁড়ো দুধ খাওয়ান, যা ঠিক নয়। গুৰু ও গুঁড়ো দুধেৰ চেয়ে পুষ্টি উপাদান মায়েৰ দুধে বেশী। যা পুষ্টি বিজ্ঞানীদেৰ গবেষণানুযায়ী প্ৰাপ্ত। মৌচে প্ৰতি ১০০ গ্ৰাম খাদ্যোপযোগী বিভিন্ন রকম দুধে পাওয়া পুষ্টিমান তুলে ধৰা হ'ল।<sup>১৪</sup>

| পুষ্টি উপাদান          | মায়েৰ দুধ | গুৰুৰ দুধ | গুঁড়ো দুধ |
|------------------------|------------|-----------|------------|
| খাদ্য শক্তি (%)        | ৭৫         | ৬৬        | ৪৫-৬৮      |
| প্ৰোটিন (গ্ৰাম)        | ১.৫        | ৩.৫       | ১.৫-৩.৯    |
| চৰি (গ্ৰাম)            | ৮.৫        | ৩.৭       | ১.৫-৫.৮    |
| কাৰ্বোহাইড্ৰেট (গ্ৰাম) | ৬.৮        | ৮.৯       | ৮.৯-৯.৮    |

১২. মাতা পিতা ও সন্তানেৰ অধিকাৰ, পৃঃ ১০৫।

১৩. তদেৱ, পৃঃ ১৯।

১৪. মাসিক 'প্ৰেসক্রিপশন', ঢাকাঃ বৰ্ষ ৮, সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫।

|                           |      |      |         |
|---------------------------|------|------|---------|
| ডিটাইলিন 'এ' (আইডেই)      | ১৮৯৬ | ১০২৪ | ১৩৪-৩০০ |
| ডিটাইলিন 'সি' (মিলিগ্রাম) | ৪৩   | ১১   | ৫.৯     |
| কালসিয়াম (মিলিগ্রাম)     | ৩৪০  | ১৭০  | ১১০     |

দুৰ্ফ পানকালে মায়েৰ বুকেৰ দুধ ব্যতীত শিশুৰ জন্য আৱ কোন উৎকষ্ট, উপযোগী ও বিশুদ্ধ খাদ্য নেই। ভেড়া ও বকৰীৰ বাচ্চার জন্য গাভী ও মহিয়েৰ দুধ ততটা উপযোগী নয় যতটা উপযোগী স্ব স্ব শ্ৰেণীৰ মায়েৰ দুধ। তাই প্ৰবাদ বাক্যেৰ মত কথাগুলি চোখেৰ সামনে জুলজুল কৰে ভেসে উঠে-

"Many people do not give their babies mother's milk. They think that cows milk is as good as mother's milk. But they wrong. Calves and babies are not the same. They are different. They need different milk. Cows milk is good for calves. Mother's milk is good for babies." অৰ্থাৎ 'অনেক লোক তাদেৱে শিশুদেৱে মায়েৰ দুধ দেয় না। তাৰা মনে কৰে গাভীৰ দুধ মায়েৰ দুধেৰ মতই ভাল; কিন্তু তাৰা ভুল কৰে। বাচ্চুৰ আৱ শিশু এক নয়। জাতিতে ভিন্ন। তাদেৱে ভিন্ন দুধেৰও প্ৰয়োজন। গাভীৰ দুধ বাচ্চুৰেৰ জন্য ভাল আৱ মায়েৰ দুধ শিশুৰ জন্য ভাল'।<sup>১৫</sup> চতুৰ্পদ জন্মদেৱে দুধ কখনই শিশুৰ জন্য মায়েৰ দুধেৰ মত উপকাৰী হ'তে পাৰে না।

### শিশুৰ জন্য গুঁড়ো দুধ ক্ষতিকৰণঃ

ইংল্যাণ্ডেৰ স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিৰাপত্তা বিভাগেৰ বিশেষজ্ঞদেৱে অভিমত হ'ল রাসায়নিক ও তড়িৎ রাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়ায় যে গুঁড়ো দুধ তৈৰী কৰা হয়, তাতে পৱিচিত ও অপৱিচিত অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। যা কোনভাৱেই পুৱণ কৰা সম্ভব নয়। টিনেৰ দুধে যেসব উৎপাদানেৰ কথা বলা হয় অনেক ক্ষেত্ৰেই সেগুলি অপ্ৰয়োজনীয় ও ক্ষতিকৰণ বলে প্ৰমাণিত হয়। ফলে শাৰীৰিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিশুৰ আক্ৰমণ ও বাধাৰ্থত হয়। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'ৰ এক তথ্যে প্ৰকাশ, বোতলেৰ দুধ অৰ্থাৎ কোটাজাত গুঁড়ো দুধ খাওয়াৰ ফলে প্ৰতি বছৰ অস্ততঃ ১০ লাখ শিশু মারা যায়। ১৯৮৬ সনে চেৱনোবিল পারমণবিক দুৰ্ঘটনাৰ ফলে গুঁড়ো দুধেৰ তেজক্ষিয়তাৰ ফলে মানব দেহে (কোটাৰ দুধ গ্ৰহণে অভ্যন্ত এমন) দেখা যায় নানা রকম ভয়ঙ্কৰ সমস্যা। যেমন- চোখে ক্যাটোৰাষ্ট দেখা দেওয়া, তুক্ৰেৰ পৱিবৰ্তন, রক্ত গঠনেৰ কোষগুলি ধৰ্বস হওয়া, বাচ্চা হৃষ্ণুন, সুদ্রান্ত ও বহুদায়িত্বেৰ উপৰ আলাদা প্ৰলেপ পড়া, বিকলাস শিশুৰ জন্য হওয়া, মৃত বাচ্চা প্ৰসব, ক্যান্সাৰ প্ৰভৃতি। গুঁড়ো দুধেৰ মাধ্যমে বাড়তি তেজক্ষিয় পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰা আমাদেৱে

১৫. কিশোৰ বাংলা ব্যাকৰণ ও রচনা, পৃঃ ২১৯।

আত-তাহরীক দেশ বর্ষ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক দেশ বর্ষ সংখ্যা।

মোটেই উচিং নয়। গুঁড়ো দুধের চেয়ে পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে বেশী। যা পুষ্টি বিজ্ঞানীদের গবেষণানুযায়ী প্রাপ্ত।<sup>১৬</sup> উল্লেখ্য, গুঁড়ো দুধ সর্বপ্রথম উৎপাদিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের 'নেসলে' কোম্পানীতে ১৮৬৬ সালে।

তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই 'সাদা বিষ'<sup>১৭</sup> অর্থাৎ পাউডার দুধের চাহিদা যথেষ্ট হারে বেড়ে গেছে। এমনকি যে সকল দুধ ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে অবৈধ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধও ঘোষণা করা হয়েছে, সে সকল দুধ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খোলা বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে।<sup>১৮</sup> অতিরিক্ত তেজক্রিয় ছাড়াও আমাদের দেশে আমদানীকৃত গুঁড়ো দুধের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মতামত হচ্ছে, এই দুধ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অতিরিক্ত গুঁড়ো দুধ খাওয়ার ফলে এ ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী বেড়ে যায়। শিশুকে গুঁড়ো দুধ বেশী খাওয়ানো হ'লে শিশুর উদরাময় রোগ বেশী হয়। গুঁড়ো দুধে যেসব উপাদানের নাম উল্লেখ থাকে তার অধিকাংশই উল্লেখিত পরিমাণে থাকে না। তাছাড়া শিশুর জন্য অত্যাবশ্যক জীবাণু ধূসকারী ল্যাকটোফেরিন, ইমিউনিগ্লোবিউলিস, লাইসোজাইম প্রভৃতি গুঁড়ো দুধে থাকে না। ফলে উদরাময় ছাড়া শিশুর স্বাস্থ্যের অন্যান্য দিকের জন্যও এটা ক্ষতিকর।<sup>১৯</sup> মায়ের দুধ শিশুর জন্য যেরূপ উপকারী, গুঁড়ো দুধ সেরপ উপকারী নয়। বরং ক্ষতিকর। বিধায় ইহা পরিযাগ করা অপরিধার্য।

সর্বোপরি বলা যায় যে, সন্তানকে বুকের দুধ পান করালে শারীরিক, মানসিক ও আঘাত সর্ববিষয়ে সুফল পাওয়া যায়। মা ও শিশুর মাঝে গভীর ভালবাসা ও মায়া-মতা সৃষ্টি হয়। যা মা ও সন্তানের ভালবাসার বক্ষনকে সারা জীবন অটুট রাখে। পক্ষান্তরে গভী বা ক্রিয় উপায়ে প্রস্তুতকৃত দুধ পান করালে সন্তানের প্রতি মায়ের তেমন স্বেচ্ছ-ভালবাসা জন্মে না, যতটুকু জন্মে বুকের দুধ খাওয়ালে। অনুরূপ মায়ের প্রতিও ছেলের শুদ্ধাবোধ জাগে না, যতটুকু জাগে স্ফুর মাতার স্তন পান করলে। আজ অনেক মাতা স্বীয় রূপ, লাবণ্য, যৌবনের উদ্দীপনা ও সৌন্দর্যকে চিরকাল অক্ষুণ্ন রাখার মানসে সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ায়ে কেটার দুধ (সাদা বিষ) খাওয়ায়ে থাকেন। এটাই কি কথিত সভ্য যুগের আধুনিক সভ্যতা? মাতাদের এ বিশ্বাস রাখা একেবারে অমূলক ও ভ্রান্ত। যা

১৬. মাসিক 'প্রেসক্রিপশন', পৃষ্ঠ ৩৫।

১৭. বর্তমানে সকল বিশ্বজগণ টিনজাত দুধকে 'সাদা বিষ' নামে অভিহিত করে থাকেন। দ্রুত সুনাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃষ্ঠ ৩৩০।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠ ২৭৬।

১৯. মাসিক 'প্রেসক্রিপশন', পৃষ্ঠ ৩৫।

বিজ্ঞানীরা পরেষণা করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ অভ্যাস পরিযাগ করে স্বীয় সন্তানকে নিজের বক্ষ নিঃসৃত দুধ খাওয়ানো উচিং।

## শুভেচ্ছা

পরিব্রহ্ম স্টেডল ফিতর উপলক্ষে 'আত-তাহরীকের সকল প্রাইক ও শুভাকাঞ্জিদের আমরা আত্মরিক শুভেচ্ছা জানায়।

শুভেচ্ছাতে,

মসজিদ কমিটি ও মুছলী বৃন্দ

বানাইপুর আহলেহানীছ জামে মসজিদ

(তাওহাইদ ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক নির্মিত)

বানাইপুর, পোঃ হাট গাঙ্গেপাড়া

বাগমারা, ঢাকা

## ভর্তি চলছে ॥

## ভর্তি চলছে ॥

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা

শুকুলপত্তি, নাটোর

আধুনিক শিক্ষার সমষ্টিয়ে কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রমসহ

হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ এ

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে..... আসন সংখ্যা সীমিত

শিশু শ্রেণী হতে ৪ৰ্থ শ্রেণী পর্যন্ত (আবাসিক-অনাবাসিক)

পরবর্তী বছর হতে ক্রমাবয়ে শ্রেণী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষা শুল্কপ্রে লেখা ও পড়া ছাড়াও কথোপকথনের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, অংক, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইলমে কেরাত, শরীর চর্চা, ইসলামী সঙ্গীত, ড্রাইং ও অন্যান্য বিষয়ে, বিষয় ভিত্তিক যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান কার্যপরিচালিত।

ক্ষেত্রে আবাসিক ছাত্রদের থাকা ও থাবার সুব্যবস্থা আছে।

ক্ষেত্রে আবাসিক ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা আছে।

• ভর্তি ফরম দেয়া হবেও ২২ ডিসেম্বর হতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

• ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১, সময়ঃ সকাল ১১-টায়।

• ভর্তির তারিখঃ ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর (অফিস চলাকালীন সময়ে)

• ক্লাস শুরুঃ ০১ জানুয়ারী ২০০২।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানা হতে প্রস্পেক্টস সংগ্রহ করুন।

অধ্যক্ষ

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা

শুকুলপত্তি, নাটোর

মাসিক আত-তাহীক ৫ম বর্ষ ত্যো সংখ্যা, মাসিক আত-তাহীক এবং সর্ব ত্যো সংখ্যা, মাসিক আত-তাহীক ৫ম বর্ষ ত্যো সংখ্যা

## ॥ সামাজিক ব্যবাদ ॥

সার

চক্র দ্বারা

চূড়ান্ত ও

কলম

তাহীক

জন্মে

সেই

স

তাহীক

ওভেচ্ছা

এ

৭।

ত-

ক

প্রকাশনা, মাজুরু

## চৈতান্য প্রকল্পনাটা ॥

এ যু

ন

কষ্টস্বর

এর

সকল

ন্তর

জন্ম ক

ন্ত

স্টুলি

প্রকাশনাটা

### মসজিদ কমিটি ও মুছলী বৃন্দ

হরিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ

(তাওহীদ ট্রাস্ট ঢাকা কর্তৃক নির্মিত)

হরিপুর, পোঁঃ হাট গাঁসোপাড়া

বাগমারা, রাজশাহী।

## চিকিৎসা জগত

### হেলথ টিপস

### ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় রসুন

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় রসুন হ'তে পারে চমৎকার ঔষধ। এছাড়া ক্যাপ্সারে আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধেও তা গড়ে তুলতে পারে শক্ত প্রতিরোধ। আটলাটায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রিপিকাল মেডিসিন' এও হাইজিন' ৫০তম বার্ষিক সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোর গবেষকগণ এব্যাপারে এক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপক ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং প্যাথবায়োলজির সহকারী অধ্যাপক ইয়ান ক্র্যান্ডল বলেছেন, গবেষণায় দেখা গেছে রসুন খেলে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় পড়ে ইতিবাচক প্রভাব। রসুনসহ পিয়াজ এবং মেহগনি গাছে প্রকৃতগতভাবে পাওয়া যায় ডাইসালফাইড যা ফাংগাস, ক্যাপ্সার এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই ডাইসালফাইড ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধেও কার্যকর বলে পশুর উপর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ক্র্যান্ডল এবং তার সহকর্মীরা এই ডাইসালফাইড কি করে এ কাজ সম্পাদন করে তা নিরপেক্ষ গবেষণা চালিয়ে যায়। তারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ১১ প্রকার ডাইসালফাইড দিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধারা আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধে এদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। ক্যাপ্সার কোষের বিরুদ্ধেও এ পরীক্ষা করা হয়। ক্যাপ্সার কোষ নির্মূলে যেসব ডালসাইফাইড কার্যকর হলে প্রমাণিত হয়েছে তার সবগুলো অবশ্য ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি। কোষে থাকা পুটাথিয়ন সিষ্টেমই মূল চালিগশ্চিতি বলে ক্র্যান্ডল মনে করেন। যে সব কোষ খুব দ্রুত তৈরি হয় যেমন ক্যাপ্সার কোষ বা ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত কোষের (ক্ষত্রে এই পুটাথিয়ন সিষ্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ)। এই সিষ্টেমে পুটাথিয়ন রিডিউসড হয়ে কোষে শক্তি হিসেবে জমা থাকে। প্রকৃতিগতভাবে রসুনে পাওয়া ডাইসালফাইড 'এজো ন' এই পুটাথিয়ন রিডাকশনে বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ভাবিক অবস্থায় একে ব্যবহার করেই কোষ ব্রক্ষি পায়। 'এ জানে' থাকার ফলে এ পদ্ধতিতে বাধার সৃষ্টি হয় বলে রোগের চারাগণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হ। ক্র্যান্ডল আশা প্রকাশ করে বলেছে, এই ডাইসালফাইড প্রবিষ্যতে ম্যালেরিয়া তো অবশ্যই নেকে ক্যাপ্সারের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হবে।

### কমলার জুস ঝুকি কমায় হৃদরোগের

কমলার জুস ব্রামাতে পারে হৃদরোগের ঝুকি। কানাডার এক গ্রন্থাগার দেখা গেছে, কমলার জুস হাই ডেনিসিটি লিপোডেটিন (এইচডিএল)-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা কিনা সুস্থান্ত্রের জন্য খুবই প্রয়োজন। গবেষকগণ দেখেছেন সংগ্রহে একদিন করে চার দিন কমলার জুস খেলে এইচডিএল বা ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় ২১ শতাংশ। গবেষণা পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরও

দেখা গেছে এ মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত পৌছেছে ২৭ শতাংশ পর্যন্ত। গবেষকরা ধারণা করছেন কমলায় থাকা হেসপেরিডিনের কারণেই ইচ্চিএল'র মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। অতএব সঙ্গাহে একদিন কমলার জুস পান করুন, হৃদয়ের থেকে দুরে থাকুন।

ପୁରୋନୋ ତେଲେ ଭାଜା ଖାବାର ଖାବେନ ନା

ହୋଟେଲେ ଚୁକେ ଚା ଖାବାର ପାଶାପାଶି ପୁରି, ମିଙ୍ଗରା ଖାଓୟା  
ଆମାଦେର ଅନେକେରଇ ଅଭ୍ୟାସ । ତେଳେ ଭାଜା ଖାବାରେର ପ୍ରତି  
ଏମନିତେଇ ଅନେକେ ଦୁର୍ବଳ । କିନ୍ତୁ କଖନାନ୍ ଆମରା ଭେବେ ଦେଖିନା,  
ଯେ ତେଳେ ଭାଜା ହଚ୍ଛେ ତା କତୋଟା ପୁରୋନୋ ।

আপাতদৃষ্টিতে খাবার সুস্থান হ'লেও পরবর্তীতে ঐ তেল আপনার ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই তেল ধৰ্মনীৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ শক্তিহুস কৰে। যাতে কৰে দেখা দিতে পারে আথেরোক্সেরোসিস নামক রোগটি। ফ্ৰেশ তেলে ভাজা খাবার থেলে অবশ্য তেমন কোন সমস্যা হয় না।

## হার্ট আটাকের কারণ

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় হার্ট অ্যাটাকের নতুন কারণ উদ্ঘাটিত  
গবেষকরা অনেকে দূর অগ্রসর হয়েছেন। তারা ১০৪৫ জন হার্ট  
অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখছেন যাদের রক্ত  
এপো বি প্রোটিনের মাত্রা বেশী এবং এপো-এ-১ প্রোটিনের  
মাত্রা কম তাদের দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা চারগুণ  
বেশী। এপো বি'র কাজ হ'ল কোলেস্টেরলনে ধমনীতে নিয়ে  
যাওয়া। আর এপো এ-১ এই কোলেস্টেরলনে ধমনী থেকে  
যকৃতে নিয়ে যায়। তারপর তা বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। এই  
সাইকেলের সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটলে শরীরে কোলেস্টেরলনের  
মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে সমান্বিতিক হারে বাড়ে হৃদরোগের  
রুঁকি। ইউনিভার্সিটি অব রোচেস্টারের গবেষকগণ বলছেন, যদি  
এমন কিছু ঘটে তবে ব্যায়াম এবং ওষুধের মাধ্যমে এ থেকে  
রক্ষা পাওয়া যায়।

## টাকের চিকিৎসায় আঙুলের বীচি

চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। মানসিকভাবে অনেকে ভেঙ্গে পড়েন। সৌন্দর্যহানির কথা ভেবে চিন্তার অন্ত থাকে না। এ থেকে বক্ষ পেতে হলে ডিহাইড্রোস্টেস্টেরনের বিকান্দে যুক্ত ঘোষণা করতে হবে। এতে জ্যো হ'লে চুল পড়াও বক্ষ হবে। এই হরমোন হেয়ার ফলিকল বৃক্ষের সাইকেলকে বাধা দেয়। গবেষণায় জানা গেছে, আঙ্গুরের বীচি এ ক্ষেত্রে হতে পারে সেরা অন্ত। জাপানের গবেষকরা ইন্দুরের উপর গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন এবং এর কার্যক্ষমতা বর্তমানে টাক চিকিৎসায় ব্যবহৃত মিনেক্সিডিলের মতোই। অতএব আপনিও খেয়ে দেখতে পারেন আঙ্গুর।

## গঞ্জের মাধ্যমে জ্ঞান

## ভাগ্যের পরিহাস

## -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান\*

এক সুখী দম্পতি সকাল বেলার খাবার খেতে বসেছে। বাড়ীর ফটকটি খোলা রয়েছে। এমন সময় একজন ফকীর আসল ভিক্ষা নিতে। খোলা পথে ফকীর স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া দেখতে পেল। তারা রুটি খাচ্ছিল। ফকীর একটি রুটি চাইল। কিন্তু তাকে রুটি তো দেওয়া হ'ল না, উপরন্তু অপমানসূচক কথা বলে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

সময়ের চাকা যেমন থেমে থাকে না তেমনি মানুষের অবস্থাও চিরদিন একরূপ থাকে না। সম্ভবতঃ এ কারণেই জগতে উত্থান-পতন লেগে আছে। ইংল্যাণ্ড এক সময় খুব দরিদ্র দেশ ছিল। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা জগতে শীর্ষস্থান দখল করতে সমর্থ হয়।

সুখী লোকটিরও ভাগ্যের পরিবর্তন দেখা দিল। কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সে এত ইন অবস্থায় পতিত হ'ল যে, আণাধিক প্রিয়তমা স্তীকেও সে ধরে রাখতে পারল না। কারণ রুক্ষা-রোয়গারের কোন পথই তার আর খোলা নেই। বাধ্য হয়ে সে তার স্তীকে তলক দিয়ে দিল।

অপৰদিকে কৃটি চাওয়া ফকীরের প্রতি আল্লাহ যেন খুবই প্রসন্ন হ'লেন। দিনে দিনে তার অবস্থার উন্নতি হ'তে লাগল। আল্লাহ'র লীলা-খেলা বুঝা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তালাকপ্রাণী মহিলাটির দ্বিতীয়বার বিবাহ হ'ল ঐ কৃটি চাওয়া ফকীরের সাথে। এখানে তার সাথে দিন কাটিল।

একদিন স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থেতে বসেছে, এমন সময় এক ফকীর এসে ভিক্ষা চাইল। ফকীর স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া দেখতে পেল। এরাও কঠিই খাচ্ছিল। ফকীর একটি কঠি চাইল। মহিলাটি ফকীরের দিকে তাকিয়ে অবোর নয়নে কাঁদতে শুরু করে দিল। কান্না কিছুটা প্রশংসিত হ'লে স্বামী স্ত্রীকে এরূপভাবে ব্যান্নার কারণ জিজেস করল। স্ত্রী বলল, ফকীর অন্য কেউ নয়, সে আমার প্রথম স্বামী। তার সাথে আমি দীর্ঘদিন ঘর করেছি। একদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এভাবে একসাথে খাচ্ছিলাম, এমন সময় এক ফকীর এসে ভিক্ষা চাইল। আমরাও সেদিন কঠিই খাচ্ছিলাম। ফকীর আমাদেরকে থেতে দেখে একটি কঠি চাইলে স্বামী তাকে কঠি না দিয়ে তিরকার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, তার এর প আচরণে আলাহ অসম্প্রত্যে হয়ে তাকে এই অবস্থায় ফেলে ছেন। তার এরূপ পরিণতির জন্য আমি কান্না রোধ করতে পারছিন। তখন স্বামী বলল, ‘আমিই ছিলাম সেই কঠি চাওয়া ফকীর।

\* ডাঃ রিপন বেগ

\* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ

## কৃপণ ও নিঃশ্ব

-মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম\*

অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে ছিল এক কৃপণ ব্যক্তি। ধন-সম্পদ ছিল তার অচেল। হঠাৎ একদিন কেপ্টাও যাওয়ার পথে তার একটা খলে হারিয়ে গেল। পথ চলার সময় এক নিঃশ্ব ব্যক্তি থলেটি পেলেন। গরীব হ'লে কি হবে লোক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহ ভীক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি খলের প্রকৃত মালিক এই কৃপণ ধনাচ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়ে তার টাকা তাকে ফেরত দিলেন। টাকা পেয়ে সে তো খুশীতে আটখান। হঠাৎ তার মাথায় চিন্তা চুকল যে, লোকটি যে এত কষ্ট করে থলেটি আমার কাছে পৌছে দিয়েছে তাই তাকে অবশ্যই কিছু ব্যর্থ দিতে হবে। কিন্তু কৃপণতাহেতু ব্যর্থ না দেয়ার জন্য সে কুটুম্বি আঁটল। নিঃশ্ব লোকটিকে অপবাদের স্বরে বলল, 'থলেটে তো ২০২০ দিরহাম ছিল। আপনি তা থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন। তাই আর কোন ব্যর্থ দিতে পারছিন। আপনার জন্য এই ২০ দিরহামই যথেষ্ট।

লোকটি তার এ কথায় অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়ে কৃপণের বিরক্তকে কৃষ্ণীর আদালতে মানহানিন অভিযোগ ঠুকলেন। বিচারক কৃপণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার থলেতে কত টাকা ছিল? উত্তরে সে বলল, ২০২০ দিরহাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন কত আছে? সে বলল, ২০০০ দিরহাম, বাকী ২০ দিরহাম এই ব্যক্তি নিয়েছে। এবার বিচারক নিঃশ্ব ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সত্যিই খলে থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, এ ধরনের কোন ইচ্ছা যদি আমার থাকত, তাহলে পথে কুড়ানো থলেটি আমি তাকে না দিলেও পারতাম। তাতে কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সততায় উদ্বেলিত হয়েই আমি তা করিনি এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করে খলের মালিককে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর শপথ খলে থেকে আমি এক দিরহামও নেইনি।

বিজ্ঞ বিচারক উভয়ের বক্তব্য শুনে দুষ্ট কৃপণ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যেহেতু বলছেন, আপনার থলেতে ২০২০ দিরহাম কাজেই থলেটি আপনার নয়, অন্য কারো হয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি নিঃশ্ব সৎ লোকটিকে বললেন, আপনি যদি এক বছরের মধ্যে খলের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পান তাহলে তা তাকে ফেরত দিবেন। আর না পেলে আপনি নিজেই তা গ্রহণ করবেন।

কৃষ্ণী ছাহেবের কথা শুনে কৃপণ তার মিথ্যা বলাকে স্বীকার করে পুনরায় খলে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাল। কিন্তু বিচারক তার কোন কথাই আর শুনলেন না।

## করি

### সফল সৈদ

-অধ্যক্ষ, আতাউর রহমান মঙ্গল পুঁরিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ, বাজশাহী।

সৈদ এলো আজ ঘরে ঘরে এলো খুশির সৈদ-তাই কি রাতে আমার চোখে নিদ ছিল না নিদ? এলো খুশির সৈদ।

রাত পোহাবে ফরসা হবে কখন হবে ভোর তাই দেখেছি বারে বারে খুলে ঘরের দোর। নতুন পোষাক জুতা পরে সৈদের মাঠে যাব। শিরনী-পোলাও-সেমাই-পায়েস যত পারি থাব।

খাব না তা দু'চোখ বুঁজে  
দুখুখী কোথায় আনব খুঁজে

দুখুখী জনে দুখ ভুলাতে রাখব খুলে হৃদ  
সৈদ এলো আজ ঘরে ঘরে এলো খুশির সৈদ।  
নীল আকাশে উঠেছে আজ সৈদের বাঁকা চাঁদ  
মন মেতেছে সৈদের গানে ভাঙল দিনের বাঁধ

উঠলো সৈদের চাঁদ।

পায়না যারা পরতে-থেতে, রোয়া যাদের রোজ  
সৈদ করাব এবাব সৈদ-করব তাদের খোঁজ।

কতশত বনী আদম পশুর চেয়েও হীন  
দুখে জীবন কাটায় তাদের কাটে না দুরদিন  
দুখের দিনে দুখের বাতে

থেকেছি কি তাদের সাথে?

সৈদের দিনে ধরব তাদের পেতে প্রীতির ফাঁদ  
নীল আকাশে উঠেছে আজ সৈদের বাঁকা চাঁদ।

চাঁদ উঠেছে সৈদ এসেছে সবাইই কি সৈদ?  
অভাব চোরে যাদের ঘরে কাটল ভয়াল সিদ

কিসের তাদের সৈদ?

ওয়ুর পানির সাথে যাদের মেশে চোখের পানি  
মানুষ রূপী পশু যাদের যায় করে হয়রানী  
হারিয়ে গেছে চিরতরে যাদের বুকের মানিক  
শুবর তাদের করুন গাঁথা দাঁড়িয়ে পাশে খানিক।

তাই হব এই সৈদের দিনে  
সবাইকে আজ রাখব চিনে  
হামদরদী থেকে যেন হয় না উম্মিদ  
সর্তকতায় ভাবে উঠুক এই বাবের এই সৈদ  
নিলে কীসের সৈদ?

### সৈদের খুশী

-মুখতার বিন আব্দুল গণী  
মারমা, খাব শাহজানি, নাগপুর, টাঙ্গাইল।

রামায়ান মাস শেষ হ'ল এল খুশীর দিন

\* সহকারী শিক্ষক, মৌপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, ধোপাঘাটা, মোহনপুর,  
বাজশাহী।

ছিয়াম-ছালাত যার ছিল, তিনি সালাম নিন।  
 প্রতি বছর ছিয়াম আসে সৈদের খুশী লয়ে  
 হায়ার মাসের বেশী নেকী কৃদর আনে বয়ে।  
 পাবে কারা সৈদের খুশী, যারা খাঁটি মুমিন  
 আল্লাহ তারে দিবে ফল, রাখে এতে ইয়াকীন।  
 সৈদের খুশী তাদের জন্য, ছিয়াম যারা ভাঙ্গে না  
 তাদের প্রতি রব খুশী, জান্নাত হবে ঠিকানা।  
 আনন্দ মনে করে সৈদ, খাঁটি যার সৈমান  
 হিংসা-বিদ্রোহ, রাগ, গর্ব, করে সে কোরবান।  
 ধনী-গৱাব নেই ভিন্ন, সমান সবে আজ  
 কোর্মা, পোলাও, জর্দা খাব, ছেড়ে মোদের লাজ।  
 ছালাতী সব এক হব, সৈদের মাঠে শিয়ে  
 খুৎবা মোরা শুনি সৈদে, খাঁটি অন্তর দিয়ে।  
 বিষণ্ণনে বসে থাকে, ছিয়াম রাখে না যারা  
 মনে ফুর্তি নেই তাদের, দুঃখী মানুষ তারা।  
 রামাযান মাস শেষে যার, গুনাহ থাকে বাকী  
 কিভাবে তারা মুক্ত হবে, অধিক পাবে নেকী।  
 রবকে রায়ি কর সবে, আমল কর বেশী  
 মুক্ত মনে থাকে তুমি, পাবে সৈদের খুশী।  
 \*\*\*

### সৈদুল ফিতর

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ  
 পাংশা, রাজবাড়ী।

সৈদুল ফিতর দিল ভরা জোশে  
 মিলনের দিন মুসলিম ঘরে ঘরে  
 জান্নাতী সওগাতের পুলক পূর্ণ রসে  
 টলমল করে তামাম দুনিয়া পরে।  
 সাম্যহীন এ পৃথিবীর বুকে এনে দেয়  
 শুধু প্রশংস্তি আর তৈরি কঠিন সাম্য  
 আসমানী পয়গাম বয়ে যাক এ ধরায়  
 মুসলিম দিলের এটাই হবে কাম্য।

সৈদুল ফিতর সব মুমিনের  
 খোশ আমদদে কাঞ্চিত শুভদিন  
 দূর করে দেয় এই নিখিলের  
 ছিয়ামধারীর কঠিন পাপের খণ।  
 ছিয়াম সাধনায় পেয়েছি এ দিন আজ  
 চাই কল্যাণ এই বিশ্ব মানবতার  
 দিকে দিকে চলে সৈদের ছালাতের সাজ  
 তাকবীর ধৰনি ওঠে রনি 'আল্লাহ আকবার'।  
 সৈদুল ফিতর নিয়ে এলো আজ  
 জোলুস ভরা আনন্দের বারতা  
 তবুও জাগে আবেদ জনের মাঝে  
 রহমতের এই মাস হারানোর ব্যথা।  
 \*\*\*

### সোনামণিদের পাতা

#### গত সংখ্যা মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরণ

- ১। ছিয়াম অর্থৎ বিরত থাকা। রামাযান অর্থৎ পুড়িয়ে ফেলা। ছিয়াম শব্দটি ১০ হানে এবং রামাযান শব্দটি ১ হানে আছে।
- ২। ১ নং মাস। মুত্তাকী হওয়ার জন্য (বাকুরাহ ১৮৩)।
- ৩। রামাযান মাসে, হেদায়াত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের জন্য।  
 বাকুরাহ ১৮৫।
- ৪। ১২টি তাওবা ৩৬।
- ৫। সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ, মহিমাপূর্ণ। ৯৭ নং সূরার ১, ২, ও ৩ নং  
 আয়াতে।

#### গত সংখ্যা সাধারণ জ্ঞান (রামাযান)-এর সঠিক উত্তরণ

- ১। ব্রহ্ম আল্লাহ। ১০-৭০০ গুণ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।
- ২। না। ইহুদী-নাছারাদের কাজ।
- ৩। রাত্রির শেষ অংশ। বরকত আছে।
- ৪। না, ভাঙ্গ হবে না (বুখারী)।
- ৫। ছালাতুল লাইল, কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ) বলা হয় (বুখারী)। ৮  
 রাক'আত। ২ রাক'আত করে সালাম কিন্তব্যে নফল ছালাতের মত  
 পড়তে হয়।

#### চলতি সংখ্যা সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)৪

- ১। জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর হিতীয় বৃহস্তুত মুসলিম দেশের  
 না কি?
- ২। ঢাকা মহানগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত এবং ঢাকার পূর্বনাম কি  
 ছিল?
- ৩। বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর দু'টি কোন কোন নদীর তীরে  
 অবস্থিত?
- ৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নদী বন্দরটি কোন যেলার কোন নদীর তীরে  
 অবস্থিত?
- ৫। রাজশাহী মহানগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

সংকলনেং আতাউর রহমান  
 সন্যাসবাড়ী  
 আতাই, নওগাঁ।

### সোনামণি সংবাদ

#### শাখা গঠনণ

(২৫০) মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা,  
 বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ এস, এম, সিরাজুল ইসলাম (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মদ আব্দুল হায়াদ দেওয়ান (শিক্ষক)

পরিচালকঃ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম সরদার

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মদ আয়াহার আলী।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদকঃ মুহাম্মদ সৈয়দ আলী (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

২. সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মুহাম্মদ শাহীন আলম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

৩. প্রচার সম্পাদকঃ মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ তের সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ তের সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ তের সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১৫ বর্ষ তের সংখ্যা

৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ এমরান আলী
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মশিউর রহমান।

(২৫১) মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ এস.এম, সিরাজুল ইসলাম (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ দেওয়ান (শিক্ষক)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব দেওয়ান

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম সরদার

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আবাহার আলী।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার তাজীমা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার আফরেজা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার কর্ম খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার মরিয়ম খাতুন
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার আঙ্গুরী খাতুন।

(২৫২) সোনাকান্দা ডি.এইচ কামিল মাদরাসা (বালক) শাখা, মুরাদনগর, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ আব্দুল নূর (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা রহুল আমীন তালুকদার (শিক্ষক)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাকছুদুর রহমান (মাছুম)

সহ-পরিচালকঃ হাফেয়ে মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন (মাহমুদ)।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদকঃ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ
২. সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদিকাঃ মুহাম্মাদ ওমর ফারক
৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদিকাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মোমেন
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদিকাঃ মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ (নাসেম)।

(২৫৩) সোনাকান্দা ডি.এইচ কামিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মুরাদনগর, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ আব্দুল নূর (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা রহুল আমীন তালুকদার (শিক্ষক)

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাকছুদুর রহমান (মাছুম)

সহ-পরিচালকঃ হাফেয়ে মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন (মাহমুদ)।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার নাজমুন নাহার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার নূরে জান্মিন (তামান্না)
৩. প্রচার সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার তানজিনা আকতৰ
৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদিকাঃ কুবাইয়্যাত-ই-আরীয় (তানি)
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদিকাঃ সুরাইয়া আকতৰ।

(২৫৪) মৌগাহি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নষ্টুল্লাহ

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সুজান শেখ

সহ-পরিচালকঃ হাফেয়ে আতীকুর রহমান

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেয়া।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মিলন শেখ
৩. প্রচার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মাহবুব হাসান
৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মীয়ানুর রহমান
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ কামরুল হাসান।

(২৫৫) মৌগাহি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ

উপদেষ্টা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন

পরিচালিকাঃ মুসাম্মার সীমা খাতুন

সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মার শাভা খাতুন

সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মার রেশমা খাতুন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার চামেলী খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার রীপা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার হাসীনা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠ্যাবলী সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার শাহনাজ খাতুন
৫. বাষ্প ও সমাজকলাপ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মার শারীফা খাতুন।

২০০১-২০০৩ সেশনের গঠনকৃত সোনামণি

যেলা/উপযেলা পরিচালনা পরিষদ-এর তালিকা:

যেলা পরিষদঃ

১. কুষ্টিয়া (পঞ্চিম):

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া

(যেলা 'আন্দোলন'র সভাপতি)

উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ মাজিদুল ইসলাম

পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী

সহ-পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নয়রুল ইসলাম

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাফীয়ুর রহমান

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শামসুল আলাম

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্তীত।

২. বাগেরহাটঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আহমদ আলী (যেলা 'আন্দোলন'র সভাপতি)

উপদেষ্টা মাওলানা মীয়ানুর রহমান (যেলা 'যুবসংঘ'র সভাপতি)

পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদীকু

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবুদ্বুদ

সহ-পরিচালকঃ কুরী রইস-উদ-দোলা

সহ-পরিচালকঃ কুরী এরশাদ আলী।

৩. চাপাই নবাবগঞ্জঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

(যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি)

উপদেষ্টা মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম (যেলা 'যুবসংঘ'-র সভাপতি)

পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মশিউয়ামান

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আসগর আলী

মাসিক আত-তাহরীক মে বর্ষ তত্ত্ব সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক মে বর্ষ তত্ত্ব সংখ্যা

সহ-পরিচালক ৪ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
সহ-পরিচালক ৪ মুহাম্মদ ফীরোজ করীর।

### উপযোগ পরিচালনা পরিষদঃ

১। মোহন্পুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা: মুহাম্মদ নিয়ামুদ্দীন দেওয়ান

উপদেষ্টা: ডাঃ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

পরিচালক: মুহাম্মদ আব্দুল আয়ী

সহ-পরিচালক ৪ জান মুহাম্মদ

সহ-পরিচালক ৪ আব্দুল ওয়াহহাব।

১। বাগমারা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা: মাওলানা এ.বি.এম, আহমাদ আলী

উপদেষ্টা: এস.এম, সিরাজুল ইসলাম (বি.কম.বি.এড)

পরিচালক: মুহাম্মদ আব্দুল হালীম

সহ-পরিচালক ৪ মুহাম্মদ আতাউর রহমান

সহ-পরিচালক ৪ মুহাম্মদ এনামুল হক্ক।

### প্রশিক্ষণঃ

নাটোর যেলাঃ গত ১০ নভেম্বর ২০০১ শনিবার নাটীবাড়ী দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসা, গুরন্দাসপুর, নাটোরে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মদ আয়ীয়ুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি মোহন্পুর উপযোগের প্রধান উপদেষ্টা নিয়ামুদ্দীন দেওয়ান, অত্য মাদরাসার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও সভাপতি হাসীবুর রহমান।

রাজশাহী যেলাঃ (১) গত ৯ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার সকাল ৯-টা হ'তে ১২-টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত মজিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বাগমারা, রাজশাহীতে সোনামণি মাসিক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মদ আয়ীয়ুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। তিনি অত্য মসজিদে সূরা নুরের ৬১ নং আয়াতের আলোকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ, পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম প্রদান এবং আচরণ বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আব্দুস সাতার, অত্য শাখার প্রধান উপদেষ্টা এস.এম, সিরাজুল ইসলাম, উপদেষ্টা মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ দেওয়ান এবং অত্য শাখার সহ-পরিচালক ও অত্য মসজিদের ইমাম আব্দুস সালাম।

(২) গত ১৩ নভেম্বর মঙ্গলবার খেলা ৪-টায় মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মোহন্পুর, রাজশাহীতে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি হাফেয় কাওছার-এর তেলাওয়াত এবং সুজন শেখ-এর জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দেন নতুন সেশনের উপযোগ পরিচালক আব্দুল আয়ীয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মদ আয়ীয়ুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠন পরিচিতি, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি

মোহন্পুর উপযোগের উপদেষ্টা ডাঃ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ডাঃ আব্দুস সাতার।

(৩) গত ১৬ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার সকাল ১০-টা হ'তে ১২-টা পর্যন্ত হরিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, দেড়টা হ'তে ২-টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মঙ্গলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ আছের হ'তে মাগরিব পর্যন্ত হাফেয় মাদরাসায় সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির সময়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মদ আয়ীয়ুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, গুরুত্বপূর্ণ মর্মান্তি সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা, যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা রাখেন জনাব আবুরবকর ছিদ্রীকু, সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি মোহন্পুর উপযোগের প্রধান উপদেষ্টা নিয়ামুদ্দীন দেওয়ান, অত্য মাদরাসার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও সভাপতি হাসীবুর রহমান। অত্য হাফেয় মাদরাসার ছাত্র জয়নাল আবেদীন-এর তেলাওয়াত শুনে উপস্থিত মেহমানগণ বিমোহিত হন। বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

### দৃষ্টি আকর্ষণঃ

২০০১-২০০৩ সেশনের সকল সোনামণি যেলা, উপযোগ ও শাখা পরিচালনা পরিষদ এবং শাখা কর্মপরিষদ গঠনের মূল দায়িত্ব সোনামণি কেন্দ্রের থাকা সত্ত্বেও সকল যেলায় আপাততঃ সফর করা সম্ভব হচ্ছে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমেলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদাধিকার বলে সকল যেলা 'আন্দোলনের' সভাপতি সোনামণি যেলা 'পরিচালনা পরিষদ'-এর প্রধান উপদেষ্টা এবং যেলা 'যুবসংঘের' সভাপতি উপদেষ্টা। অতঃপর উল্লেখিত 'পরিচালনা পরিষদ ও কর্মপরিষদ' সোনামণি গঠনতন্ত্রের আলোকে (চতুর্থ অধ্যায়ের ১২ নং ধারা) গঠন করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সোনামণি সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' ভবিষ্যৎ কর্মধাৰ। তাই সোনামণি সংগঠন আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও এয়ানত সহ সার্বিক সহযোগিতা ও দো'আ কামনা করে।

হে আল্লাহ! তুম দায়িত্বশীল সহ এদেশের আপামর জনসাধারণকে সোনামণি সংগঠনের জন্য অর্থ, মেধা, সময় ও শ্রম সহ সকল প্রকার সহযোগিতা করার তাওয়াক্কু দাও। ওয়াসালাম।

বিনীত নিবেদক  
কেন্দ্রীয় পরিচালক  
সোনামণি

মাসিক আন্তর্ভুক্ত এবং প্রতি বছোর সংস্কৃত প্রকাশন পর্যবেক্ষণ করে তা সহজে মাসিক আন্তর্ভুক্ত এবং প্রতি বছোর সংস্কৃত প্রকাশন পর্যবেক্ষণ করে তা সহজে

## বদেশ-বিদেশ

୪୮୯

## ଓক্তোবৰ সামাজিক ছুটি যোৰণ

গুরু ও শনি দু'দিনের সাম্ভাব্যিক ছুটি বাতিল করে কেবলমাত্র শুক্রবারকে সাম্ভাব্যিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের শুরুত্ব পূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে অফিস সময়েরও পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগ্রহের শিল্পার থেকে বুদ্ধার প্রতিদিন সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ৫দিন দুপুর ১-টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ছালাত ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংগ্রহের শেষ কর্মদিবস বৃহস্পতিবারে অফিস সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ২-টা পর্যন্ত এবং এই দিনে বিরতিহীনভাবে অফিস চলবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## মাদারীপুরে গ্যাসের সঞ্চালন লাভ

মাদারীপুর যেলার রাজৈর উপযোলার সুন্দরবী গ্রামের মৃত্যু  
এচকেন আকনের বাড়ীতে একটি অগভীর নলকূপ স্থাপনের  
সময় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এচকেন আকনের বিধবা স্ত্রী  
লাইলী বেগম নলকূপের পাইপ দিয়ে নির্গত গ্যাস দিয়ে  
রান্নাবান্নার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, রাজৈর উপযোলার  
বেশীরভাগ এলাকায়ই নলকূপ স্থাপনকালে গ্যাসের সন্ধান  
পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সরকারীভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।  
বলে সচেতন মহল মনে করেন।

## ଅବେଦ ଅନ୍ଧ ଉଦ୍‌ଧାରେ ସନ୍ଧାନଦାତାଦେର ପୁରୁଷାର ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ

- প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দৈনন্দিন জীবন ব্যাহতকারী সকল প্রকার অপরাধ দমনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে অবৈধ অন্তর্ভুক্ত উকোর অভিযান ও সন্ত্রাস দমন জোরদার করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। বেগম জিয়া সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব পালনে অংশুলাকারী পুলিশ বিশেষ করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও টহল পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অবৈধ অন্তর্ভুক্ত উকোরে সন্ধানদাতাদের পুরস্কৃত করারও পরামর্শ দেন। মহলবিশেষ কর্তৃক কোন নাগরিককে হয়েরানি রোধের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী গোলায়েগ সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে দমন এবং এ ধরনের ঘটনার খবর পাওয়া যাবে তাংক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

সম্পত্তি মানিকগঞ্জে চীফ হাইপ ও জনেক দফতর বিহীন মন্ত্রীর দু'দল বিএনপি'র কাডারের দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য গোলাপুলী এবং ঢাকার ফুলবাল্য একই দলের জনেক কর্মীকে শুভ শুভ লোকের সম্মথে শুল্পি করে হত্যা করে বেমাবাজির পথে

দেশে প্রতিবছর বায়ু দৃষ্টিগোপন করা হচ্ছে ১৫

হায়ার লোকের মৃত্যু হচ্ছে

## -পরিবেশ ও বনমন্ত্রী

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ বলেছেন, প্রতিবছর দেশে  
বায়ু দৃষ্টিগুলি শাসকক্টে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু  
হচ্ছে। আরও কয়েক লাখ মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে  
হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। একই কারণে বছরে প্রায় ৫০  
মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দেশের। বায়ু দৃষ্টিগুলি  
মাত্রা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকলে ক্ষতির মাত্রাও ক্রমশঃ  
বাড়তে থাকবে। মন্ত্রী গত ৩০ অক্টোবর সকালে আগারগাঁওতে  
'এলজিইডি' মিলনায়তনে 'ফ্রাংকো-বাংলাদেশ' এসোসিয়েশন অব  
ক্ষেত্রে এও 'ট্রেনার্জ' আয়োজিত একদিনের এক আন্তর্জাতিক  
সেমিনারের উদ্বোধনকালে এ তথ্য পরিবেশন করেন। মন্ত্রী  
বলেন, রাজধানীর বাতাসে সীসার উপস্থিতি মারাত্মক। এর  
শিকার হচ্ছে শিশুরা। মন্ত্রীকে সীসার ভার ও শায়ু বিষাক্ততায়  
আক্রান্ত হয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের সামাজিক বিকাশ  
অনিবার্যভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

## মুক্তায় ৫০ হায়ার বাংলাদেশী হজ্জযাতীর জন্য

## আবাস নির্মাণের উদ্দেশ্য

প্রায় ৫০ হাজার বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীর জন্য পরিব্রহ্ম মক্ষ নগরীতে আবাসিক হাউজিং নির্মাণের এক উদ্যোগ নিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পরিব্রহ্ম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যে সকল হজ্জযাত্রী মুক্তায় যাবেন, তারাই কেবল হজ্জ মৌসুমে ত্রি নির্দিষ্ট হাউজিংয়ে থাকতে পারবেন। এতে সকল হজ্জযাত্রীর একত্রে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং হজ্জ পালনে সরকারের বিভিন্ন সহযোগী টীমের সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হবে। সউদী আরবের ব্যবসায়ী একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী একটি সউদী ব্যাংক এবং অপর একটি কোম্পানী বাংলাদেশের মানুষের প্রতিবছরের কষ্ট লাঘবে আর্থিক ও কারিগরী সহ্যযোগিতা প্রদান করবে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় আশা ব্যক্ত করেছে যে, নাম প্রতিকূলতা সংস্কারে বর্তমান সরকারের আভ্যন্তরিক সাংস্কৃতিক সম্পদের সমন্বয় সুরক্ষাতে বাংলাদেশী ইজ্যাত্তাদের স্থায়ীভাবে হাউজিং নির্মাণের ব্যবস্থা হবে। এতে দীর্ঘ দিনের আবস্কিক সমস্যার অবসান ঘটিবে যান আশা করা যায়।

বদরুল্লোজা চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ১৪

## তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

দেশের শৈষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও জননন্দিত চিকিৎসক অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টি (এ)-এর ব্যারিষ্ঠার রওশন আলী গত ১২ নভেম্বর সকাল ১১-টা ২৫ মিনিটে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন জানালে একমাত্র

মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রতি মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রতি সংখ্যে মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রতি মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রতি মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রতি মাসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ

প্রার্থী হিসাবে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

গত ১৪ নভেম্বর সন্ধিয়ায় বঙ্গভবনে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী প্রেসিডেন্টকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ এ সময় নতুন প্রেসিডেন্ট-এর পাশে ছিলেন। কেবিনেট সচিব ডঃ আকবর আলী খানের পরিচালনায় বাস্ত্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত নয়া প্রেসিডেন্ট-এর শপথ অনুষ্ঠানটি মাত্র ও মিনিটে সমাপ্ত হয়। শপথ গ্রহণের পর অধ্যাপক বি. চৌধুরী নিরপেক্ষভাবে সীয় দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশ ও জনগণের কল্যাণে আমি আমার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করব।

উল্লেখ্য, ৫ বছর ১ মাস ৬ দিন বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট হিসাবে অবস্থান করে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ গত ১৪ নভেম্বর বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন ত্যাগ করে লালমাটিয়ায় এক ভাড়া করা বাসায় চলে যান। তিনি বঙ্গভবনের দরবার হলে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে তাদেরকে সরকারী দায়িত্ব পালনকালে সময়ানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এবং বঙ্গভবনের মর্যাদা সমূলত রাখার পরামর্শ দেন।

সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুন-অর-বশীদ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আবু তাহের ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম রফিকুল ইসলাম সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদকে বিদায় জানাতে বঙ্গভবনে যান।

### সংসদ সদস্যদের 'সাংসদ' বলা যাবে না

জাতীয় সংসদের সদস্যগণকে 'সাংসদ' বলা যাবে না, সংসদ সদস্য বলতে হবে। গত ৪৩ অঙ্গোর জাতীয় সংসদে স্পীকার ব্যারিষ্টার যমীরুদ্দীন সরকার তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওছমান ফারাক সংসদের প্রশ্নের পর্বে সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলে সমোধন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানকালে 'সাংসদ' শব্দটি মোট ৮ বার উচ্চারণ করেন। প্রশ্নোত্তরকাল শেষ হওয়ার পর সরকারী দলের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম পয়েন্ট আব অর্ডারে বিষয়টি স্পীকারের দৃষ্টিতে আনেন। জনাব শহীদুল ইসলাম ক্ষেত্রে সাথে বলেন, বাংলাদেশে অবৈধ পথে ভারতের নানারকম পণ্য আসছে। সেখান থেকে পাচার হয়ে বিভিন্ন শব্দও আসছে। আমাদের সংবিধানে কোথাও 'সাংসদ' শব্দটি নেই।

কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলে সমোধন করলেন, এটা সংবিধান লংবনের শায়িল। আমাদের পরিভাষায় এ শব্দের অস্তিত্ব নেই। ভবিষ্যতে কেউ যেন সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলতে না পারেন আমি সে ব্যাপারে কলিং চাই। এ সময় গোটা হাউজের সংসদ সদস্যগণ টেবিল চাপড়িয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

সবশেষে স্পীকার ব্যারিষ্টার যমীরুদ্দীন সরকার বলেন, সংবিধানে 'সাংসদ' বলে কেন শব্দের অস্তিত্ব নেই। সংসদ সদস্যগণকে তাই 'সাংসদ' বলা চলবে না; বরং সংসদ সদস্য বলতে হবে।

### নতুন সরকারের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে আগামী ৫ বছর কি করতে হবে এ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে 'নির্বাচন-পরবর্তী মধুচন্দ্রিমা'র সময়েই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে সংক্ষার চালু করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপে গ্রহণের পটভূমি তৈরী তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নতুন সরকারের জন্য 'নীতি-সংক্ষেপ' শৈর্ষক এই প্রেসক্রিপশনে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উচ্চ বিনিয়োগ সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাগার বাড়ানোর জন্য গ্যাস রফতানীর বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের জন্য করণীয় সংক্রান্ত এ নীতি-সংক্ষেপটি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের পরিচালক ফেডারিল টি টেম্পল, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমানসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্বাচকদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। বিশ্বব্যাংকের এই নীতি-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, ক্রমাগত সময় বৈদেশিক মুদ্রাভাগার, রফতানী হ্রাস এবং তৈরী পোষাক রফতানীর ক্ষেত্রে কোটি ব্যবহার অবসান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি চালেঙ্গ উপস্থিতি করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে এ চালেঙ্গ মোকবিলায় ভালভাবে পরিকল্পিত ও সুচারুপে বাস্তবায়িত একটি অর্থনৈতিক কোশলের প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাংকের নীতি-সংক্ষেপে বলা হয়, অর্থনৈতিক সংক্ষার কার্যক্রমের জন্য ৪টি সম্ভাব্য মৌলিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন। এ চারটি অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের সংক্ষার সাধন করে স্বল্প হারের সুদে দীর্ঘয়েয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানো, বিন্দুৎ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো, চৌগ্রাম বন্দরের প্রতিবন্ধকতা দ্রুত করা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার মান বাড়ানো। দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমে সহায়তা করার উপর জোর দিয়ে বিশ্বব্যাংক এজন্য ৪টি পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতি কর্মানো এবং রাষ্ট্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি কঠিন বাজেট বাধ্যবাধকতা ও একটি কার্যকর বেসরকারীকরণ কার্যক্রম গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সাথে যে সকল প্রকল্পের প্রয়োজন কর সেগুলি বাদ দিয়ে সরকারী ব্যবস্থা কর্মানো, মুদ্রানীতি যথবৃত্ত করা এবং আরও বেশী নমনীয় মুদ্রা বিনিয়োগ হারের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

গ্যাস রফতানী প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে খোলামেলাভাবে বলা হয়েছে যে, প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উচ্চ বিনিয়োগ সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাগার বাড়ানোর জন্য গ্যাস রফতানীর বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক।

### খাদ্যে বিশ্বক্রিয়ায় ১১ পুলিশের মৃত্যু

রাঙ্গামাটি মেলার বিলাইছড়ি ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন (এপিবিএন)-এর অধীন পাগলীগাড়া ক্যাম্পে গত ১৮ নভেম্বর ইফতারি খাওয়ার পর মারাত্মক বিশ্বক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১১ জন পুলিশ মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে। (ইন্না সিল্লাহি.....) মৃত্যুবরণকারী সদস্যগণ হ'লেন-নায়েক সাজাদ হোসাইন (২৮), কলটেবল শামসুয়েহা (৩০),

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয়

কনষ্টেবল জেবল হক (৩০), বাবুর্চি আবদুল হক (৪৫), কনষ্টেবল আবদুল মজীদ সরকার (২৪), কনষ্টেবল আবদুল মাল্লান (২৯), কনষ্টেবল আবদুর রহমান (৩০), কনষ্টেবল অং মং মারমা (৩৫), কনষ্টেবল বাসেত হোসাইন, হাবিলদার লাল মিয়া (৪৩), কনষ্টেবল মরতায় হোসাইন (৩০)।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যাগড়া-বিলাইছড়ি সড়কে পাহাড়ী এলাকায় পাগলীপাড়া ক্যাম্প। একজন কৃকসহ ক্যাম্পে মেট সদস্য ২৭ জন। এ ক্যাম্পের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন আর্মড এসআই সাখাওয়াত হোসাইন। গত ১৮ নভেম্বর দ্বৰা রামায়ান ক্যাম্পে ঘটারীতি ইফতারের আয়োজন করা হয়: ইফতারীর আইটেমের মধ্যে ছিল ছেলা, পেয়াজি, বেগুনী, মুড়ি, খেজুর ও পেঁপে। সবাই মিলে একসাথে ইফতার গ্রহণের কয়েকে মিলিনি পর পেটে যাওয়া শুরু হয়। এক ঘন্টা পার হ'তে না হ'তেই অনেকের বৰ্ম ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। প্রচণ্ড বাথায় অনেকে ক্যাম্পের মেরেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে। খবর পেয়ে বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। সবাইকে প্রথমে বড়ইছড়ি স্বাস্থ্য কর্মপ্রেক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়: কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সেখান থেকে তাদের চন্দুধোনা মিশনারী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। মিশনারী হাসপাতাল থেকে বাত ১২-টা নাগাদ আক্রান্ত দের চোরাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যাকুরী বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। যকুরী বিভাগ থেকে সবাইকে ১৪ নং ওয়ার্ডে হস্তান্তর করা হয়। বাত সাড়ে ১২-টা নাগাদ আক্রান্তদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। বাত ১-টা থেকে একে একে পুলিশ সদস্যরা মৃত্যুর কোলে ঢেলে পড়েন।

জানা যায়, ক্যাম্প সদস্যদের জন্য ইফতার তৈরীকালে বেগুনীতে বেসনের পরিমাণ কম হয়। তখন বাবুর্চি বেসনের একটি পুরনো পুটিলি থেকে প্রযোজনীয় বেসন মিশিয়ে বেগুনী তৈরী করে। ধূরণ করা হচ্ছে, পুরনো বেসনই বিষক্রিয়া উৎস। চিকিৎসকরা বলেছেন, ইফতারী গ্রহণের পর সৃষ্টি বিষক্রিয়ায় বেটিলিয়াম টক্সিন এ পর্যাপ্তিক ঘটনা ঘটে। এ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হ'লে ৮০ ভাগ রোগীরই মৃত্যু ঘটে থাকে। বেটিলিয়াম টক্সিনকে 'নার্ত পয়জন' ও বলা হয়। এটি পেশী ও হৃদযন্ত্রে একসাথে আক্রমণ করে।

উল্লেখ্য, বিষক্রিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হন উক্ত ক্যাম্পের বাবুর্চি আবদুল হক।

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাদরাসাতুল মুসলিমীন আস-সালাফিয়া সাং ও পোঁও হয়কুয়া, উপমেলা সোনাতলা, মেলা- বগুড়া-এর জন্য ১জন মুহাদ্দেহ আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা দাওয়ায়ে ফারেগ। প্রাথীকে অবশ্যই আহলেহাদীছ এবং সুন্নতের পাবন্দ হ'তে হবে। প্রাথীকে আগামী ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যাবরে আবেদন করতে বলা যাচ্ছে।

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

স্বাক্ষর অঙ্গস্ত

সভাপতি

মাদরাসাতুল মুসলিমীন

## বিদেশ

### ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসাবশেষ থেকে ২৫

#### কোটি ডলারের স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্ধার

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসাবশেষ থেকে গত ১ নভেম্বর ২৫০০ মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ এবং রৌপ্য ভর্তি একটি ভোল্ট উদ্ধার করা হয়েছে। কানাডার টরেন্টো ভিত্তিক 'ব্যাংক অব নোভা ক্ষিয়ার' ভৃগৰ্ভস্থ ষ্টোরে এটি ছিল।

উল্লেখ্য, এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল ৪ নম্বর টাওয়ারে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া টাওয়ারগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য সুড়ঙ্গ পথ পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা এই ভোল্টটি দেখতে পায়। এই খবর জানার সাথে সাথে সশস্ত্র ফেডারেল এজেন্টেরা এই স্থান ঘেরাও করে ফেলে। এরপর ১ নভেম্বর তা যথাযথভাবে উদ্ধার করা হয়। এদিকে নিউইয়র্কের মার্কেটাইল এক্সেঞ্চ জানায়, ১০ সেপ্টেম্বরের রেকর্ড অনুযায়ী 'ব্যাংক অব নোভা ক্ষিয়ার' স্বর্ণ ছিল ৩ লাখ ৮০ হাশার আউক্স রৌপ্য ছিল ৩১ মিলিয়ন আউক্স এবং প্লাটিনাম ছিল ২৬০০ আউক্স। ইতিপূর্বে পুরুশ প্রশাসন ধারণা করেছিল যে, ভোল্ট ৫০০ মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ-রৌপ্য থাকতে পারে।

#### যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' দায়ী

##### সন্তদী পত্রিকা

সন্তদী আরবের জনপ্রিয় আরবী পত্রিকা 'ওকায়' গত ১১ সেপ্টেম্বরের নিউইয়র্ক ও যোশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জন্য ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-কে দায়ী করেছে। 'ওকায়' বলেছে, নিউইয়র্ক ও যোশিংটনে হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জন সন্দেহভাজন ইসরাইলীকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হ'লেও পরে তাদেরকে মুক্ত দেওয়া হয়েছে। এটি এই জুঘনা অপরাধের সঙ্গে ইসরাইলী মংস্তু মেমোর্যের জড়িত থাকার ব্যাপারে আমাদের সম্পদকেই প্রমাণিত করেছে।

উক্ত দৈনিকটি জানায়, আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে বিষয়টির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, এ ধরনের ঘটনা যুবই দক্ষতার সঙ্গে ঘটনার মত ইসরাইলী 'মোসাদ' এজেন্ট ছাড়া আর কোন পক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে নেই।

'ওকায়' জানায়, আরব ও মুসলমানরা এই হামলার সঙ্গে জড়িত এ মর্মে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি নেই। তবে এই সন্ত্রাসনাও উড়িয়ে দেওয়া যাব না যে, মোসাদ হ্যাত মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য তার এজেন্টদের মধ্যে কিছু মুসলমানকেও উদ্রুটি করেছে।

#### যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হায়ির করা উচিত

##### -মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার একজন উর্ক্সতন কর্মকর্তা বলেছেন, আফগানিস্তানে নিরপরাধ বেসামরিক লোকদের হত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে

আত্মজ্ঞাতিক আদালতের সামনে হাথির করতে হবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মন্ত্রী রঙ্গস ইয়াতীমের বক্তব্য উদ্বৃত্ত করে 'দ্য নিউ স্টেইটস টাইম' পত্রিকা জানায়, মালয়েশিয়ার উচিত যুক্তরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞাতিক আদালতের সামনে হাথির করতে জাতিসংঘে পিটিশন দায়ের করা।

রঙ্গসের বক্তব্য উদ্বৃত্ত করে পত্রিকা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞাতিক আদালতের সামনে হাথির করার জন্য জাতিসংঘে আবেদন পেশ করা যথার্থ বলে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহায়াদ সায় দিলে আমরা এটা করব। পত্রিকার খবরের বলা হয়, নিরপোরাধ বেসামুরিক লোকদের হত্যা করায় রঙ্গস যুক্তরাষ্ট্রকে একটি 'সন্ত্রাসবাদী দেশ' হিসাবে অভিহিত করেন। রঙ্গস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করতে জাতিসংঘের দ্বারা -তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং এটা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। তিনি আরো বলেন, অনেক দেশ এই উদ্যোগে সমর্থন দেবে না এই ভয়ে যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বনিস করে দেবে।

(রঙ্গসের এই বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই। -সম্পাদক)

## ভারত-মার্কিন সম্পর্ক জোরদারে বুশ-বাজপেয়ী বৈঠক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডারিউ বুশ এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অট্টল বিহারী বাজপেয়ী ভারত-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃনিশ্চিত করার জন্য গত ৯ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রারভেজ মোশাররফের সঙ্গে বৈঠকের একদিন আগে বাজপেয়ীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়াশিংটন দক্ষিণ এশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। উসামা বিন লাদেন বিবেদী যুদ্ধে পাকিস্তানের সাহায্যের প্রয়োজন হলেও নীতিনির্ধারকদের উচিত ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য দীর্ঘয়েরাদী সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা, এই অভিযন্ত রেখেছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা।

(পার্কিস্তান ও বাংলাদেশী নেতাদের বিষয়টি দেখে দেখা উচিত। -সম্পাদক)

## ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র ইসলাম এবং গৃহণের হার ৪ গুণ বেড়েছে

এ্যানজেলা ডেভিস ৬ মাস হ'ল মুসলমান হয়েছেন। এর মধ্যে তিনি অনেক কিছুই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আর গান শোনেন না। মেরেতে শুয়ে ঘুমান। তার একশ'টি ডিজনি ভিডিও ছিল। সেগুলি তিনি কেবল দিয়েছেন। চীমামাটির পুতুলের সংগ্রহ ছিল তার। তার ঘরে সেগুলির স্থানে এখন শোভা পাছে আল-কুরআনের আয়ত খচিত ভেল্লভেটে পোষ্টার।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় একটি পত্রিকায় ডেভিসের বোরকা পরিহিত একটি পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ার পর তার স্থানী তাদের ৫ বছর ও ২ বছর বয়সের সন্তান দুটিকে তাদের মায়ের কাছে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ডেভিস বলেন, 'আমার বিশ্বাস করখানি সুন্দর তা পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহর তরক থেকে এটা আমার জন্য একটা পরীক্ষা। আমাদের সন্তানদের জন্য হলেও আমাকে আমার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তা করব না। আমি তাদের যতই ভালবাসি কিংবা মাত্রের দিন তারা আমার সাথে থাকবে না।'

এই পরিস্থিতিতে ডেভিস এবং তার শত হায়ার হায়ার নওমুসলিম তাদের পবিচিতি নিয়ে প্রচণ্ড বঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। ইতিমধ্যেই তারা আস্তায়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে বিছেন হয়ে পড়েছেন। এসব নওমুসলিম প্রতিনিয়ত ধিকারের যুক্তুযুক্তি হচ্ছেন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মোকাবিলা করছেন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের।

অভিবাসিত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ জন্মাহার এবং ব্যাপকভাবে ধর্মস্তরের কারণে স্থানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ২৫,০০০ লোক ইসলাম ধর্ম ধরণ করছে। কারো কারো মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার ৪ গুণ বেড়ে গেছে।

## ভিয়েতনামে ডেঙ্গুজুরে ৬১ জনের মৃত্যু

২০০১ সালের শুরু থেকে ভিয়েতনামে ডেঙ্গুজুরে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে গত ২৩শে অক্টোবর রাস্তীয় প্রচার মাধ্যমে এ কথা বলা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা 'লাও দাং' জানায়, জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ৩১ হায়ার ও ৩ জন জেঙ্গুজুরে আক্রমণ হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, মধ্যাপ্নোয়ালীয় তিনি প্রদেশসহ দক্ষিণাপ্নোয়ালীয় মেকাং ডেলটা অঞ্চলে ডেঙ্গুজুর ছড়িয়ে পড়েছে।

## উন্নয়নশীল দেশে ২শ' কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই

-জাতিসংঘ রিপোর্ট

'জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল' (UNHFA) ঢাকা দফতর গত ৮ নভেম্বর 'বিশ্ব জনসংখ্যা' পরিস্থিতি ২০০১' রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ব জনসংখ্যা ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত হিঁগে হয়ে পড়েছে। বর্তমানে লোকসংখ্যা ৬১০ কোটি। ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০ কোটিতে দাঁড়াবে। ৮৯টি স্বাস্থ্যান্ত দেশে জনসংখ্যার আকার ৩ গুণ বেড়ে ১৮৬ কোটিতে পৌছবে। এ দেশগুলিতে বর্তমান লোকসংখ্যা ৬৬ কোটি ৮০ লাখ।

গত ৭০ বছরে বিশ্বে পানি ব্যবহার দেখে দেখা উচিত। ২০৫০ সাল নাগাদ মোট ৪২০ কোটি মানুষ এমন সব দেশের বাসিন্দা হবে, যেসব দেশ তাদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করতে পারবে না।

উন্নয়নশীল বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। বিশ্ব শতাব্দী জুড়ে কার্বনডাই অক্রাইড নির্গমন ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী শতকে বায়ুমণ্ডল ৫ দশমিক ৮ ডিজী সেলসিয়াস উষ্ণ হবে এবং এবং সমুদ্র সমতলের উচ্চতা প্রায় ৮ মিটার বৃদ্ধি পাবে। সম্পদশালী দেশগুলিতে ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ ৮.৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২০ শতাংশের ভাগে পড়ে মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ মৌলিক পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক-চতুর্থাংশের পর্যাপ্ত গৃহায়ণ ব্যবস্থা নেই। ২০ ভাগ মানুষ টিকিংসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং ২০ শতাংশের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পঢ়ার ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন প্রায় ১ লাখ ৬০ হায়ার মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। সংক্রান্ত দূষণের কারণে প্রতিবছর মারা যায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোক। বায়ু রোগে প্রতিবছর মারা যায় ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে।

বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকই দৈনিক ২ ডলারেরও কম খরচে দিন যাপন করছে।

## গৰ্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট কৰার ক্ষতিপূরণ

অস্ট্রেলিয়ায় এক মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা তাকে ১ কোটি ৩০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। গর্ভাপাত ঘটানোর পর তার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ২২ বছর বয়সী এই মহিলার নাম সিম্পসন। ১৯৭৯ সালের ৫ জুলাই সিজনাতো সেন্ট মার্গারেট নামক একটি বেসরকারী হাসপাতালে রবার্ট ডায়মণ্ড নামক জনৈক ডাক্তারের অবহেলার কারণে এই মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেকারণ এই মহিলাকে উক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

### ৩. সহস্রাধিক নিম্নবর্ণের হিন্দুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

ভারতে অচৃৎ বলে পরিচিত ও হায়ারের বেশী নিম্ববর্ণের হিন্দু বামলীলা যায়দানের উন্নত পরিবেশে আভ্যন্তর্পণ আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে অস্পৰ্শ্য বলে পরিচিত এসব নিম্ববর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন-নিপত্তি চালাতো। এমনকি কৃপের পানি পর্যন্ত এবং তুলতে পারত না। নিম্ববর্ণের এসব হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা ভারতের বিশ হায়ার বছরের পুরনো বর্ণন্দে প্রথম থেকে বেরিয়ে গেল। ভারতে নিম্ববর্ণের লোকের সংখ্যা কয়েক কোটি। তারা অখণ্ডিতিক ও সামাজিক দিক থেকে চরমভাবে উপেক্ষিত। বৌদ্ধ নেতা সুবীর কুমার বলেন, আরো কয়েক লাখ নিম্ববর্ণের হিন্দুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা রয়েছে।

## নিউইয়র্কে মার্কিন যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বন্ত

୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରେ ଘଟନାର ୨ ମାସ ପର ଗତ ୧୨ ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ନିଉଇର୍କ ମମ୍ବ ସକାଳ ୯-ଟାର ସାମାଜି ପରେ ଆମେରିକାନ ଏୟାର ଲାଇସେର ଏ-୩୦୦ ଏୟାରବାସ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ୫୮୭ ନଂ ଫ୍ଲୋଇଟ୍ରେ ଜେଟ ବିମାନଟି ଜନ ଏଫ୍, କେନେଡି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଥେକେ ଉଡ଼ୁଯାନେ ପରପରାଇ ନିଉଇର୍କରେ କହିସ ବରୋତେ ଘନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଲାକାକୟ ଗିଯେ ବିଧିବ୍ରତ ହୁଏ । ଏତେ ବିମାନରେ ୨୬୦ ଜନ ଆମେରିକୀୟ ଓ ଭୂମିତେ ଅବସ୍ଥାନରତ ୮ ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ୪ ଟି ଭବନ ଧ୍ଵନି ହୁଏ । ବିମାନଟି ବିଧିବ୍ରତ ହୁଓଯାର ପର ଧ୍ଵନାବସ୍ଥାରେ ଥେକେ କାଳେ ଧୋଯା ଓ ଆଗୁନ ଜୁଳତେ ଦେଖା ଯାଏ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟନାର ପରପରାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ବକ୍ଷ କରେ ଦେଓଯା ହୁଏ ଏବଂ ସାରା ନିଉଇର୍କରେ ନିରାପତ୍ତା ଜୋରଦାର କରା ହୁଏ ।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিবহন নিবাপত্তি বোর্ডের জর্জ ব্লাক জুনিয়র প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ভিতি দিয়ে বলেন, তারা বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণ হীনভাবে উড়তে দেখেন। পরে দেখেন এটি থেকে টুকরো টুকরো অংশ ভঙ্গে পড়ছে। পরে বিমানের সম্মুখ অংশ ডাইভ দেওয়ার ভঙ্গিতে ভূমিতে এসে পড়ে। তদন্তকারীরা জানান, বিমানটি উড়য়নের প্রাথমিক পর্যায় স্বাভাবিক ছিল। এর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন কো-পাইলট। বিমানটিতে টেকআফের ১০৭ সেকেণ্ড পর একটি বিদ্যুটে শব্দ শোনা যায়। পরে দ্বিতীয়বার আবারো শোনা যায় একই শব্দ। এর ২৩ সেকেণ্ড পর কক্ষপিট ভয়েস রেকর্ডার থেমে যায়। বিমানটি বিবর্ষণ হওয়ার আগেই বিমানের লেজ ও সংযুক্ত রাডার কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কর্তৃপক্ষ তা জানার চেষ্টা করছেন। বিমানের ইঞ্জিনে পারী ঝুকেছিল কিনা তা ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিমানের দুটি ইঞ্জিনই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়। তদন্তকারীরা এখন পর্যন্ত কোন অন্তর্ভূত মূলক তৎপরতার চিহ্ন খুঁজে পাননি। এপর্যন্ত প্রাণ সকল তথ্য কারিগরী বা যান্ত্রিক সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

মুসলিম জাত

ମାଦରାସା ଶିକ୍ଷାୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାନ ବନ୍ଧ କରେ ଦେଓଯାର

## পরিকল্পনা করছে মোশাররফের সরকার

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশারাফেনের সরকার মাদুরাসা শিক্ষায় অর্থ যোগান বক্স করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফানী হায়দারের ভাষায়, মাদুরাসা ছাত্রো সহিংসতা ছড়াচ্ছেন। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হায়দার আরো বলেন, মাদুরাসাগুলিক রাজনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে। তাই কোন সরকার এটা মেনে নিতে পারে না।

দোহায় ৫ দিন ব্যাপী চতুর্থ 'ড্রুটিও' সম্মেলন

গত ৯ নভেম্বর শুক্রবার থেকে কাতারের বাণিজ্যিক দোষায় শুরু হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চতুর্থ মন্ত্রী পরিষদায়ী সম্মেলন (ফোর্ম ড্রাউটিও মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স)। ৫ দিনব্যাপী এই সম্মেলন ১৩ নভেম্বর শেষ হয়। বাংলাদেশ সহ ৪৯ টি স্বৈরাজ্যিত দেশের পক্ষে উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণে যোগাযোগ দেশগুলির সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ। আর এ জন্য বাণিজ্যিক আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিত্ব গত ৮ নভেম্বর কাতার যান।

এবারের সম্মেলনে যেসব বিষয় আলোচনায় পায়, তন্মধ্যে যথেষ্টে উকুলগুরো সাউও-এর ন্যায় কম্প্রিহেন্সিভ রাউণ্ড বা নিউরাউণ্ড শুরু, যোথে এও ডেভেলপমেন্ট রাউণ্ড হিসাবে এটি চিহ্নিত হওয়া না হওয়া এবং অন্যান্য নতুন ইস্যুসমূহ (লেবার স্টার্টাপস, কম্পিউটিশন পলিসি, ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, এনভারনমেন্টাল ইস্যু, গভর্নেন্ট প্রকিউরমেন্ট, সোসাল ক্লিজেস, গুড গভর্নেন্সে)।

চতুর্থ 'বিশ্ববাণিজ' সংস্থার (ড্রুটিড) মন্ত্রী পরিষদাদীয় এই সম্মেলনে ১৪২টি দেশের সাড়ে চার হাজারের মত অতিথি যোগ দেন। এর মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন দেশের দুর্ব্লাশ্যার সরকারী প্রতিনিধি, সাতশ' সাংবাদিক এবং বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি রয়েছেন ছয়শ' জন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ড্রাইইটও) প্রতিষ্ঠিত হয়। ড্রাইটও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মন্ত্রী পর্যায়ে তিনিটি সম্মেলন হয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের বিনিময়ে আরব বিশ্ব  
ইসরাইলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে

বাদশাহ ঘটীয় আনুভাব বলেছেন, একটি স্থায়ীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিনিয়োগে আরব বিশ্বকে সমিলিতভাবে ইসরাইলের নিরাপত্তা প্রদানে প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষণের দি টাইমস' পত্রিকায় বলা হয়, এই কৃপারেখর আলোকে একটি ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, মিসর ও জর্জিয়ানসহ প্রধান আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। জর্জিয়ানের বাদশাহ আনুভাব বলেন, এ ব্যাপারে একটি মতোক্য হলে আরব দেশগুলি ইসরাইলের অঙ্গত্ব ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। বৃটিশ পত্রিকা টাইমস'কে বাদশাহ আনুভাব বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী আরব দেশগুলি ইসরাইলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ার কারণে বাদশাহ আনুভাব হই মত্ত্বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচন করা হচ্ছে। এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কালিন পাওয়েল ও ইসরাইল অধিকত ভূখণ্ডে একটি ফিলিস্তীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তার সমর্থন পুনর্ব্যূজ করে বলেন, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের মধ্যপ্রাচা যুদ্ধের পর জাতিসংঘ

নিরাপত্তা পারিষদের গৃহাত প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইলের উচ্চ শাস্তির জন্য দখল করা ভূমি ছেড়ে দেওয়া।

### আমার স্ত্রীরা সবাই আরব বংশোদ্ধৃত

-সুসাম বিন লাদেন  
তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের মেয়েকে বিন লাদেন বিয়ে করেছেন বলে পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে যে খবর বেরিয়েছিল, উসমান বিন লাদেন গত ১০ নভেম্বর পাকিস্তানের খ্যাতিমান ইংরেজী দৈনিক 'ডন'-এর সঙ্গে সাক্ষাত্কারে তা প্রতিশ্রুতি বলে নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'আমার সব স্ত্রীই আরব'। গত ৭ নভেম্বর, কাতুলের কাছাকাছি কোন এক অজ্ঞাত স্থানে পাকিস্তানের উদ্দীনেক আর্টিসাফ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাত্কারেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'মোল্লা ওমরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্বীকৃত আধ্যাত্মিক। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন আত্মায়তার সম্পর্ক নেই'।

### তার অপরাধ তিনি দেখতে বিন লাদেনের মত

ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে দাসপাল্লা শহরে ৫ নভেম্বর কাজের সম্মানে ৪৫ বছর বয়সী একজন লোক আসেন। শুক্রধারী হাঙ্কা-পাতলা গড়নের লোকটিকে বিন লাদেনের মত দেখায় বলে লোকজন তার আশপাশে ভিড় জমায়। শহরের একজন কর্মকর্তা জানান, কোনরকম সাম্বন্ধান্বিক উজ্জেব্জন সৃষ্টির আশংকায় নাকি এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রয়েটাস পরিবেশিত খবরে লোকটির ধৰ্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি।

**মালয়েশীয়রা ভিসা ছাড়াই ইরাকে যেতে পারবে**  
মালয়েশীয়দের ইরাকে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিম্নে প্রত্যাহার করা হয়েছে। দুই মুসলিম দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরাদারের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইয়াকী শিল্পমন্ত্রী মদজিার রেয়া শাল্পাহুর বক্তব্য উকৃত করে সরকারী সংবাদপত্র 'আল-জমহুরিয়া' জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন এক নির্দেশ জারি করে বলেছেন, মালয়েশীয় নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ইরাকে যেতে পারবেন। ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যান্য অর্থনৈতিক অবরোধ প্রশ্নে মালয়েশীয় অব্যাহত প্রতিবাদের পুরুষার হিসাবে ইরাক এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

মালয়েশীয়া ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে বাগদাদে বছরে আড়াই লাখ টন পায় অয়েল রফতানী করত। যুদ্ধের ফলে এই রফতানী বন্ধ হয়ে যায়। তবে মালয়েশীয়া সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় জোরাদার করেছে এবং ইরাকে প্রোটন কার ও পায় অয়েল রফতানী করছে।

**মালয়েশীয়া ও লাখ বিদেশী শ্রমিক বহিক্ষার করবে**  
মালয়েশীয়া তার অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে ও লাখ বিদেশী শ্রমিককে বহিক্ষার করবে এবং সে স্থানে তারা স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করবে। শ্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় সচিব আবু যাহার ইসলামের উকৃত দিয়ে বলা হয়, বিদেশী শ্রমিকদের তিনি বছরের বেশী দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবু যাহার বকেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেওয়ায় অনেকে স্থানীয় শ্রমিককেও চাকরিচুত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের নীতি পরিবর্তন করে স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগে প্রধান্য দেওয়া হবে। তবে সরকার স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগে ব্যর্থ হ'লে পুনরায় বিদেশী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হবে। মালয়েশীয়ার বর্তমানে ১০ লাখ বিদেশী শ্রমিক রয়েছে। এরা হচ্ছে ইন্দোনেশীয়া, ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও ফিলিপাইনের নাগরিক।

### হাতের নাড়াচাড়ায় মোবাইল ফোনের ব্যাটারি রিচার্জ

যুক্তরাষ্ট্রের 'আলাদিন পাওয়ার কোম্পানী' কুদ্বাক্তির এমন এক ধরনের জেনারেটর বাজারে ছেড়েছে, যা মাত্র তিন মিনিট নাড়াচাড়া করলেই যে কোন মোবাইল ফোনে ২০ মিনিট কথা বলার মত চার্জ যোগাতে পারে। ৫ ইঞ্জিন দৈর্ঘ্য ও দেড় ইঞ্জিন চওড়া আকৃতির এই স্ট্রাটেজির দাম প্রতিবে প্রায় ৬০ ডলার।

### পৃথিবীর দীর্ঘতম চিঠি

পৃথিবীর দীর্ঘতম চিঠি হচ্ছে ২২ বছর বয়স্কা রূপলাল নামক এক ভারতীয় মহিলার লেখা। এতে রাজনীতি, শিক্ষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সাধাৰণ জ্ঞান ও খেলাধুলাসহ সকল বিষয়ে মোট ১৭ লাখ ৭৩ হাজার ২৮৬টি শব্দ রয়েছে। এ চিঠির দৈর্ঘ্য ৩.৬ কিলোমিটার। লিখতে সময় লেগেছে ৩ বছর। কলি বায় হয়েছে ১.৮৬ লিটার।

### আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক পাউডার

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক পাউডার আবিষ্কার করেছেন, যা আকাশের মেঘকে অপসারণ এবং হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন ঝড় বন্ধ করতে পারবে। বিশ্বের যেসব স্থানের আবহাওয়া বৈরী সেসব স্থানে উক্ত পাউডার লিঙ্কেপ করে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যা প্রচুর পানি শোষণ করতে পারবে। তাই মেঘে থাকা পানি পাউডারের সংস্পর্শে এসে ঘন বন্ধ হিসাবে আকাশ থেকে বারে পড়বে। এই ঘন বন্ধ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

### চীনে এ্যান্থুরাস জীবাণু ধূস্বকারী যন্ত্র আবিষ্কার

চীন চিঠির মধ্যে থাকা এ্যান্থুরাস জীবাণু ধূস্বকার করার যন্ত্র বের করেছে। এর চারটি যন্ত্র আমেরিকায় পাঠানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চীনা বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক রশ্বার সাহায্যে চিঠির ভেতরে থাকা এ্যান্থুরাস জীবাণু ধূস্বকার করতে সক্ষম হন বলে দাবি করেছেন।

### মধুতে প্রচুর ক্যালারি

যেসব খাবারে এন্টিঅ্স্কিডেন্ট থাকে সেইসব খাবার খেলে ক্যাপ্সার ও হদরোগ প্রতিহত হয়। আরমাবায় অবস্থিত ইলিনরিস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেছেন, এই এন্টিঅ্স্কিডেন্ট মধুতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাদের মতে, মধু যত গাঢ় হবে এন্টিঅ্স্কিডেন্ট তত বেশী থাকবে। শুধু এন্টিঅ্স্কিডেন্ট নয়, মধুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালারি। যেখানে ৪ আউস গাজর বা কমলা (প্রায় ১১২ গ্রাম) শরীরে যোগান দেয় ৪০-৫০ ক্যালরি শক্তি, সেখানে ৪ আউস মধুতে থাকে ৩৬০ ক্যালরি শক্তি।

## জনমত কলাম

### তিক্ত অভিজ্ঞতা

#### মতান্বিতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

-মুহাম্মদ আব্দুল হামাদ (বাহরাইন)

সেউন্দী আরবে পার্থিব উপর্যুক্তের লক্ষ্যে এসে আল্লাহপাকের অশ্বে রহমতে সঠিক দীনের সঞ্চান পেয়েছি। পীরতন্ত্র আর তথাকথিত বুরুণ ও মুরব্বীদের পথই সঠিক পথ বলে যে আত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলাম, 'উনাইয়া ইসলামিক সেন্টার'-এর মুহতারাম ও স্তোদ অব্যাপক রূপীদ আব্দুল কুলিয়াম-এর দাঁ'ওয়াত ও একান্ত প্রচেষ্টায় ভ্রাতৃ বিশ্বাসের সেই বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। মুহতারাম ও স্তোদের ছাই হালীলভিত্তিক আলোচনায় আমার মত শত শত যুবক পাবিত্র কুরআন ও ছাই হাদীছের ছবছায়ায় এসে ধ্যান হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি বাতিল ফের্কা ও জামা'আত সম্মের আলোচনার নিমিত্তই আজকের এ কলামের অবতারণা।

আদি পিত আদম (আঃ)-এর একমাত্র শক্ত ছিল ইবলীস শয়তান। সেই থেকে সে ইস্রাইল ও মুসলমানের বিরুদ্ধে শক্ততা করে আসছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে। এই ইবলীস-এর দোসর ইহুদী, নাচারা, মুশরিকরা ইসলামের যত ক্ষতি সাধন করেছে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী জামা'আত ও সংগঠন।

আমাদের স্মাজে শিরকী ও বিদ'আতী বিভিন্ন জামা'আত রয়েছে। কবর পূজারী, মাজার পূজারী, পীর পূজারী, মুরব্বী পূজারী, আর মীলাদ পষ্টুদের মত অসংখ্য দল আমাদের গোটা সমাজটাকে করছে কল্পিষ্ঠ। এসব ফের্কাবন্দীর একে অপরকে দেখতে পারে না। নিজে শিরকে নিমজ্জনান অথব অপরকে মুশরিক বলতে দিখ নেই, নিজে বিদ'আতে লিপ্ত অর্থ অন্যকে বিদ'আতী বলতে কার্পণ্য নেই। অপ্রিয় হলো বলতে হচ্ছে যে, এসব জামা'আত সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি জামা'আত হচ্ছে তাবলীগ জামা'আত। এরা মুখে তাওহীদের দাঁ'ওয়াতের বুলি আওড়ালেও বস্তুত এদের দাঁ'ওয়াত ও প্রশিক্ষণে শিরক ভরপুর। আমার মতের স্বপক্ষে পাঠকবুদ্ধের সামনে প্রমাণাদি উপস্থাপনার পূর্বে এ জামা'আতের একটি ধোকাবাজির কথা উল্লেখ করতে চাই। সেউন্দী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে তাবলীগী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। সেউন্দী আরবের কতিপয় তাবলীগী ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় আমি তাদেরকে যথন আমাদের দেশের তাবলীগী মুরব্বীদের শিরকী তাকুদীদার কথা বললাম, তখন তারা আক্ষর্য হয়ে আমাকে জানালেন, সেউন্দীসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তাবলীগের তালীমী কিতাব হচ্ছে ইমাম নবরী সংকলিত 'রিয়ায়ুছ ছালেহীন' (হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ ধৃতি)। অথব আমাদের দেশের তাবলীগ জামা'আতের তালীমী ধৃত হচ্ছে মাওলানা যাকারিয়া প্রণীত 'তাবলীগ জামা'আতের তালীমী নিসাব'। যার কথা তারা কোনদিন শোমেননি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে মনগড়া হাদীছ ও সুকীদের গল্প-কাহিনীতে ভরপুর 'ফায়ালেন-এ আমল' নামক অস্থুকে নেছে করণের কথা কয়েকজন সেউন্দী তাবলীগপছীর নিকট বললে তারা এ শিরকী জামা'আতের সাথে সম্পর্ক ন রাখার কথা জানিয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হামদ।

তাবলীগ জামা'আতের প্রশিক্ষণের কিতাব হচ্ছে 'তাবলীগী নেছাব' নামে খ্যাত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী প্রণীত কয়েক খণ্ড সমূক্ষ ধৃত 'ফায়ালেন-এ আমল'। খালেছ তাওহীদের বিশ্বাসী, পবিত্র কুরআন ও ছাই হাদীছে সঠিক জ্ঞানী বাতিল এ কিতাবগুলি পড়লে তাবলীগীদের আসল চেহারা তাদের নিকটে উন্মোচিত হবে। আমি পাঠকবুদ্ধের দেখদমতে দুঁ'একটি নুনুনা পেশ করছিঃ তাবলীগীদের মুরব্বী মাওলানা যাকারিয়া স্বীয় পীর রশীদ আহমাদ গাঁওহীর একটি পত্র 'ফায়ালেন-এ সাদাকাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যে

পত্রে মাওলানা গাঁওহী স্বীয় পীর এমদাদ উল্লাহ মক্কীকে সংৰোধন করেছেন, 'হে আমার দুই জাহানের আশ্রয়স্থল' (ফায়ালেন-এ সাদাকাত ২/১৮৫ পৃঃ); পূর্বসূরী ও মুরব্বীরা যাদের উভয় জগতের আশ্রয়স্থল(!) তারা কিন্তু মুসলমান পাঠকই চিন্তা করুন। 'ফায়ালেন-এ সাদাকাতে' মালেক বিন দিনার নামক এক বুর্গৰের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে মালেক বিন দিনার কর্তৃক এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই বেহেশতের লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান এবং পরবর্তীতে এ ব্যক্তির জন্মাত্ত নাভের ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে (দেখন ফায়ালেন-এ সাদাকাত ২/৩৪৫-৩৪৬ পৃঃ)। যেকোন খালেছ তাওহীদের বিশ্বাসী মুসলমান এ ঘটনা পড়লে গা শিউরে উঠবে। যেখানে স্বয়ং আমাদের নবী (ছাঃ) আল্লাহর নিদেশ ব্যতীত কাউকে জানাতের সু-সংবাদ দেননি। অথব তাবলীগীদের পূর্বসূরী মালেক বিন দিনার অন্যায়েসই জানাতের সার্টিফিকেট প্রদান করলেন (নায়ুব্যুলিল্লাহ)। তাইতে তাবলীগীদের মুখে মুখে মুরব্বীর কথা, কুরআন ও ছাই হাদীছের কথা নেই। কারণ মুরব্বীরাই তো তাদের জানাতের সার্টিফিকেট(!)। তাবলীগীদের এসব মনগড়া হাদীছ বর্ণনা মিথ্যা কিছু ছাই হাদীছে নিয়ে লোকদের তাবলীগে উৎসাহ প্রদান, বিশ্ব ইজাতক কে হজের সম্পর্কে করণ, তাবলীগই নাজাতের পথ যোগণ। ই তাঁদের কার্যকলাপ সচেতন সকল মুসলমানের জন। তাই তাদের শিরকী ও বিদ'আতী অঞ্চান থেকে মুসলিম উম্মাহকে বক্তা করতে খালি তাওহীদের বিশ্বাসী কুরআন ও ছাই সুন্নাহর নিঃস্বার্থ অনুসারীদের এগিয়ে আসা একান্ত যরুবী।

এক্ষণে আমি আমাদের দেশে প্রচলিত শীরপছীদের একটি শিরকী আকুদার কথা উল্লেখ করব। চরমোনাই, ফুরফুরা, আটুশি, দেওয়ানাবাণী আর দেওবন্দী সকল ফের্কার পীরপছীদের আকুদা মূলতও একই। যদিও বিভিন্ন স্বার্থে তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তা কিন্তু আদর্শক নয়, স্বার্থ কেন্দ্রিক। সেজন্য তাদেরকে কুরআন ও ছাই সুন্নাহর নিঃস্বার্থ অনুসারী আকুদার আহলেহাদীদের বিরুদ্ধে মতভেদ ছুলে গিয়ে একটা হ'তে দ্বিবাবোধ করে না। কেননা! একমাত্র আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে মতভেদ ছাই হাদীছে একটাকে করে না। বাংলাদেশের খাতনামা পীর, যিনি সম্প্রদাতা পীরে দেওয়ানাবাণী বিরুদ্ধে তিহান শুরু করেছেন। সেই চরমোনাই অনুসারীদের আকুদা হচ্ছে, কারেল হ'তে হ'লে আল্লাহর চেয়ে পীরের কথার মূল্য বেশী দিতে হবে (কহানী ফয়েজ, চরমোনাই পীরের মুজাহিদ প্রকাশনী, পৃঃ ৩৮)।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর আদেশকে যারা নিজ পীরের আদেশের চেয়ে গোণ করে দেখে, তারা কিন্তু মুসলমান(!)। মুশরিক হিন্দুরাও বিশ্বাস করে যে, ভগবানের আদেশ শিরোধীর্ঘ। অথব মুসলিম নামধারী পীরপছীদের একি বিশ্বাস(!)। কুরআন ও ছাই সুন্নাহর আলোকে এসব আকুদায় বিশ্বাসীদের হকুম কি হবে তা সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবুদ্ধের উপর।

পীরপছীদের আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, মৃত মুরীদকে কবরে রাখার পর পীর তার নিকটে উপস্থিত হয়। ওহমান হাকুনী নামক এক বুরুণ তার মুরীদের কবরের আয়াবের সময় ফেরেশতাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার কবরের আয়াব দূর করে দিয়েছিলেন (গীরী নেওয়াজ খাজা মদ্দুলীন চিত্তভী, পৃঃ ৪১)। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুনকার-নাবীরের সওয়াল-জওয়াব শেষে আয়াব হ'তে প্রতিবন্ধক হিসাবে শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন আমল উপস্থিত হবে। অথব পীরবা তাদের মুরীদদের এ ধারণা দেয় যে, এসময় পীরও মৃতের পাশে উপস্থিত হবে। তাইতে অনেক মুরীদদের দেখা যায়, তারা ছালাত-ছিয়ামের ধার ধারে না। কিন্তু সর্বক্ষণ পীরের খেদমতের বেলায় ঘোলআন প্রস্তুত। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কয়েকটি বিশ্বাস হাদীছে কয়েকজন ছাই হাদীছের কবরের আয়াবের কথা বর্ণন করেছেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তাদের কবরের আয়াব দূর করতে পারেননি। অথব পীরবা তা করতে পারে? এ আকুদা যাবা পোষণ করে তারা যে ভও, প্রতারক, মুশরিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। আল্লাহপাক আমাদেরকে এসব ভাস্ত আকুদা হ'তে হেফায়ত করুন আরীন!

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ওয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ষ বর্ষ ওয় সংখ্যা

## সংগঠন সংবাদ

### আন্দোলন

#### আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন গড়ে তুলি

-জুম'আর খুত্বায় আমীরে জামা'আত

চাকা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার অদ্য চাকাস্থ নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুত্বায় 'বিদ'আত ও তার অপকারিতা' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত 'শবেবরাত' অনুষ্ঠানের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে মুহত্তারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এদেশে ইসলামের নামে বহু কিছু চালু আছে, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। ধর্মের নামে প্রচলিত মীলাদ, কৃত্যাম, শবেবরাত, কুলখানি-চেহলাম ইত্যাদি এসবেরই অস্তুক্ত। এর মাধ্যমে নেকীর বদলে আমরা আমাদের আমলনামায় কেবলই গোনাহ যুক্ত করে চলেছি। আমাদেরকে অবশ্যই সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করতে হবে। তালাশ করার যোগ্যতা না থাকলে যারা জানেন, তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কেননা মুসলমান কেবল দলীলের অনুসরণ করবে, কারু ব্যক্তিগত বায়ের অনুসরণ নয়। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় জীবন আজ শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে পূর্ণ হয়ে গেছে। যার অধিকাংশেরই মূল উৎস যষ্টিক ও মওয়ু বা জাল হাদীছ এবং দুনিয়াদার আলেমদের অপব্যাখ্যা প্রসূত। আমাদেরকে আমাদের পরকালীন মুক্তির স্থাথেই এসব থেকে সারাধুন থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশবাসীর নিকটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর একটাই মাত্র আহ্বান, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন যাপন করি। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান মেনে চলি।

#### দলীয় মেনিফেস্টো নয়, কুরআন ও সুন্নাহুর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নিন

-মুহত্তারাম আমীরে জামা'আত

খানপুর, রাজশাহীঃ গত ২৮শে অক্টোবর বরিবার মোহম্পুর উপজ্যুলধীন খানপুর হাইকুল ময়দানে আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে দেশের নবগঠিত জোট সরকারের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহত্তারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নৌকা আর ধন্তন শীমের পালাবদল শুধু নয়, জনগণ দেশে প্রকৃত শাস্তি ও স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। প্রচলিত গণতন্ত্রেটা কখনোই সম্ভব নয়। তিনি সদ্যগত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আগত দলীয় সরকারের তুলনা করে বলেন, দলীয় সরকার নিঃসন্দেহে একটি দুর্বল সরকার। এই সরকারকে সর্বদা ভোটারদের সন্তুষ্টির দিকে নয়র রাখতে হয়। বিভিন্ন শরের দলীয় নেতাদের খুশি

করতে গিয়ে অসংখ্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করতে হয়। এছাড়াও থাকে সর্বস্তরের কর্মী ও সমর্থকদের মন জোগানোর প্রতিযোগিতা। ফলে পরা শাসনবন্ধন শাসক দলের তোষণ ও সেবাদানে নিয়োজিত হয়। ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হয় দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। সেখানে মানবতা নির্ধারিত হয়, ন্যায়নীতি ভুলুষিত হয়। বিশ্বের সর্বত্র চলচ্ছে গণতন্ত্রের নামে এই মানবতাবিরোধী আরাজক নীতি। বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলাম স্বাধীন নয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ শাসিত হচ্ছে এককালের শোষক ইংরেজ খৃষ্টানদের রেখে যাওয়া গণতন্ত্র নামীয় জবরদস্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ও তাদের রেখে যাওয়া আইন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

তিনি বলেন, সরকারী ও বিরোধীদলীয় অন্তর্বাজ ও পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুপকাঠে নির্যাতিত মানবতাকে বাঁচাতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী শাসন ও জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে যেতে হবে। এজন্য অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন ও সংঘবন্ধ হ'তে হবে। জন্মতকে সংগঠিত করে জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে মেনে নিতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি' প্রভৃতি সংগঠন সমূহ মূলতঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একটি দা'ওয়াতী সংস্থা। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত উক্ত সংগঠন সমূহ এদেশের মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হাছিলে এক্যবন্ধ হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নামেবে আমীরের শায়খ আব্দুল ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফিয়ুর রহমান, আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায়কান বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট) প্রমুখ।

#### দলতন্ত্র নয়, ইমারত ও শুরাভিত্তিক রাজনীতি চালু করুন

-আমীরে জামা'আত পাঁজর ভাঙ্গা, নওগাঁঁ গত ১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যেলা সভাপতি মাস্টার অনিসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে যেলা সম্মেলন' ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহত্তারাম আমীরে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিদ মাওলানা আব্দুর রায়কান বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুল মায়ান (সাতক্ষীরা), কেন্দ্রীয় মুবালিগ এস.এম.আব্দুল লতীফ ও স্থানীয় নেতৃবন্দ।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয় মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ তৃতীয়

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহত্তারাম আমীরে জামা'আত সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের প্রেক্ষাপট আলোচনায় বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশাসনিক জীবন তুলে ধরে বর্তমান বিশ্বে ..... নির্বাচিত নেতা-নেতৃদের প্রশাসনিক নীতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কুরআনে চোরের হাত কাটা আইন যদি সংসদে পাশ করা ও দেশে কার্যকর করা হ'ত, তাহ'লে দেশে চোর খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ইমারত ও শুরাভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং স্বাধীন ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে চায়। মুহত্তারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদের সার্বিক জীবন কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পিরোজপুরঃ গত ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে ১ম দিন তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং ২য় দিন আদর্শ বয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মুহাম্মদ মাওলানা আব্দুর রায়হাক বিন ইউসুফ, খুলনা সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ হাফীয়ুর রহমান (বাগেরহাট)।

বক্তব্যগত শিরক-বিদ-'আত পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসৰী হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য বৃহত্তর বরিশালের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি উদ্বৃত্ত আহ্বান জানান।

## রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ত্রো ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বৃড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর অন্যতম সুধী মুহাম্মাদ ইন্দীছ আলী ভূইয়া-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাবেক যেলা সভাপতি আহমদ শরীফ, সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ, রাধানগর কালিকাপুর দাখিল মাদরাসার সুপার মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন প্রমুখ। সম্মানিত আলোচকগণ বলেন, উন্নত মানুষে উন্নীত করার জন্য আল্লাহপাক আমাদের উপর ছিয়ামে রামাযান ফরয করেছেন। আজ্ঞার পরিশুল্ক ছাড়া উন্নত মানুষ হওয়া যায় না। রামাযানের শিক্ষাই হচ্ছে আত্মঙ্করির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নতি ঘটানো। আর আত্মঙ্করির গাইত্য বুক হচ্ছে আল্লাহ প্রেরীত সর্বশেষ অহি আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ।

অহি-র অনুসরণের মাধ্যমে বাজি, পরিবার ও সমাজ সংশোধন করা সম্ভব। আর রামাযানুল মুবারাক এই আহ্বান নিয়েই আমাদের মাঝে প্রতি বছর ফিরে আসে। তারা বলেন, এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া সকল মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

## পবিত্র কুরআনকে জাতীয় সংসদে নিয়ে যান

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ২০শে রামাযান বৃহস্পতিবার ফ্রেঞ্চ রোডে হাজী জুমান কমিউনিটি সেন্টার (৬৮ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার) নয়াবাজার, ঢাকায় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে সংগঠনের আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালির বর্তমান জেটি সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি আফগানিস্তান, কাশ্মীরসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজকে দেশের সার্বিক অবনতির মূলে রয়েছে কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার স্বার্থে রাস্তায় আইন ও বিধান সংস্কার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা সভাপতি ইজিনিয়ার আবদুল আয়ী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মালেক- মুদারাবির মাদরাসাতুল হাদীছ নজিরা বাজার ঢাকা, মাওলানা শামসুন্নাদীন সিলেটী- খটীয়া বাংলা দুয়ার জামে মসজিদ, হাফেয় মাওলানা আনীসুর রহমান- খটীয়া বৎশাল মালিবাগ জামে মসজিদ ঢাকা এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ। স্ব স্ব নিজস্ব দানে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে চার শতাধিক কর্মী ও সুবীৰ্বন্দের বিবাটি সমাবেশ ঘটে।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয় মুহাম্মাদ আবদুল ছামাদ।

## তালীমী বৈঠক

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকায়ী জামে মসজিদে যথায়িতি সাওহাইক তালীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ হাশেম আলী। অতঃপর সূরা আন-আম-এর ১৫১, ১৫২ ও ১৫৩ নং আয়াতে বর্ণিত ১০টি হারাম থেকে বেঁচে থাকার উপর মাসিক আত-তাহরীক-এর দরসে কুরআন-এর মে '৯৯ সংখ্যার আলোকে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবালেগ ও তালীমী বৈঠকের পরিচালক এস,এম, আব্দুল লতাফ।

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকায়ী জামে মসজিদে হাফেয় মুহাম্মাদ লুঁফর রহমানের তাজবীদভিত্তিক বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথায়িতি সাওহাইক তালীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'দাওয়াতে দীনের ফরীলত'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান। তিনি সবাইকে দাঁওয়াতী কাজে আবিনয়ের করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান।

১০ই অক্টোবর ২০০১ বৃথাবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড় দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয মুহাম্মদ লুৎফুর রহমানের তাজবীদ সহ কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তালীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত তালীমী বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতুরাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আমাদের মূল গন্তব্যস্থল হচ্ছে আখেরাত। তাই আখেরাতের স্বার্থে আমাদের প্রত্যেককে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ও তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে আবিনয়ের করা অপরিহার্য। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রত্যেক নেতো-কর্মীকে পরকালীন স্বার্থে 'আন্দোলন'-এর চতুর্ভুবী কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাম্মদ মাওলানা আব্দুর রায়হাক বিন ইউসুফ।

### যুবসংঘ

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা বন্ধ এবং পবিত্র মাহে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে বিক্ষেপ মিছিল ও প্রতিবাদ সভাঃ

(১) চাপাই নবাবগঞ্জঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কানসাট এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর ২০০১ইং মঙ্গলবার শিবগঞ্জ উপবেলা শহরে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এবং মাহে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক বিরাট মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শিবগঞ্জ থানার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং কেট চতুরে এসে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে আফগানিস্তানের উপরে অব্যাহত মার্কিন হামলা অবিলম্বে বন্ধের জন্য ইস-মার্কিন চক্রের প্রতি আহ্বান জানান। সাথে সাথে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার্থে তারা যাবতীয় অঞ্চল কার্যক্রম বক্সের দাবী জানান।

(২) ১৬ই নভেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বৃত্তিচ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হতে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক মিছিল বৃত্তিচ উপবেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে 'আলহেরা মডার্ণ একাডেমী' ক্যাম্পাস চতুরে সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পথসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জালালুজ্জামিন তিনি বলেন, রামায়ান মাসেই অবর্তীর্ণ হয়েছে মানব জাতির মুক্তি সনদ মহাত্মা আল-কুরআনুল কারীম। তিনি এ মুসুর প্রবন্ধতা রক্ষার পাশাপাশি রামায়ান মাসের ছিয়াম যে

উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক আমাদের উপর ফরয করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে সবাইকে প্রতিযোগিতা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠিত পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের কুমিল্লা যেলার সাবেক সভাপতি আহমদ শরীফ, যেলার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ। মিছিল নেতৃত্ব দেন আন্দোলনের যেলা সহ-সভাপতি আলহেজ্জ মুহাম্মদ রসমত আলী ও আন্দোলনের যেলা দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক।

(৩) ১৫ই নভেম্বর ২০০১ বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া (সাতক্ষীরা) এলাকার উদ্যোগে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে এক মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে কলারোয়া 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-য়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাষ্টার ক্ষামারুম্যামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-র সাবেক (ভারপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা শেখ রফিকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-র সভাপতি মাওলানা ফয়েজুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হাসীম, মাওলানা গোলাম রহমান, মাওলানা গোলাম সরওয়ার প্রমুখ।

(৪) ১৬ই নভেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রামায়ানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে এক বিরাট মিছিল সাতক্ষীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে পলাশপোল 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সম্মুখে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-র প্রচার সম্পাদক মাওলানা শাহীনুর রহমান যেলা 'যুবসংঘ'-র সভাপতি মাওলানা ফয়েজুর রহমান। পথসভায় বক্তরা রামায়ান মাসে সিনেমা হল, হোটেল, নগুচুবি প্রদর্শন ও সুন-সুষ বন্ধ করার জন্য সাতক্ষীরাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং সাথে সাথে অতিভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

### কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহীঃ গত ২৫ ও ২৬শে অক্টোবর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাধা-চারঘাট শাখার উদ্যোগে মণিগ্রাম-গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতিতে দুদিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মণিগ্রাম-গঙ্গারামপুর শাখার সলপতি মুহাম্মদ এবাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-র সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক ফারক আহমদ, বর্তমান প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হাফেয মুহাম্মদ মুহসিন। উল্লেখ্য যে, ২৬শে অক্টোবর বাদ জুম'আ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক উপস্থিত বক্তা অনুষ্ঠিত হয়।

### গুপ্তিজনকে মূল্যায়ন করণ

-আমারে জামা'আত ঢাকা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছের ১৪ কারী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত মাদরাসাতুল হাদীছ জামে মসজিদের দেওতলায় 'ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত

‘কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহাম্মাদ আমীরুর জামা’আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালির বলেন, যে জাতি তাদের গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে জাতি তাদের যথার্থ উন্নয়ন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বিগত দিনের বস্তিত মহাকবি ফেরদৌসী, জগতিখ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবী, কুরআনের ইংরেজী তাফসীরকার আল্পামা আল্দুল্লাহ ইউসুফ আলী প্রযুক্তির দ্রৃষ্টিকোণে বলেন, সমাজ ও সরকার এসব গুণী মনীষাদের মূল্যায়ন করেনি। তারা সুন্ধার তাড়নায় শুঁকে শুঁকে মারা গেছেন। অথচ সমাজ তাদের নিয়েই চিরকাল গর্ব করে থাকে। তিনি বলেন, উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃত্বদেকে ও যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েন। ‘কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান’ আয়োজনের মাধ্যমে ‘চাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ এ ব্যাপারে যে সাহসী পদক্ষেপ রেখেছে, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি দো’আ করি এদের মধ্য থেকেই যেন আমাদের আগামী দিনের নেতৃত্বদে ও গুণীজনের উত্তর হয়।

যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আয়ী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর শাহুর আব্দুল ছামাদ সালাফী। যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আয়ীমুদ্দীন, যেলা যুবসংঘের সভাপতি হাফেয় আব্দুর ছামাদ, সাবেক সভাপতি তাসলীম সরকার, মাদরাসাতুল হাদীছের শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য লোকায়ে কেরাম।

**কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা** হচ্ছেং মুহাম্মাদ মি’রাজুর রহমান (এইচ.এস.সি), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (আলিম), মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান (আলিম), মুহাম্মাদ আমিন খাতুন (এইচ.এস.সি), ফয়লে নাহার (এইচ.এস.সি), মুহাম্মাদ আলোয়ার হোসাইন (এইচ.এস.সি), মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (এইচ.এস.সি), মুসাম্মার নিলুফার (এইচ.এস.সি), এমদাদুল হক্ক (এইচ.এস.সি), রফিকুল ইসলাম (এইচ.এস.সি), আব্দুল মালেক (এইচ.এস.সি), হেপি (আলিম), মুহাম্মাদ যিয়া (এইচ.এস.সি), মুহাম্মাদ আবু রায়হান ছিদ্রীকী (কামিল), আবুল হাসনাত মুহাম্মাদ জোবাইর (কামিল)।

### বিষয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপঃ

১। আয়োশা বিনতে রহমান (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন হোসাইন (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান (৩য় স্থান)।

২। সাধারণ জ্ঞানঃ মুহাম্মাদ আরিফ হোসাইন (১ম স্থান), মুহাম্মাদ কাওসার আহমাদ (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আবু তাহের (৩য় স্থান), মুহাম্মাদ ফয়েজউল্লাহ ভুইয়া (৪র্থ স্থান), মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (৫ম স্থান), মুহাম্মাদ ছিদ্রীকুর রহমান (৬ষ্ঠ স্থান)।

৩। সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ পুরুষারং মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম, মুহাম্মাদ তুষার খান, মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-আমিন, বোশেরা সুলতানা।

৪। হাদীছং মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুর রায়হাক (২য় স্থান), মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমান (৩য় স্থান)।

৫। উপস্থিত বক্তৃতাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আমীন (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-নো’মান (নওমুসলিম) (৩য় স্থান)।

### বিশ্ববিদ্যালয়কে কুরআন চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করুন

‘আমীরে জামা’আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ মসজিদে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে সমবেত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সুবীরবুদ্দের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীরে জামা’আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালির উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বিশেষ করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রচলিত সলীয় রাজনীতির নেওয়ামী হ’তে দূরে গিয়ে লাইব্রেরী মুখী হয়ে নীরবেন্নিতে কুরআন-হাদীছ চার্চায় আস্থানিয়োগ করুন। ন্যূনে কুরআনের এই মহিমাপূর্ণ রামায়ন মাসে পরিবে কুরআনকে স্বর্ণদায়ী আসীন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাদীছ ফাউন্ডেশন পরিচালনা কর্মসূচির সদস্য জনাব মোমতায় আলী মোল্লা, ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুয় যামান ফারুক, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যাপক ফারুক আহমাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নূরুল ইসলাম প্রযুক্তি। ত্য তলায় ছাত্রী ও মহিলাদের বসার ও শোনার সুব্যবস্থা ছিল।

### বিজ্ঞপ্তি

বিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত পরিচালিত ইসলামী উচ্চ শিক্ষা ইনসিটিউট নিষে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১৪২২/১৪২৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষা হৃৎ ও শুরু হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

#### শর্তমালাঃ

১। আলিম অথবা তার সমমানের সাটিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিয়ে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা)

২। সৎ চরিত্র ও বিশুদ্ধ আকৃতি সংক্রান্ত সাটিফিকেট।

৩। দু’জন সুপ্রিচ্ছিত বক্তৃতের প্রশংসা পত্র।

৪। আরবী ভাষায় মৌলিক শিক্ষায় সম্যক অবগত।

৫। সরকারীভাবে নাগরিকত্ব সাটিফিকেট।

৬। স্থায়ী ও সংক্রান্ত রোগ থেকে মুক্ত সাব্যস্তকারী ডাক্তারী সাটিফিকেট।

৭। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষা গ্রহণের ওয়াদা প্রদান।

মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল থেকে ইনসিটিউট বিস্কি-য়ে চলবে। কোন তথ্যের জন্য= ৮৯১৬৩৯৫ ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ থাকা ও বাওয়ার সু ব্যবস্থা আছে।

ঠিকানাঃ বাড়ী ১৭, রোড ২, সেক্টর ৬, উত্তরা, ঢাকা  
ফোনঃ ৮৯১৬৩৯৫

卷之三

-দার্শন ইফতা  
হাদীছ ফাউণেশন বাংলাদেশ।

ପ୍ରଶ୍ନ (୧/୭୩) : 'ବିଦ୍ୟାତ କରନ୍ତେ ଥାକଲେ ସମ୍ପର୍କିମାଣ ଶୁଣାତ ଲୋପ ପେତେ ଥାକେ' ହାଦୀଛାଟି ଛହିହ ନା ସିଫର ? ସାର୍ଥିକ ଦେଶୀଭାବିତିକ ଜ୍ଞାନ୍ୟାବ ଦାନେ ବାଧିତ କରବେଳ ।

-বুলবুল আহমাদ  
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর।

উন্নেশ্বণ: হাদীছটি ছহীহ। তবে হাদীছটির মূল অনুবাদ এরূপঃ ‘তারা (বিদ্বান্তাত্ত্বীরা) যতদিন বিদ্বান্ত করতে থাকবে, ততদিন সমপরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্রিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না’ (দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮ কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধৰা’ অনুচ্ছেদ)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୨/୭୨): 'ବିଶ୍ଵନାରୀର ଜୀବନ କଥା' ନାମକ ଏକଟି ବିଷୟ ପଡ଼େଛି ଯେ, ମୁହାସାଦ (ଛାତ୍ର) ଭୂର୍ମିଳ ହେଲ୍ଲା ମାତ୍ରାଇ ସିଜାଦାୟ ପଡ଼େ 'ଇହା ଉତ୍ସାହି' 'ଇହା ଉତ୍ସାହି' ବଲେଛିଲେ । ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାନନେ ଚାଇ ।

-মুহাম্মাদ ফুরক্তান  
নোনামাটিয়াল  
দাওকান্দী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুহাম্মদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রাই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতি' 'ইয়া উম্মাতি' বলেছিলেন মর্মে কথাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যেকোন লেখা পাঠকের সামনে পেশ করতে হ'লে যাচাই-বাচাই করা উচিত। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত লেখা দলীলভিত্তিক হওয়া অত্যাবশ্যক। তবে ক্ষয়ামতের দিন সবাই যখন 'নাফসী' 'নাফসী' বলবে তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন 'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত আমার উম্মত' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭০)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୩/୭୩) : ଆମାଦେର ଏଲାକାର ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପେର ବିଷ ବେଡ଼େ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେନ୍। ଏକଥିବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ଜାଯେଯ ଆହେ କି? ପବିତ୍ର କୁରାାନ ଓ ଛହିଇ ସୁନ୍ନାହର ଆଲୋକେ ଜାନିଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରବେଳା।

-নিয়ামুদ্দীন  
মহানন্দখালী, নওহাটা  
পৰা, রাজশাহী।

উভয়ঃ পৰিত্যে কুরআনের আয়াত পড়ে বা শৰী'আত সম্মত  
পৰ্যন্ত সাপের বিষ বাঢ়া এবং এর বিনিয়মে

পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা জায়েয় আছে। আবু সাঈদ খুদরী (৮৪) থেকে বর্ণিত, একদা ছাহাবীদের একটি দল সফরে থাকাবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দণ্ডিত হলে তারা চুক্তি সাপেক্ষে সুরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুক করে তাদের উভয়ের মধ্যেকার স্থির্কৃত পারিতোষিক গ্রহণ করে দিলেন' (বুখারী ১/৩০৮ পৃঃ; ফৎহল বারী হ/২২৭৬ 'ইংজারা' অধ্যায়, অনচ্ছে নং ৬)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୪/୭୫): ଆମାର ମାତା-ପିତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦି ରେଖେ ମାରା ଗେହେନ । ଉତ୍ସ ସମ୍ପଦି ହିଁତେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଛାଦାକୁହ କରା ଯାବେ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ଓ ହିନ୍ଦୀହ ହାଦୀହେର ଆଲୋକେ ଜାନିଯେ ବାଧିତ କରବେଳ ।

-খালেকুয়ামান  
রূপসা, খলনা।

উত্তরঃ মৃত মা-বাবার জন্য ছাদাকৃত করা যায়। আয়োশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীয় (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন তাহ'লে কিছু দান করে যেতেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি, তাহ'লে তিনি উক্ত দানের ছওয়ার পাবেন কি? রাস্মুল (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' (মুন্তাফাকৃত আলাইহ, মিশকাত হ/১৯৫০, স্বামীর মাল হ'তে স্তুর দান' অনুচ্ছেদে)।

প্রশ়্না (৫/৭৫): মসজিদে 'ছালাতুল জানায়া' আদায় করা যায় কি এবং উক্ত জামা আতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে কি? হচ্ছীহ দলীলভিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-জার্জিস মওলা

উত্তরঃ মসজিদে 'ছালাতুল জানায়া' আদায় করা যায় এবং উক্ত জানায়ায় মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারে। তাবেন্দি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত আছে, যখন ছাহাবী সাদ বিন আবী ওয়াকাছ (রাঃ) ইন্দ্রিকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে এসো। যাতে আমিও তাঁর জানায়ায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু তার তাঁর এই বাসনাকে অপসন্দ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ'র কসম! স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বায়ির দুই ছেলে সোহাইল ও তার ভাইয়ের জানায়া মসজিদেই পড়িয়েছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬ জানায়ার সাথে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনচেদ)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୬/୭୬): ପୀର-ଆଓଲିଆଗଣ ମାନୁଷେର କୋଣ ମଙ୍ଗଳ ବା କ୍ଷତି କରାର କ୍ଷମତା ରାଖେନ କି? ପବିତ୍ର କୁରାନ ଓ ଛହିଇ ହାଦୀଛେର ଆଲୋକେ ଜ୍ଞାବ ଦାଲେ ସାଧିତ କରବେଳ ।

-ছালাহন্দীন

বাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

উত্তরঃ স্বয়ং নবী-রাসূলগণও মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে অক্ষম ছিলেন। সেখানে পীর-আওলিয়াগণের তো কোন প্রশ়ঁস্তি আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না’ (জিন ১১)।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, ‘হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহানামের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি আমার মাল-সম্পদ হ’তে যত খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে আমি তোমাদের জন্য কোনই কাজে আসব না’ (মসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিকাক’ অধ্যায়)। তবে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিন শাফা ‘আত করবেন এমর্যে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৭/৭৭): মেয়েরা কি প্যান্ট-সার্ট পরতে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-নাসীমুর রহমান  
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্যান্ট-সার্ট মূলতঃ পুরুষদের পোষাক। সে হিসাবে মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য পোষাক পরতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯)।

উপরোক্তে দলীল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কোন পোষাক মহিলারা পরিধান করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (৮/৭৮): যে ব্যক্তি মসজিদে সর্বদা ছালাতে রত থাকে, ফেরেশতাগণ নাকি সে ব্যক্তির উপর রহমতের দো‘আ করে। এটা কি হাদীছ? হাদীছ হ’লে ছহীহ না বঙ্গিশ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ একবারুল হক

চৰকুড়া, জামতেল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অংশটুকু একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘কোন ব্যক্তির বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা’আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ গুণ বেশী নেকী রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওয়ৃ করে মসজিদের দিকে গমন করে তখন প্রতি পদে পদে তার জন্য একটি করে নেকী লেখা হয় এবং একটি করে গোনাহ মাফ করা হয়, যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর যতক্ষণ সে মসজিদে ছালাতে রত থাকে ততক্ষণ ফেরেশতামঙ্গলী তার জন্য রহমতের দো‘আ করতে থাকেন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, তাকে ক্ষমা কর এবং তার তওবা করুল কর’ (বুখারী ৪/৮৫ পৃঃ মুসলিম হা/৭২ ৫৬৯)।

প্রশ্নঃ (৯/৭৯): ছহীহ, বঙ্গিশ ও জাল হাদীছ কাকে বলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফানুল হক্ক  
গ্রাম ও পোঃ সুন্দরপুর  
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছহীহ এ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের বর্ণনা সূত্রে ধারাবাহিকতা রয়েছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যে হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার দোষ-ক্রটি নেই ও অপর কোন ছহীহ হাদীছের বিরোধী ও নয়’ (মিন আত্তেয়ালিল মিমাঃ ফী ইলমিল মুহত্তুলাহ, পৃঃ ১৭)।

বঙ্গিশ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না (ইয়াম নবী, মুক্তিশাহ মুসলিম পৃঃ ১৭)। জাল হাদীছ বলা হয় এ হাদীছকে যে হাদীছ তৈরি করা হয়েছে (যাসৌর মুহত্তুলাহিল হাদীছ পৃঃ ১১)।

প্রশ্নঃ (১০/৮০): আমার এক ফুফু পরিবার-পরিকল্পনায় চাকুরী করেন। তিনি নানাভাবে অকাল গর্ভপাত ঘটান। আমার প্রশ্ন হ’ল, এর পরিণাম কি? পরিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হায়দার আলী  
হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ গর্ভপাত ঘটানো অর্থই সন্তান-সন্তুতি হত্যা করা। যা শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা কর না’ (আনআম ১১)। গর্ভপাত ঘটানোর জন্য মূলতঃ তিনি শ্রেণীর লোক দায়ী। প্রথমতঃ পরিবার, দ্বিতীয়তঃ ব্যবস্থাপক এবং তৃতীয়তঃ কর্মচারী। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কর না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি’ (আনআম ১১)।

এই অপরাধের সাথে যখন ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী জড়িত থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে সুতরাং তারাও দায়ী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকার্যে ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য কর না। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী’ (মায়েদাহ ২)। হাদীছে বিনা কারণে মানুষ হত্যা করাকে কৰ্তৃরা গোনাহ র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (বুখারী, মিশকাত হা/৫০ ‘কারীরা গোনাহ ও মুনাফিকের আলামত’ অনুচ্ছেদ)। এরূপ অপরাধীদের শাস্তি কিয়ামতের দিন দিগ্নম করা হবে এবং তারা জাহানামে স্থায়ী থাকবে (ফুরক্তুল ইসলাম ৬৮-৭০)।

প্রশ্নঃ (১১/৮১): শী‘আদের উক্তি হ’ল, ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ) শরী‘আতের কোন কোন বিষয় গোপন করেছেন’। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ তৃতীয়, মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ তৃতীয়, মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ তৃতীয়, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ তৃতীয়, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ তৃতীয়, মাসিক আত-তাহরীক ৪য় বর্ষ তৃতীয়

গ্রামঃ গায়ীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ শী'আরা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অন্ত হুক্ম ন দানে হুক্ম ন দেন।

মুহাম্মাদ কৃত শিখেন মান্তব্য কৃত কৃত তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, তাহ'লে সে মিথ্যারোপ করবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তা পৌছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না' (মায়েদাহ ৬৭; বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায় পৃঃ ৬৬৪)।

প্রশ্নঃ (১২/৮২): পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে যে আয়াতগুলিতে সিজদা পাওয়া যায়, সেগুলিতে সিজদা করা কি ইচ্ছাধীন? না অপরিহার্য? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

তৈমুর আলী  
ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে সিজদার আয়াতগুলিতে সিজদা করলে ছওয়ার হবে, না করলে পাপ হবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমরা সিজদার আয়াত পাঠ করি। যে ব্যক্তি সিজদা করে সে ঠিক করে (নেকী পায়)। আর যে সিজদা করে না তার কোন পাপ হবে না' (বুখারী, বুলুগুল মারাম হা/৩৪১)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তেলাওয়াতের সিজদাহ ফরয নয়; বরং যার ইচ্ছা সে সিজদাহ করবে (বুলুগুল মারাম ১০২ পৃঃ)। তবে সিজদা করা যে উত্তম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল (ছাঃ) সিজদা করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৩ ও ১০২৪; কুরআন তেলাওয়াতের সিজদা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩): গত ৫.৮.০১ইং তারিখে কয়েকজন খুনী-সজ্জাসী আমাকে পথিমধ্যে দেরাও করে প্রথমে ৫০,০০০/- এবং পরবর্তীতে ১৬,৭০০/- টাকা আমার কাছ থেকে জ্বর করে একটি সাদা কাগজে লিখে নেয়। আর ২০.৮.০১ইং তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা দিতে না পারলে আমার জীবন নাশের হৃষ্কি দেয়। অতঃপর আমি আমার একজন হিতকার্ত্তী বঙ্গুর পরামর্শক্রমে সজ্জাসীদের কবল থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতের' শরণগ্রন্থ হই এবং উক্ত সংগঠনের সদস্য প্রশাসনের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিজেকে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতের' সদস্য হিসাবে পরিচয় দিয়ে মাললার আরজীতে শাক্ত করি। ফলে খুনী-সজ্জাসীদের কবল থেকে ১৬,৭০০/- টাকা এবং আমার জীবন বাঁচানোর পায়। এক্ষণে প্রশ্ন হলঃ জীবন বাঁচানোর

তাগিদে এভাবে আমার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছবীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মাওঃ মুহাম্মাদ রহমান আমীন  
সং- চরকানাপাড়া  
পোঃ চরআসাড়িয়াদহ  
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাত' একটি কাদিয়ানী সংগঠনের নাম। আর যারা কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে মরী বলে মানে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহপাক বলেন, মুহাম্মাদ হচ্ছেন শেষ নবী (আহ্যাব ৪০)। নবী (ছাঃ) বলেন, আমি শেষ নবী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৫)। কাজেই গোলাম আহমাদ যে একজন মিথ্যা ও ভগুনবী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ভগুনবীর তাবেদারো কখনও মুসলমান হ'তে পারে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নকারীকে বাধিতকভাবে বড় অপরাধী মনে হ'লেও প্রশ্নকারীর বর্ণনামতে আভ্যন্তরিকভাবে তিনি কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করেননি; বরং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মিথ্যা বলা মহাপাপ (ইজ্জ ৩০: মত্তাফাকৃ আলাইহ, মিশকাত হা/৫০ খুনাফিকের আলামত ও করীরা গোনাহসমূহ) 'অনুচ্ছেদ: মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)। তবে কখনো কখনো একান্ত প্রয়োজনের তাকীদে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) একদা এক অত্যাচারী বাদশার হাত থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় স্ত্রী সারাকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০৪)। অতএব প্রশ্নকারীর ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহ'লে উপরোক্তিত দলীলসমূহের আলোকে তার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে। তথাপি ও শাক্তরের কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া যক্ষরী।

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪): কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময় জন্মের ৭ম দিনে আকীকৃত করতে হ'লে করণীয় কি?

-আবুস সালাম  
পুঁচিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না মর্মে কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিন দুদের দিন হ'লেও আকীকৃত দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নথ ও চুল কাটা নিষেধ রয়েছে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)।

মাসিক আত-তাহরীক ৫৮ বর্ষ তের সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫৮ বর্ষ তের সংখ্যা

**প্রশ্নঃ (১৫/৮৫):** আমি ও এক অমুসলিম একই মালিকের কর্মচারী। মালিক আমাদের একত্রে ধাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে থেকে ও থাকতে পারি?

-আবু জাফর  
পোঁ বঙ্গ নং ২০৩  
হাইল, সেউদী আরব।

উত্তরঃ মুসলিম ও অমুসলিম একসাথে থাকতে ও থেকে পারে। তবে কোন অমুসলিমকে কোন সময় আত্মরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না (মুজাদালাহ ২২)। রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে থাকতেন (মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়)। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মুজেহাহ' অনুচ্ছেদ)। রাসূল (ছাঃ) এক মুশরিক মহিলার পাত্র হ'তে পানি পান করেছিলেন (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪)।

**প্রশ্নঃ (১৬/৮৬):** মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয় আছে কি? দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাফিয়  
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে কোন ছহীছ হাদীছ পাওয়া যায় না। হ্যরত আলী (রাঃ) থেকে এ মর্মে যে হাদীছটি পাওয়া যায়, তা যেস্টেফ (আলবানী, তাহকীত, মিশকাত ১/৪৬০ পৃঃ, সীকা নং-১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; তোহফা, ৫/৬৬ পৃঃ)। তথাপিও কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তাহ'লে নিজে না খেয়ে যবেহকৃত পশুর সম্পূর্ণ গোশত ছাদাকাহ করে দিতে হবে বলে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকপুরী মত পোষণ করেছেন (তোহফা ৫/৬৬ পৃঃ)।

**প্রশ্নঃ (১৭/৮৭):** স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সন্তান হয়, তবে কি সে সন্তান তার স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হুস্তান  
কয়েরদাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বাড়ীতে না থাকাবস্থায় কোন স্ত্রীর সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান শরী'আতের দৃষ্টিতে তার স্বামীর সন্তান হিসাবে গন্য হবে না। কেননা সন্তান গর্ভধারণ থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়সীমা হচ্ছে ৩০ মাস' (আহকুম ১৫)। অতএব স্বামী কয়েকবছর যাবৎ বাইরে থাকাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান আসলে সেটি আবেধ সন্তান হিসাবেই পরিগণিত হবে।

**প্রশ্নঃ (১৮/৮৮):** ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃক্ষাঞ্চল নড়ানো যাবে কি? আমাদের ইমাম ছাহেব বলেছেন,

নড়ানো যাবে না। আর নড়ালে ছালাত হবে না। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মজীদ  
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃক্ষাঞ্চল নড়ানো যাবে না এবং নড়ালে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে কথাটি ভাস্ত। এ মর্মে কোন হাদীছ নেই; বরং প্রয়োজনে নড়াচড়া করা যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে করে দেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৭)। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাত দেখানোর জন্য মিস্বরের উপরে দাঁড়ান। অতঃপর ক্রিবলামুয়ী হয়ে তাকবীর দেন এবং সিজদার সময় মিস্বর থেকে মেনে পিছনে সরে সিজদা করেন (বুখারী, মিশকাত হা/১১১৩)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ছালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করা আদৌ ঠিক নয়।

**প্রশ্নঃ (১৯/৮৯):** বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দ্রুত দুরাক'আত ছালাত আদায় করে, একেপ ছালাত জায়েয় কি?

মুসাম্মাং মফেলা আকতার  
নলহিয়া, জুমারবাটী  
সাধাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনেকে দুরাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। বরং এটা একটা বিদ'আত কাজ যা পরিহার করা যকুরী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)। তবে বর ও কনে বিবাহে খুব খুশী হ'লে শুকরিয়া আদায়ের সিজদা করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ প্রদান করা হ'লে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন (আবুদাউদ হা/২৭৭৪)। উল্লেখ্য যে, এই সিজদা হবে একটি।

**প্রশ্নঃ (২০/৯০):** প্রশ্নঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২১ নং প্রশ্লেষণে জনেক প্রশ্লকারীর প্রশ্নঃ 'জনেক হ্যুরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই' -এর জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার ১৪ নং প্রশ্লেষণে একই প্রশ্লেষণে জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য সত্য বলা হয়েছে। এক্ষণে এই পরম্পর বিরোধী ফৎওয়ার সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল জাক্বার

মাসিক আত-তাহরীক মেষ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক মেষ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক মেষ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক মেষ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

গ্রামঃ বাপাগাট  
পোঁঁ সোনাবাড়িয়া  
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

**উত্তরঃ** প্রথমে প্রশ্নকারী ভাইকে 'দারুল ইফতা'র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পরম্পর বিরোধী ফেওয়াটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। এক্ষণে এর জবাব হচ্ছেং সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার উত্তরটিই ছিল সঠিক। আওস ইবনে আওস বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে 'ব্যক্তি জুম'আর দিনে (সহবাস করার পর) নিজে গোসল করল এবং স্তৰীকে গোসল করাল, অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের পাশে গিয়ে খুবৰা শুল এবং কোন বাজে কথা বলল না, তার প্রতি পদে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের নেকী হবে' (তিরিমিয়ী, সনদ হচ্ছীহ, মিশকাত হা/১৩৮৮)।

**প্রশ্নঃ** (২১/৯১)ঃ রাত-দিনে ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ক্রিক্প ফয়লত রয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ মা'ছুম  
কেড়াগাছী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

**উত্তরঃ** প্রতিদিন ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ফয়লত অপরিসীম। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে (ফরয ছালাত ব্যতীত) ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (সেগুলি হচ্ছে) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয ছালাত ব্যতীত ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহপক জান্মাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন (মুসলিম, তিরিমিয়ী, মিশকাত হা/১১৬৯, সুন্নাত ছালাত ও উহার ফয়লত' অনুচ্ছেদ)।

**প্রশ্নঃ** (২২/৯২)ঃ স্টেগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা ধারা সন্তোষ থামে মহিলারা পৃথক স্টেগের জামা'আত করে। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলতিত্বিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল ইসলাম (রেয়া)  
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংড়ী।

**উত্তরঃ** স্টেগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাঁকলে স্টেগেন গিয়ে তারা ছালাত আদায় করবে। মসজিদে কিংবা বাঁচাতে সমবেত হয়ে মহিলা ইমাম বানিয়ে মহিলাদের স্টেগের ছালাত আদায় করা ছহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী। কেননা ছহীহ হান্দি ছ মহিলাদেরকে স্টেগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে এমনকি খুবৰতী মহিলা, যাদের ছালাতে শরীক

হওয়ার অনুমতি নেই, তাদেরকেও স্টেগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব মহিলার চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও স্টেগেল মহিলাদের পক্ষ থেকে কাপড় পরিয়ে স্টেগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ রয়েছে (বুখারী, কিতাবুল স্টেগায়েন, 'খুতুবতাদের ছালাত থেকে বিরত থাকা' অনুচ্ছেদ হা/৯৮১; স্টেগের দিন কোন মহিলার যখন চাদর না থাকবে' অনুচ্ছেদ হা/৯৮০)। কিন্তু একান্তই স্টেগাহে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কোন পুরুষ ব্যক্তি ইমাম হয়ে শুধু দু'রাক'আত ছালাত পড়িয়ে দিবে। রাসূল (ছাঃ) আনাস ইবনে আবী উত্বাকে তার পরিবারের স্টেগের ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন (বুখারী, কিতাবুল স্টেগায়েন')।

**প্রশ্নঃ** (২৩/৯৩)ঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে নাকি সারা বছর ছিয়াম পালন হয়ে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাহীমা নাসরীন  
সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

**উত্তরঃ** শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর ছিয়াম পালন করা হয়। অর্থাৎ সারা বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়। আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল আমল করল, সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' (আন আম ১৬০)। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল আমল। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে  $(30 \times 10) = 300$  দিন হয় এবং শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে  $(6 \times 10) = 60$  দিন হয়। যোগ করলে মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা মতে ৩৬০ দিনে বছর হয়। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। এখানে ইহা দ্বারা ছওয়াব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য মাত্র (ইবনুল ক্ষাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮১-৮২ পঃ)।

**প্রশ্নঃ** (২৪/৯৪)ঃ বিবাহবন্ধনে আবক্ষ হওয়ার উপকারিতা কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী  
দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

**উত্তরঃ** বিবাহবন্ধনে আবক্ষ হওয়ার নানাবিধি উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও

মাসিক আত-তাহরীক ৫৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫৪ বর্ষ ৩য়

ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে ধাক্ক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রৱীতি ও স্থায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিত্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবীল রয়েছে’ (কুর’আন ২১: ১১)।

সবচেয়ে বড় কথা হ’ল, বিবাহবন্ধন যেনা-ব্যতিচার উৎখাত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজাহানের হেফায়ত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়ামই তার কুপ্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত হা/৩০৮০: বিস্তারিত জানতে পড়ুন! হে যুবক! অবসর সময়কে কাজে লাগাও! মাসিক ‘আত-তাহরীক’ আগস্ট ’৯৯ সংখ্যা)।

প্রশ্নঃ (২৫/৯৫): জনেক খঢ়ীব জুম্বার খুৎবায় সূরা নাস ও ফালাক্তের উপর আলোচনা করতে শিয়ে বলেন, মকায় একজন মৃত্যুজুক একটি বর্ণের মৃত্যুপ্রজ্ঞা করতো। হঠাৎ একদিন মৃত্যুটি নড়াচড়া করে বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ নামে একজন নবী এসেছেন। তিনি সত্য নবী নয়। পরে এই মৃত্যুপ্রজ্ঞ তার বক্সের সহ আবু জাহলকে জানালে তারা জিজ্ঞেস করায় মৃত্যুটি একই কথা বলে। ফলে আবু জাহল পরামর্শ দেয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ডেকে এনে শুনানোর জন্য। রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দিলে তিনি তাঁর কিছু ছাহাবাদেরকে নিয়ে মৃত্যির নিকট যান। তখন মৃত্যুজুক মৃত্যুকে লক্ষ্য করে বলল, মাগো! গত দু’দিন যা বলেছে আজকেও তাই বল। মৃত্যু বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সত্য নবী। কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং বলতে সাগল দুই দিন তুমি বললে সত্য নবী নয়, আর আজকে বললে সত্য নবী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার পথে একটি জিন সাক্ষাৎ করে বলল, দুষ্ট জিন মৃত্যির মধ্যে চুকে গত দু’দিন বলেছে আপনি সত্য নবী নন। আপনার আগমনের কথা শুনে আমি এই শয়তানকে হত্যা করে আমি মৃত্যির ভিতরে চুকে আপনি সত্য নবী বলে ঘোষণা করেছি। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহুর্লীবন্দ

বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ  
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত ঘটনা মিথ্যা। যার কোন বিশুদ্ধ দণ্ডীল নেই। সূরা নাস ও ফালাক্ত-এর তাফসীরে এমন কোন ঘটনা ছাহীহ হাদীছ সম্মত এবং নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীর

গ্রহেও বর্ণিত হয়নি। তবে উক্ত সূরাবায়ের শানে ন্যূন্যূল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর জনেক ইহুদী যাদু করেছিল বলে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ছাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৪৮ খণ্ড, সূরা নাস-ফালাক্ত-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নঃ (২৬/৯৬): জনেক মহিলা স্বামীকে ঘরে রেখে নিজে বাজার করে, স্বামীকে স্বামী হিসাবে গণ্য করে না, স্বামীর প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকলে ডাকে সাড়া দেয় না এবং নিজের ইচ্ছা মতই সব কাজ করে, স্বামীর ধার ধারে না, এমন মহিলার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।

-হযরত আলী  
শিলিদা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নারীরা পুরুষের অনুগত হয়ে থাকবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্যও যে, তারা তাদের (স্বামীর) অর্থ ব্যয় করে। তাই সতী স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফায়তযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফায়ত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয়্যা ত্যাগ কর এবং প্রাহার কর’ (নিসা ৩৪)। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘আল্লাহ ব্যাক্তি অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। তাহ’লে স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম’ (তিরমিয়ী হা/১১৫৯: সনদ ছাহীহ মিশকাত হা/৩২৫৫ ও ৬৬)। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্তৰীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে বা বিচানায় ডাকে আর সে যদি না আসে তাহ’লে সকল পর্যন্ত ফেরেশতামগুলী এ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সংগে সংগে সাড়া দিতে হবে’ (বুখারী ন/২৫৮: মুসলিম হা/১৪৩৬: তিরমিয়ী হা/১১৬০)।

প্রশ্নঃ (২৭/৯৭): বর্তমানে আফগানিস্তানে তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে উভয় দলের সৈন্যই মারা যাচ্ছে। আমরা কাদেরকে শহীদ মনে করব। জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নেছারুদ্দীন  
হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আফগানিস্তানে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা মূলতঃ ধর্ম যুদ্ধ। যা মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। ‘নর্দান এ্যালায়েন্স’ নামধারী মুসলমানরা ইহুদী-স্বীক্ষানদেরকে বক্স হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও

খী়ষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অস্তর্ভুক্ত' (মায়েদাহ ৫১)। সুতরাং 'উর্গোধ্বলীয় জোট' ইহুদী-খী়ষ্টানদেরই অস্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে তালেবানদেরকে খাঁটি মুসলমান বলা যায়। কেননা তারা ইসলামী ঐতিহ্যকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদ করে চলেছে। সুতরাং তারা মারা গেলে শহীদ হিসাবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ (যুক্তি ১/৪১ পঃ: মুসলিম ১/১৮৮৮ ও ২৫৪)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୨୮/୯୮) : ଯା ସତ୍ତାନକେ କତ ବହର ଦୁଧ ପାନ କରାତେ ପାରେନ୍ତି ଦୁଃଖର ପର ଦୁଧ ପାନ କରାଲେ କି ପାପ ହବେ ? ତହିଁ ଦଲିଲେର ଆଲୋକେ ଜାଣିଲେ ବାଧିତ କରବେ ।

-নাজমা খাতুন  
শিল্পাই, রাজশাহী।

উন্নতি: সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণতঃ দু'বছর। আল্পাহ তাঁ'আলা বলেন, 'মায়েরো তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে' (মক্কায় ২৩০, নুমুন ১৪ ও আহকাফ ১১)। তবে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুধ পান করালে কোন দোষ নেই। মূলতঃ আয়াত সমূহে দু'বছর দুধ পান করানোর সময় সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহ'লে ঐ বাচ্চা তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না।

ପ୍ରଶ୍ନ (୨୯/୧୯): ତେବେ କି? ଏକାଧିକବାର ତେବେ ତଙ୍କ କରଲେ କାକଫାରା ଦିତେ ହବେ କି? ତୁଲ ବୁଝାତେ ପେରେ ପୁନରାୟ ତେବେ କରଲେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହବେ କି-ନା ଜାନନେ ଚାଇ ।

- আবগ্নাহ

ନରାନ୍ତି ମାଦରାସା, ଲକ୍ଷ୍ମିକୋଳ, ପାବନା ।

উন্নতঃ তওবা হচ্ছে বিগত পাপের কারণে অনুত্তম হয়ে ভবিষ্যতে আর কোন দিন ঐ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। এরপ একাধিকবার করার পরেও ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় যদি চূড়ান্তভাবে তওবা করে তাহ'লে তার পাপ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ।  
 রামুল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ একাধিকবার পাপ করে বারবার যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে' (বুরী মূল্যম, মিশকাত বু/১৩০০ 'ইংগ্রিজ ও তৎকে ইন্দুষ্ট্রি)। উল্লেখ্য যে, তওবা ভঙ্গের কোন কাফফারা নেই।

ପ୍ରଶ୍ନ (୩୦/୧୦୦) : ଛାଲାତେର ଉତ୍ତର ବୈଠକେ 'ତାଶାହଦ' ପଡ଼ାର ସମୟ ଯେ ଶାହଦାତ ଆସୁଳି ଉଠିଯେ ରାଖିତେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡାତେ ହେବ ତାର ପ୍ରୟାଗସହ ବିଭାବିତ ଜାନତେ ଚାଇ ।

-মুহাম্মাদ ফারুক হুসাইন  
নুরুল্লাহ গঞ্জি, আটরশি, ফরিদপুর।

উক্তরং ছালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার সময় শাহদাত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখা এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত নড়ানো ছাইছ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাই, মিশকাত হ/৯০৬ ও ৯০৭)। উল্লেখ্য যে, “**إِلَّا**”

অথবা “মা লাই” বলার সময় আঙুল উঠানো বা উঠিয়ে সংগে সংগে নামিয়ে ফেলার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার কোন ছহীহ, যদ্বিক, মুনকার এমনকি কোন জাল হাদিছও নেই। প্রমাণ বিহীন এ আমল এক্ষণি পরিত্যাজ্য (বিজ্ঞারিত দেবনাম তাত্ত্বিক শিক্ষাকাত।) (১৮৫৫ পৃষ্ঠা নং-২)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୩୧/୧୦୧) : ଅନୁଦାନେର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଯ ଅପାରେଶନେର ମାଧ୍ୟମେ ନିର୍ବିର୍ଯ୍ୟ ହେଁବେ, ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇମାମତୀ ବା ମୁଓସାୟିନୀ ବୈଶ ହବେ କି? ଯଦିଓ ତାର କର୍ତ୍ତ୍ତମା ମୁଦ୍ଦୁର ହୁଏ?

-ଆନନ୍ଦ କର୍ମୀ

ନଥୋପାଡ଼, ବାଗମାର୍ଗ, ରାଜଶାହୀ ।

উত্তরঃ নিঃসন্তান হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বীর্য হওয়া শরীয়তে একটি গৃহিত অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) নির্বীর্য হওয়ার অনুমতি দেননি (নাসাই হ/৩২১৫)। কাজেই এমন কাজ কেউ করলে তার জন্য তওবা করা যব্বুৰী। তবে এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়ায়্যিনী চলবে না, এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। হাজার্জ বিন ইউসুফ বড় অপরাধী হওয়া সন্ত্রেণ আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করতেন (বুখারী, ইরওয়া হ/৫২৫)। বিদ্বাত ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পিছনেও ছাহাবাগণ ছালাত আদায় করেছেন’ (বুখারী, ইরওয়া হ/৫২৮)।

ପ୍ରଶ୍ନ (୩୨/୧୦୨) : ଜୁମ'ଆର ଦିନ ଖୁବା ଦେଓଯାର ସମୟ ଖତ୍ତିବେର ଓୟ ନଷ୍ଟ ହ'ଲେ କରଣୀୟ କି ଜାନତେ ଚାଇ ।

-সাইফল ইসলাম

ଆରବୀ ବିଭାଗ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

**উত্তরঃ** জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খাড়ীবের ওয় নষ্ট হ'লে খুৎবা শেষ করে ওয় করে ছালাত আরম্ভ করবেন। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূল (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছলুন্দীরের সাথে কথোপকথন করতেন (ইবনু মাজাহ হা/১২০১: বখাৰী 'স্তস্তিক্ষা' অধ্যায়)।

প্রশ্নং (৩৩/১০৩): চুন শামুকের তৈরি আর শামুক হারামের অভিভূত। তাহলে চুন খাওয়া কি জায়েয়?

-মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ

**উক্তরং** চুন হারাম বষ্টির অস্তর্ভুক্ত নয়। কারণ চুন মাদকদ্রব্য নয়। তাতে মস্তিষ্কেরও কোন বিক্রিতি ঘটে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মস্তিষ্ক পরিবর্তনকারী প্রত্যেক বষ্টই মদকদ্রব্য।

মালিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মানসিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মালিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মালিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মালিক আত-তাহরীক দ্বয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যাই হারাম' (মুসলিম, মিশকাত হ/৩৬৮)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ মন্তিকের বিক্রিত ঘটায় তার অন্ত পরিমাণও হারাম' (আবুদাউদ, হীরিং তিরিমু হ/১৪৩: মিশকাত হ/৩৬৪৫ সন্দ 'হাসান')। উল্লেখ্য যে, শামুক যে হারাম তার স্পষ্ট কোন দলীল নেই; বরং পানির জীবের অস্তুক (তিরিমু, মাসাত, মিশকাত হ/৪২৯)।

প্রশ্ন (৩৪/১০৪): বাম হাতে তাসবীহ পড়লে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি? না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হসাইন  
দেবিদ্বাৰা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাম হাতে তাসবীহ গণনা করলে অবশ্যই সুন্নাতের খেলাফ হবে। আবুলুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি' (আবুদাউদ হ/১৫০২)।

উল্লেখ্য যে, 'তাসবীহ দানার' মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজের সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে, তা বিদ'আত। সুতরাং এ আমল বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি কোন আমল করে আর সে আমলের নির্দেশ আমার পক্ষ থেকে না থাকে তাহ'লে

পরিত্যাজ্য' (বুখারী, মুসলিম, ফখুন দারী, ১৩/৩২৯ পঃ 'ইতিহাস' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৫/১০৫): কাফনের কাপড় বিনা ধৌতে মাইয়েতকে পরানো যাবে কি? অনেক সময় কাপড় তৈরিতে নাপাকীরণ সম্ভাবনা থেকে যায়। দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ  
গ্রাম ও ডাকঃ দৌলতবালী  
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাফনের অথবা যে কোন প্রয়োজনে নতুন কাপড় ব্যবহার করলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কারণ নতুন কাপড়কে পবিত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে। ধৌত করে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাথে সাথে কোন অপবিত্র বস্তু কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে তাকে ঝেড়ে ফেললেই তা পবিত্র হয়ে যায়। কাপড়ে শুক্র লেগে শুকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) হাত দিয়ে তুলে ফেলতেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) সেই কাপড় পরে ছালাত আদায় করতেন (মুসলিম, বুলগুল মারাম হ/২৫)। অতএব নতুন কাপড়ের কোন স্থানে শুকনা অপবিত্র দেখলে তা ঝেড়ে ফেলে ব্যবহার করা বৈধ।

## রাজশাহী মেটাল হেল্প ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :

ষষ্ঠ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা

ষষ্ঠ মাদকাসক্তি নিরাময়

ষষ্ঠ সাইকোথেরাপি

ষষ্ঠ বিহেভিয়ার থেরাপি

ষষ্ঠ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া;

রাজশাহী - ৬০০০।

ফোন : ৭৭৫৮০৫।